পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩২২ সাল।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

উৎসর্গ

পিতৃ

চরণে।

ভূমিকা।

এই নাটকখানি সঙ্কলনে নিম্নলিখিত ইতিহাস কয়খানি আমার প্রধান অবলম্বন।

TARIKH—I-SHER SHAHI—Elliots History vol IV.

Price's Mohamedan History vol III

History of India under Babar and Humayun vol II

By W. Erskine Esq.

History of the Great Moghuls

By Pringle Kennedy.

Brigg's History of the Rise of the Mohamedan Power.

Private memoirs of the Moghul Emperor Humayun translated

By Charles Stewart.

Gul Badan's Humayun Nama.

"নাটক—নাটক"—তাহা হইলেও কল্পনারও একটা সীমা আছে—যতদূর সম্ভব ইতিহাসের মর্য্যাদা রাখিতে আমি প্রথম চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ণ উৎসাহের সহিত আরম্ভ করিয়া আবেগ কম্পিত হৃদয়ে সমাপ্ত করিলাম—জানি না কি হইয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগের মত ভগবানের ইচ্ছায় আমায় কোন শুভ বা অশুভ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয় নাই—সম্পূর্ণ সুস্থচিত্তে ও সানন্দে আমি এই কার্য্যটা শেষ করিতে চেষ্টা করিয়াছি—তথাপি সকল বিষয়েই কিছু কিছু ত্রুটী রহিয়া গেল—তাই আজ আমি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে কম্পিত হৃদয়ে দণ্ডায়মান—তাঁরা যদি সমস্ত সংশোধন করিয়া না লয়েন—তাহা হইলে হয়ত আমার এই প্রথম চেষ্টা শেষ চেষ্টায় পরিণত হইবে।

বাকুলিয়াগ্রাম
জেলা হুগলি।
১লা আষাঢ়।

গ্রন্থকার।

পরিচয়।

শের শা	...	পরাক্রান্ত আফগান সর্দ্দার পরে পাঠান সম্রাট।
আদিল	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
জালাল	...	ঐ মধ্যম পুত্র।
কুতব	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
মুবারিজ	...	ঐ ভ্রাতৃষ্পুত্র।
গাজিখাঁ	...	ঐ চুণারের সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ।
ফকির	...	ঐ গুরু।
রহিম	...	ছদ্মবেশী ইব্রাহিম লোডীর কন্যা।
হুমায়ুন	...	মোগল সম্রাট।
কামরান	...	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
হিণ্ডাল	...	ঐ ঐ
বহলুল	...	ঐ মন্ত্রী।
বাইরাম	...	ঐ সেনাপতি।
আবদার	...	ঐ বিশ্বস্ত অনুচর
হোসেন	...	ঐ সৈনিক।
রুমিখাঁ	...	ঐ গোলন্দাজ।
কিলাফৎ	...	ঐ ক্রীতদাস।
মামুদ	...	বঙ্গের শাসনকর্ত্তা।
নিজাম	...	ভিস্তি।
হরিকৃষ্ণবীরকেশরী	...	রোটাস দুর্গাধ্যক্ষ।
চূড়ামন	...	ঐ আশ্রিত ব্রাহ্মণ।
মল্লদেব	...	যোধপুররাণা।
কুম্ভ	...	ঐ সেনাপতি।

চাঁদ	...	শের শার কন্যা।
বিবি	...	ঐ ভ্রাতুষ্কন্যা ও মুবারিজের ভগ্নী।
ই’কন্যা	...	পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোডীর কন্যা।
দিলদার বেগম	...	হুমায়ুনের বিমাতা।
বেগা বেগম	...	ঐ স্ত্রী।
দুর্গাবতী	...	কালেঞ্জর অধিপতি কীর্ত্তিসিংহের কন্যা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চুনার দুর্গ।

শের খাঁ ও তাঁহার কন্যা চাঁদ।

চাঁদ। হাঁ বাবা! তোমার কি একটু সবুর সইলনা!

শের। কি করব মা! সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্ষুধায় পেট জ্বলে উঠেছে তার উপর সম্মুখে পর্য্যাপ্ত আহার প্রস্তুত তখন কি আর সবুর সয়—অগত্যা কোষ হতে তলোয়ারখানা বের করে তদ্বারাই আহার শেষ করলুম।

চাঁদ। বাবা! তুমি মোগল সম্রাট বাবরসার একজন সেনাপতি ছিলে, তুমি বার বার একখানা ছুরি চাইলে কেউ তা দিলে না!

শের। আমি একজন সামান্য সৈনিকের কার্য্য করতুম মা! তাই বোধ হয় কেউ গ্রাহ্য করলে না।

চাঁদ। আচ্ছা বাবা! তুমি যখন তোমার সেই তিনহাত লম্বা তলয়ারখানা দিয়ে এক এক টুকরো মাংস কেটে মুখে দিতে লাগলে—তখন বোধ হয় তোমার সঙ্গে যাঁরা আহারে বসেছিলেন—তাঁরা তোমার মুখপানে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন!

শের। হাঁ মা! আমি যখন শেষ করলুম তারা তখন হাঁফ ছেড়ে আরম্ভ করলে।

চাঁদ। একথা বাবরসার কানে উঠল আর তুমি বুঝি পালিয়ে এলে?

শের। হাঁ মা! সেইদিন থেকে বাবরসা যেন কেমন হয়ে গেলেন, আর আমার উপর লক্ষ্য রাখতে তাঁর সমস্ত কর্ম্মচারীদের সতর্ক করে দিলেন।

চাঁদ। বাবরসা লোক চিনেছিলেন ঠিক। বাবা! আমার সেই ফকিরের কথা বিশ্বাস হচ্ছে—তুমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হবে।

শের। ফকিরের কথা! হাঁ—না মা! বলত আর একবার শুনি—দেখি প্রাণে সাহস পাই কি না।

চাঁদ। সেদিন এই ফকিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো বাবা! আমি তাঁকে এই চুনার দুর্গে প্রবেশের স্বাধীনতা দিয়েছি।

শের। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না মা!—না বেশ করেছ, এখন বলত মা! সেই ফকির কি বলেছিলো।

চাঁদ। বাবা! তুমি যখন চার বৎসরের শিশু—তখন একদিন একটা পয়সার জন্য বড় বায়না ধরেছিলে—ঘটনা ক্রমে এই ফকির সেইস্থানে উপস্থিত হন; শুনেছি—তোমার মুখপানে তাকিয়ে সেই মহাপুরুষ বললেন "আহা যিনি একদিন হিন্দুস্থানের সম্রাট হবেন—তিনি আজ কিনা একটা পয়সার জন্য লালায়িত"! এই কথা বলেই ফকির কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শের। মা! মা! সহস্রবার একথা শুনেছি—সহস্রবার আমার এই ক্ষুদ্র বক্ষ দ্বিগুণ উৎসাহে ফুলে উঠেছে—আমার উষর মস্তিষ্ক বিরাট প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু মা! হিন্দুস্থানের মসনদ—শুষ্ক কণ্ঠ পথিকের সম্মুখ থেকে মৃগতৃষ্ণিকার মত দূরে চলে যাচ্ছে। ফকিরের ভবিষ্যৎবাণী! অসম্ভব—না, মা! আমার বোধ হয় ফকিরের কোন গূঢ় স্বার্থ ছিল।

(সহসা ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। ঠিক বলেছ শের! কিন্তু এ স্বার্থ শুধু তোমাতে আমাতে পর্য্যবসিত নয়—এ স্বার্থ দেশের কল্যাণে, জাতির কল্যাণে উজ্জীবিত—এ স্বার্থ শোণিত স্রোতের মত প্রতি শিরা উপশিরায় প্রবাহিত। শের! অবিচারে, অত্যাচারে দেশ ভরে গিয়েছে—রাজ্যের রক্ষক শত শত পল্লীর উৎসাদন করে প্রমোদ কুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করছে—দেশের পুষ্টি সরল কৃষকের রক্তে বিলাস কক্ষ ধৌত করছে। শের! দেশের দুর্গম পথ অলস ভুজঙ্গের মত কুটিল বক্রতায় পড়ে আছে—পথিক পথে পা দিচ্ছে—দস্যু তার আহার্য্য পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে দিচ্ছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা তাকে অসাড় করে দিচ্ছে—হিংস্র জন্তু তার অবশিষ্ট হাড় কখানা পর্য্যন্ত উদরসাৎ করে ফেলছে। অগ্রসর হও শের! বাবরসা তোমার জন্য হিন্দুস্থানে সিংহাসন পেতে রেখে গেছেন—বিজয়লক্ষ্মী তোমার শিরে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিতে ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

শের। অপরাধ হয়েছে। শত্রুর দুর্লঙ্ঘ্য গিরিদুর্গ দেখে, তাদের বিজয় দম্ভ শুনে, আমার ক্ষুদ্র প্রাণ ভয়ে সন্দেহে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলো। আপনার আশীর্ব্বাদে নবীন উৎসাহে ধমনীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। শপথ করছি—এক দিকে শেরখাঁর জীবন অন্যদিকে হিন্দুস্থানের সিংহাসন।

ফকির। শের! শুনেছ কি? যখন তুমি জননী জঠরে—আহা কি সে স্বপ্ন! জননী তোমার স্বপ্ন দেখলেন—ক্রোড়ে যেন তাঁর পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে—কি এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে সে ঘর ভরে গেছে—ঘুম ভেঙ্গে গেল—জননী তোমার জনককে স্বপ্নের কথা বললেন। শের! শের! পাছে তোমার জননী ঘুমিয়ে পড়েন—পাছে সে স্বপ্ন বিফল হয়ে যায় তাই জনক তোমার জননীকে প্রহার করতে লাগলেন! আহা! সেই সতীলক্ষ্মী প্রহারের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে, তোমার কল্যাণ কামনায় খোদার নাম করে অবশিষ্ট রজনী হাসিমুখে কাটিয়ে দিলেন।

শের। মা! মা!—সেই জননী আমি হারিয়েছি প্রভু!

ফকির। শের! সেই তুমি। অন্ধকারে দেশ ভরে গেছে, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। পাঠানের নাম লোপ হয় শের! পাঠানকে রক্ষা কর। খোদা তোমাকে রক্ষা করবেন। (প্রস্থান—দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন)

চাঁদ। বাবা! শুনেছি এই ফকিরের বয়স একশত বৎসরের উপর" কিন্তু কণ্ঠস্বর এখনও কি স্থির, কি গম্ভীর—দেহ কি দৃঢ়!

শের। ভোগবিলাসত্যাগী মহাপুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন মা! (নেপথ্যে তোপধ্বনি) একি! তোপধ্বনি কেন! আবার—আবার—

(শের পুত্র কুতবের প্রবেশ)

কুতব। পিতা! সম্রাট হুমায়ুন—আমাদের দুর্গে দূত প্রেরণ করে একশত তোপধ্বনি করতে আদেশ দিয়েছেন—এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনার অভিপ্রায় সম্রাটকে জানাতে হবে—যদি যুদ্ধ করেন—উত্তম—যদি সন্ধি অভিপ্রায় হয়—তাহলে পাঁচশত অশ্বারোহীর সহিত আপনার যে কোন একটী পুত্রকে প্রতিভূ-স্বরূপ তাঁর কাছে প্রেরণ করতে হবে। দূত অশ্বপৃষ্ঠে দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করছে।

শের। কুতব! সম্রাট—বাহাদুর সাকে দমন করতে চিতোর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন না?

কুতব। হাঁ পিতা! পথে আমাদের এই দুর্গ গ্রহণের সংবাদ পেয়ে আপাততঃ আমাদের বিরুদ্ধে এসেছেন।

শের। যদি কোন উত্তর না দিই।

কুতব। অশ্বপৃষ্ঠেই দূত হুমায়ুনের কাছে ফিরে যাবে—

শের। আর যদি বন্দী করি।

কুতব। তাহলে শেষ তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সসৈন্যে হুমায়ুন দুর্গ অবরোধ করবেন।

শের। তাহলে! কুতব! আমি যে বড় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি।

কুতব। পিতা! যুদ্ধ করুন।

চাঁদ। হাঁ বাবা! যুদ্ধ কর।

শের। তাইত! না—কিছু ঠিক করতে পারছিনা—কুতব চিন্তা কর।

কুতব। যুদ্ধ করুন।

চাঁদ। বাবা! যুদ্ধ কর—হুমায়ুনের চতুর্দ্দিকে শত্রু—অবশ্যম্ভাবী পরাজয়।

শের। না—সন্ধি করব—কিন্তু পিতা হয়ে পুত্রকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করব কি করে! জীবন্ত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো কোন প্রাণে! না যুদ্ধই অবধারিত—কিন্তু কুতব—এযুদ্ধে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। উপায় নাই—কে যাবে, কাকে বলব—না পারবনা। কুতব! যুদ্ধ করব—হোক পরাজয়।

কুতব। তবে কাজ নাই এ যুদ্ধে পিতা!

শের। সন্ধি! না কিছুতেনা—অসম্ভব।

কুতব। অসম্ভব নয়! আদেশ করুন পাঁচশত অশ্বারোহীর সহিত সম্রাট হুমায়ুনের করে আত্মসমর্পণ করি।

শের। কুতব! কুতব! আমার সমস্ত শক্তি অপহৃত হবে—শত্রুর বিরুদ্ধে একপদ অগ্রসর হব আমি আর শত্রু তোমার শিরে খড়্গাঘাত করবে। পুত্রের নিধন! উঃ—না কুতব! এ হতে পারে না।

কুতব। আপনার মত বীরপুরুষের এরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য শোভা পায় না। আমি শত্রু শিবিরে গমন করি—আপনি স্থির চিত্তে চিন্তা করে আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। চির জীবনের আশা সফল করুন পিতা!

শের। চির জীবনের আশা! ধিক আমার! কুতব! পুত্রের পিতা হও—তবে বুঝতে পারবে পুত্র বাৎসল্য আর রাজ্যলিপ্সায় কত প্রভেদ।

কুতব। রাজ্যলিপ্সা নয় পিতা! পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা—ঈশ্বর

জগতে এক অবিনশ্বর কীর্ত্তির সৃষ্টি। পিতা! অধর্ম্মের প্রলয় বিষাণ বেজে উঠেছে—এই গম্ভীর নির্ঘোষ স্তব্ধ করে ধর্ম্মের ভেরী আপনাকে বাজাতে হবে। পুত্র কন্যার কথা ভুলে যান পিতা! তাদের হয়ত উত্তপ্ত মরুর বক্ষে জন্মের মত পরিত্যাগ করে যেতে হবে—না হয় জলধির অতলগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে যেতে হবে—কিম্বা তাদেরই কঙ্কালের উপর সিংহাসন বিস্তৃত করতে হবে। পিতা! অগ্রসর হন—সংসারে পুত্র কন্যা কেউ নয়। সম্মুখে বিরাট কর্ত্তব্য আপনাকে আহ্বান করছে—বজ্র হস্তে তরবারি ধরে অগ্রসর হন।

শের। কুতব! কুতব! একটা বিরাট গরিমায় আমার সমস্ত প্রাণ আপ্লুত হয়ে উঠেছে। তবে এস বৎস, তুমি শত্রু শিবিরে এস—আর আমি—নিভৃতে শক্তি সঞ্চয় করি। তারপর কুতব! আমাকে শত্রুর বিপক্ষে অগ্রসর হতে হবে! কিন্তু—না—আমি হৃদয় কঠিন করেছি—পারব। কুতব! তুমি তবে এস।

কুতব। আশীর্ব্বাদ করুন পিতা! যেন বিজয় দম্ভে ফিরে আসতে পারি।

(প্রস্থান)

শের। (উচ্চৈঃস্বরে) খোদা! তুমিই রক্ষা কর্ত্তা।

চাঁদ। বাবা! এ যেন কেমন হয়ে গেল!

শের! কেমন হয়ে গেল না! হাঁ—না মা চমৎকার হয়েছে—বড় চমৎকার হয়েছে। এস মা—আর এখন ভাবতে পারি না—এর পর দুজনে মিলে ভাবব। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চুণার দুর্গের অপর পার্শ্ব।

শেরখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ।

মুবারিজ। অন্ধকার! আহাহা—কি সুন্দর তুমি! আসমান থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে দুনিয়ার বুকে জমাট হয়ে যাও—তোমার হাসিতে

আমার মত নিষ্কলঙ্ক প্রতিভা গুলো এক সঙ্গে সব ফুটে উঠুক। আর বেরসিক খোদা!. তুমি কিনা এই অতি শান্ত সুস্থ শুভক্ষণটাকে মোটে অর্দ্ধেক সময় দিয়ে তুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলে! আহাহা—এমন পৃথিবী আর—

(শের খাঁর কন্যা চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। কেমন পৃথিবী মুবারিজ ?

মুবারিজ। কে—চাঁদ! আহাহা তোমার মত গম্ভীর তোমার মত অপ্রেমিক নয় চাঁদ! কিন্তু একখানা ফুটন্ত চাঁদের মত ফুটে থেকে স্ফূর্ত্তির জোছনা ঢেলে দিচ্ছে।

চাঁদ। তার চেয়ে বলনা, একটা প্রশস্ত জ্যোৎস্না মোড়া স্ফূর্ত্তির পথ পড়ে আছে—আর পৃথিবীটা তোমাদের মত রসিক পুরুষের করস্পর্শে সুবর্ণ গোলকের মত সেই পথের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে।

মুবারিজ। আহাহা! চাঁদ! তুমি কবি—না দেখে—না অনুভব করেই বর্ণনা করে ফেলেছ।

চাঁদ। মুবারিজ! ভেবে দেখ দেখি কি ছিলে তুমি!

মুবারিজ। কেন? কিছু উলট্ পালট্ হয়েছে না কি? না চাঁদ! আমি স্ফূর্ত্তি রাজ্যের নিরীহ প্রজা, আমার মৌরসীপাট্টা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

চাঁদ। আমি কেড়ে নেব। মুবারিজ! তোমাকে এমন করে ডুবতে দেবনা। এই বিরাট সংসার সমরাঙ্গনে বীর বেশে তোমাকে দাঁড়াতে হবে।

মুবারিজ। আহাহা! অনুরাগ! অনুরাগ! চাঁদ! প্রেমে পড়নি ত? দোহাই তোমার—আজকার রজনীটা মাপ কর, আজ আর চাঁদ উঠবেনা চাঁদ! বড় জমকাল অন্ধকার—চাঁদের আলোয় মজে ভাল কিন্তু বড় গা ছম ছম করে। (প্রস্থানোদ্যোগ কিন্তু ফিরিয়া) তুঃখ করনা চাঁদ! তুমি বীর বেশ গুছিয়ে রাখ আমি ভোরে এসে পরে ফেলবো। (প্রস্থান)

চাঁদ। মুবারিজ! সত্যই আমি প্রেমে পড়েছি। মন্দ কি—তুমি শের খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি শের খাঁর কন্যা। কিন্তু তোমার এই পশু মূর্ত্তি কখনও স্পর্শ করব না, মনের মত করে তোমাকে গড়ে নেব। (প্রস্থান)

(শের খাঁর ভ্রাতুষ্কন্যা বিবির প্রবেশ)

বিবি। প্রেম! প্রেম! না কেউ বুঝে না! চাঁদ বলে কিনা দুনিয়াটা একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র। হাঃ, হাঃ—তবে কেন চাঁদ তার ভুবন ভোলা জোছনা দিয়ে পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরে—ফুল তবে কেন হেসে হেসে দুলে দুলে বাতাসের সঙ্গে কথা কয়—মাধবিকা কেন সহকারে বেড়ে উঠে! এটা বুঝলে না দিদি! বুঝিয়ে বললে একটু বুঝে জালাল—তা হলে কি হয়, যুদ্ধের নাম মনে পড়ে আর সব ঘুলিয়ে যায়—কেউ বুঝে না কেউ বুঝে না।

গীত

ওগো প্রেম যদি কিছু নয়,
তবে ফুলদল হেরি অলিকুল কেন
এত গো আকুল হয়।
প্রেম যদি শুধু হয় গো বিফল,
দিবাকরে হেরি কেন ফুটে গো কমল।
কেন প্রিয়ার বিরহে চখে আসে জল,
দেখে তারে সুখ হয়॥
সারাটি বরষ নীরবে কাটায়ে,
কোকিলা গাহে আকুল হইয়ে,
বসন্ত গেলে পুনঃ কেন সে,
নীরব হইয়ে যায়॥
প্রিয় আসিবে ফিরে আশাটুকু লয়ে,
কেন বল বেঁচে রয়॥

(শের খাঁর পুত্র জালালের প্রবেশ)

জালাল। বিবি! বিবি! দুর্গের উপর থেকে দেখবি আয় গঙ্গার কেমন শোভা হয়েছে!

বিবি। সে কি জালাল! তুমি শের খাঁর পুত্র—যুদ্ধ কর, গঙ্গার শোভা দেখে কি করবে!

জালাল। বিবি! তুই আমার খুল্লতাত কন্যা, আমি তোর জ্যেষ্ঠ—আমার নাম করছিস!

বিবি। আমি অমন কট কট করে দাদা বলে ডাকতে পারি না। আমি বেশ একটা মধুর—

জালাল। বেশ তবে তুই মর আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

বিবি। তুমি ডেকেছো আমি কি এখানে দাঁড়িয়ে মরতে পারি! দাদা—ছিঃ বড় তিক্ত। প্রিয়তম! বড় মধুর! গঙ্গার শোভা! আহা! উচ্ছ্বসিত বারি রাশি প্রেম বিহ্বলা যুবতীর মত ঊর্ম্মিমালা বক্ষে করে যেন প্রেমিক বরণে চলেছে! কে গান গাইছে না! (স্থির হইয়া শুনিল) কি! পৃথিবীটা অসার! এ সংসারে কেউ কারও নয়! ছিঃ—ছিঃ—এ গান মানুষে গাইছে! (প্রস্থান)

(রহিম ও শের খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিলের প্রবেশ)

আদিল। থেমোনা রহিম! গাও—এ সংসার অসার, জন্ম বন্ধন, পরমায়ু যন্ত্রণা, সুখ স্বপ্ন কুহক, মৃত্যু শান্তি। গাও রহিম! এ সংসার পিঞ্জরে একমাত্র বুলি খোদার নাম। গাও রহিম! তোমার মধুর কণ্ঠে, সপ্তস্বর উত্থিত করে, দিগন্ত প্লাবিত করে খোদার নাম গাও। দুনিয়া তার হিংসা দৃপ্ত কুটিল কটাক্ষ ভুলে গিয়ে নিমীলিত নেত্রে খোদার নাম করুক।

রহিম। আমি ত এ গানের নূতন মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারলুম না। গানটি গাইতে বড় ভাল লাগে তাই গাই। এমন হয়ে যাবেন বুঝলে কি আর এ গান মুখে আনি।

আদিল। দুঃখ করনা রহিম! হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে এ আলোক অনেক দিন জ্বলেছে—তোমার মধুর সঙ্গীতে সে আলোক আজ একটু উদ্ভাসিত হল মাত্র। গাও রহিম! তোমার মধুর কণ্ঠে খোদার মহিমা গাও। চল রহিম! এ দুর্গ অতিক্রম করে এ কোলাহলময়ী নগরী পরিত্যাগ করে নির্জ্জনে খোদার নাম করিগে চল। রহিম! আঁধার পথে আলোক দেখাতে তুমি অশ্ব রক্ষক বেশে আমার পিতার আশ্রয় নিয়েছো—তিনি এখন হিন্দুস্থানের সিংহাসনের জন্য উন্মাদ—চিনতে পারেন নি—কিন্তু আমি পেরেছি—তুমি সামান্য বালক নও—তুমি খোদার রাজ্য থেকে এসেছ।

রহিম। আচ্ছা শুনেছি আপনার পিতা—এক কোপে একটা বাঘকে কেটে ফেলেছিলেন।

আদিল। ভুলাচ্ছ রহিম?

রহিম। না না ভুলাই নি—আমার বড় কৌতূহল হয়েছে, আগে আপনি বলুন তার পর সুন্দর করে একখানি গান গাইব।

আদিল। রহিম! পিতা একদিন সুলতান মামুদের সঙ্গে শীকারে বেরিয়েছিলেন—একটা দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র সুলতানকে লক্ষ্য করে লম্ফ প্রদান করে, কিন্তু পিতা চক্ষের নিমেষে কোষ হতে তরবারি বহির্গত করে এক আঘাতে সেই ব্যাঘ্রকে দুখণ্ডে বিভক্ত করেন।

রহিম। সুলতান মামুদ কিন্তু খুব রিক্ত হস্ত ত। অমনি ঝণাৎ করে অত বড় একটা উপাধি সেইখানে দাঁড়িয়েই দিয়ে ফেললেন!

আদিল। আমার পিতার নাম ছিল ফরিদ সেই দিন হতে হল শের।

রহিম। আচ্ছা—আপনি কেন এই রকম একটা—

আদিল। রহিম! যথেষ্ট হয়েছে—না গাও আমি চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যোগ)

রহিম। না, না—দাঁড়ান আমি গাইছি—

(গীত)

জনম অবধি আমি, তোরে না ডাকিনু স্বামী,
দিন গুলো মিছে গেল কেটে।
আমার যা কিছু ছিল, কি জানি কোথায় গেল,
হিংসা বুঝি সব নিল লুটে!
তোমায় ডাকিব বলে, আসিনু মায়ের কোলে,
কুহকেতে গেল সব ছুটে।
কর্ণ দাও রুদ্ধ করে, কর প্রভু! অন্ধ মোরে,
চরণেতে পড়ি আমি লুটে॥

(শের খাঁর প্রবেশ)

শের। অজ্ঞাতকুলশীল বালক! এই মুহূর্ত্তে এ দুর্গ হতে নিষ্ক্রান্ত হও।

রহিম। দুর্গাধিপতি! অপরাধ আমার?

শের। অপরাধ! তোমার ব্যাকুল আগ্রহে আমি তোমাকে অশ্ব রক্ষার ভার দিয়েছিলুম কিন্তু তুমি নিতান্ত অপদার্থ। বালক! এ উদাসীনের গৃহ নয়, এ ফকিরের আস্তানা নয়। যাও এখনি এ স্থান পরিত্যাগ কর।

রহিম। দুর্গাধিপ! বুঝেছি এ সঙ্গীত আপনার মনোমত হয় নাই—কিন্তু সে সময় ত এখনও আসে নাই। খোদা না করুন যখন শত্রু হস্তে পরাজিত হয়ে—দুর্গম অরণ্যে, দুরারোহ গিরিগুহায় আশ্রয় নেবেন—তখন সে সময় উপস্থিত হবে।

শের। উত্তম—ইচ্ছা হয় অরণ্যে, গিরিগুহায় সেই সময়ের অপেক্ষা করগে। যাও।

রহিম। বেশ তবে বিদায় হই। (সেলাম করিয়া প্রস্থান)

আদিল। পিতা! আমারও বিদায় দিন।

শের! আদিল! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়, তোমার কনিষ্ঠদের আদর্শ। আদিল! অস্ত্র ধর, সহায় হও!

আদিল। আমার ও সব মাথায় আসে না—কিছু ভাল লাগে না।

শের। সুবোধপুত্র আমার—চেষ্টা কর ভাল লাগবে। আদিল! পিপাসার্ত্তকে জল দাও—ক্ষুধার্ত্তকে আহার দাও—আর্ত্তকে রক্ষা কর। শুনতে পাচ্ছনা আদিল! অত্যাচারী রাজার উৎপীড়নে প্রজার আর্ত্তনাদ—দেখতে পাচ্ছনা আদিল! বিলাসী রাজার সৃষ্টি—দুর্ভিক্ষ, মড়ক, হাহাকার খোদার সৃষ্টিকে দলিত করে দিচ্ছে! আদিল! কর্ম্ম কর—ধর্ম্ম এসে নিজে তোমাকে আলিঙ্গন করবে।

আদিল। পিতা!

শের। অবাধ্য হওনা আদিল! আমি পিতা—আজ্ঞা করছি পালন কর নতুবা অধর্ম্ম হবে।

আদিল। পিতা! অপরাধ হয়েছে মার্জ্জনা করুন। (প্রস্থান)

শের। যাও আদিল—তুমি আমার সুবোধ পুত্র। এত বীতানুরাগ! কিন্তু এই বালকটী কোন শত্রু পক্ষীয় নয় ত! (নেপথ্যে জয়োল্লাস) একি! এ জয়ধ্বনি কেন!

(কুতবের প্রবেশ)

কুতব। পিতা! আমি ফিরে এসেছি।

শের। কুতব! কুতব! ফিরে এসেছ! আশা করিনি—যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেছ?

কুতব। না পিতা! ফকিরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারলুম না—আমি পালিয়ে এসেছি।

শের। ফকিরের আজ্ঞায় শঠতা করেছ? (ফকির প্রবেশ করিলেন)

ফকির। শঠের সঙ্গে শঠতা অবশ্য কর্ত্তব্য শের! নির্ব্বোধ তুমি—শত্রু হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করেছিলে—কাপুরুষ তুমি—যুদ্ধে ভয় পেয়েছিলে। অধার্ম্মিক তুমি—অধর্ম্মী অত্যাচারীকে দমন করতে শঠতা অবলম্বনে ইতস্ততঃ করছ। শের! জগতে অধার্ম্মিক বড় প্রবল—যত শীঘ্র পার—ছলে বলে কৌশলে তাদের ধ্বংস ক'রে পীড়িতের পরিত্রাণ কর—তা যদি না পার—তাহলে তোমার মত সহস্র বীরের প্রয়োজন হবে—একজন অধার্ম্মিককে দমন করতে। এখন ইচ্ছা হয় স্থির চিত্তে আমার উপদেশ শ্রবণ কর।

শের। প্রভু আজ্ঞা করুন।

ফকির। শুন শের! হুমায়ুন বাহাদুর সাকে পরাস্ত করে আগ্রায় ফিরে গেছে—বিজয় গর্ব্বে স্ফীত মোগল সম্রাট এখন বিলাসে মগ্ন। চতুর্দ্দিক অতর্কিত পড়ে আছে। এই সুবর্ণ সুযোগে তুমি তোমার সমস্ত সৈন্য লয়ে বিহার পদানত করে বঙ্গদেশ আক্রমণ কর—গৌড়ের অকর্ম্মণ্য রাজা মহম্মদ সা পুরবিকে হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার কর। এই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হও শের—না পার গঙ্গার জলে আত্মহত্যা করে পৃথিবীর ভার লাঘব কর।

(প্রস্থান)

শের। কুতব! বিশ্রামের সময় পেলেনা চল—এই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হও।

তৃতীয় দৃশ্য।

আগ্রা মন্ত্রণাভবন।

মোগল সম্রাট হুমায়ুন, মন্ত্রী সেখ বহলুল, সেনাপতি বাইরাম, গোলন্দাজ রুমিখাঁ।

(বন্দীগণ কর্ত্তৃক স্তুতিগান)

জয় জয় প্রভু জয় হে মহান!
তোমারি হাসি প্রকৃতি হাসে,

তোমারি কিরণে ধরণী ভাসে,
গাহিছে তুনিয়া তব যশ গান॥
বিজলি ঝলসে, অনন্ত আকাশে,
তোমারি নয়নে, ভ্রূকুটি প্রকাশে।
বারি বরষে, পরম হরষে,
সমীর তুলিছে গাহি তব গান॥

হুমায়ুন। একি সম্ভব সেখজী! শের খাঁ এতটুকু সময়ের মধ্যে সমস্ত বিহার দখল করে ফেললে।

বহলুল। সম্রাট! শের খাঁ বঙ্গদেশ জয় করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেছে।

হুমায়ুন। এ গুলো শত্রু পক্ষের গড়া কথা—শের খাঁ এত শক্তি পাবে কোথায়! কি বল বাইরাম?

বাইরাম। সম্রাট! গৌড়াধিপতি মামুদসা অতি কষ্টে পলায়ন করে শের খাঁর হস্ত হতে পরিত্রাণ পেয়েছে। (প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। সাহানশা! আহত গৌড়াধিপ আপনার দর্শনাশায় দ্বারে অপেক্ষা করছেন।

হুমায়ুন। গৌড়াধিপ আহত! অনুমতির প্রয়োজন কি ছিল—শীঘ্র নিয়ে এস। (প্রহরীর প্রস্থান)

সেখজী! বুঝেছি এ শের খাঁর কীর্ত্তি—অন্যায় হয়েছে ক্ষমা করবেন।

বহলুল। অমন কথা বলবেন না সম্রাট!

(তুইজন বাহক মামুদসাকে ধরিয়া প্রবেশ করিল)

(পশ্চাতে তুইজন শুশ্রূষাকারী প্রবেশ করিল)

মামুদ। সাহানশা! (সেলাম করণার্থ অঙ্গ ভঙ্গি করিতে গিয়া মূর্চ্ছা, তুইজন তাহাকে সেই স্থানে শয়ন করাইল ও শুশ্রূষা করিতে লাগিল)

হুমায়ুন। কি হল— কি হল—(সকলে উঠিয়া নিকটে গেলেন।

মামুদ। হাঃ সম্রাট! শের খাঁ আমার এই দশা—(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা ও উক্তরূপ করণ)

হুমায়ুন। সেখজী! এরূপ ঘন ঘন মূর্চ্ছায় প্রাণ হানির সম্ভাবনা। এই মুহূর্ত্তে এঁকে চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা হ'ক। আমি সমস্ত বুঝেছি।

মামুদ। (ইতি মধ্যে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া) সম্রাট! বিশ্বাসঘাতক শের খাঁ—আচম্বিতে সর্ব্বনাশ করেছে। শাস্তি দিন।

হুমায়ুন। গৌড়াধিপ! নিশ্চিন্ত হন। শপথ করছি শের খাঁকে শাস্তি দেব।

মামুদ। হাঃ আমি পারলুম না—(মূর্চ্ছা)

হুমায়ুন। সেখজী! এঁকে এখনি চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করুন। যাও তোমরা এঁকে নিয়ে যাও।

(সেখজী ও মামুদকে লইয়া পরিচারকদের প্রস্থান)

রুমি খাঁ!

রুমি খাঁ। সম্রাট! (অভিবাদন)

হুমায়ুন। তুমি একজন প্রকৃত গোলন্দাজ বীর। তোমারই রণপাণ্ডিত্য একদিন দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতকে স্তব্ধ করে চিতোর দুর্গে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তোমারই প্রতাপে গুর্জ্জর ভূপতি বাহাদুর সা অসংখ্য লৌহ কঠিন রাজপুতের রক্তে তাঁর প্রতিহিংসা বহ্নি নির্ব্বাপিত করেছিলেন। রুমি খাঁ! তুমিই একদিন আগ্নেয়গিরির মত মুহুর্মুহুঃ অগ্ন্যুদ্গারে আমার বিশাল বাহিনীকে ভস্ম করেছিলে।

রুমি। সম্রাট! রুমি খাঁ যত বড়ই বীর হ'কনা—সাহানসার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কাছে তার শির নত হয়ে গেছে।

হুমায়ুন। বিশ্বাসঘাতক পাঠানকে শাস্তি দিতে হবে—চুণার দুর্গ হতে শেরখাঁর প্রতিপত্তি সর্ব্বাগ্রে লোপ করতে হবে। কিন্তু দুর্গ বড় দৃঢ়—গোলন্দাজ বীর! চিন্তা কর যে কোন উপায়ে দুর্গ অধিকার করতে হবে।

রুমি খাঁ। রুমি খাঁর গোলাগুলোও বড় স্থির—বড় দৃঢ়। কিন্তু সম্রাট কৌশলে দুর্গ জয় যদি সহজ সিদ্ধ হয়—তাহলে সাহানসার বোধ হয় আপত্তি হবে না।

হুমায়ুন। বাইরাম! মন্দ কি!

বাইরাম। কৌশলে যদি জয় লাভ হয়—তবে উভয়তঃ মঙ্গল। প্রথমত উভয় পক্ষের প্রাণী হত্যা কম হয়—দ্বিতীয়তঃ শত্রুর সংঘর্ষে দুর্ব্বল হতে হয় না।

হুমায়ুন। কি কৌশল রুমিখাঁ!

রুমি। অনুমতি করুন—জাহাপনার সম্মুখে এ কৌশলের অবতারন করি।

হুমায়ুন। গোলন্দাজ বীর! চুণার দুর্গ জয়ের ভার তোমায় আমি অর্পণ করলুম, যে কোন উপায় অবলম্বন কর। (রুমিখাঁর প্রস্থান)

বাইরাম! তুমি আমার সেনাপতি নও—তুমি আমার বন্ধু—রুমিখাঁর উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করে কিছু অন্যায় করছি কি?

বাইরাম। সম্রাট! রুমিখাঁ কিছু অহঙ্কারী—কিছু উদ্ধত—তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে যতদিন জাহাপনার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হবে—ততদিন প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করবে।

(রুমিখাঁর ক্রীতদাস কিলাফৎকে লইয়া রুমিখাঁর বেত্রহস্তে প্রবেশ)

রুমি। কিলাফৎ! তুমি আমার কে?

কিলাফৎ। আপনি আমার প্রভু।

রুমি। সম্মুখে যে ভুবনবিজয়ী সম্রাটকে দেখতে পাচ্ছ—উনি তোমার কে?

কিলাফৎ। আমার প্রভুর প্রভু! (অভিবাদন) ওঁর সেবায় আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

রুমি। তবে চক্ষু বুজে স্থির হয়ে দাঁড়াও (তথাকরণ)—(রুমিখাঁর কিলাফৎকে বেত্রাঘাত)

হুমায়ুন। রুমিখাঁ! করছ কি? (তথাপি বেত্রাঘাত—সমাংস রুধিরপাত হইতে লাগিল) রুমিখাঁ! উন্মাদ তুমি—ক্ষান্ত হও। এ কৌশল ত্যাগ কর তোমার বীরত্বই যথেষ্ট হবে।

রুমি। সম্রাট! এ আঘাত গুলো গোলার আঘাত অপেক্ষা কোমল—নিরস্ত হলুম। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। কিলাফৎ! তোমার বিবর্ণ মুখ দেখে সম্রাট কাতর। তাঁকে তোমার হাসিমুখ দেখিয়ে সান্ত্বনা দাও।

কিলাফৎ। (সহাস্যে) সম্রাট! গোলাম আজ বড় ভাগ্যবান—আপনি স্থির হন।

হুমায়ুন। বাইরাম্—একি!

রুমি। কিলাফৎ! তুমি এখনি চুণারে রওনা হবেত? দুর্গদ্বারে উপনীত হয়ে কি করবে?

কিলাফৎ। চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে দুর্গরক্ষককে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে বলব—রুমিখাঁ নামে একজন অত্যাচারী গোলন্দাজ মোগল সম্রাটের অধীনে কর্ম্ম করে। আমি তার সহকারী ছিলুম। সেই হিংসুক রুমিখাঁ আমার সুখ্যাতি শুনে বিনা কারণে বেত্রাঘাত করে আমাকে দূর করে দিয়েছে।

রুমি। বেশ তারপর?

কিলাফৎ। আমি অরক্ষিত দুর্গ সুরক্ষিত করতে জানি—গোলন্দাজ সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারি—যদি একটি কর্ম্ম পাই—দুর্গ সুরক্ষিত করে দেব—গোলন্দাজদের শিক্ষা দেব—তাদের নেতা হয়ে মোগল সম্রাট আর রুমিখাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ করব।

রুমি। মনে কর সাদরে দুর্গে তুমি গৃহীত হলে।

কিলাফৎ। বেশ করে অরক্ষিত স্থানগুলি দেখে নিয়ে যত শীঘ্র পারি পলায়ন করব আর আমার প্রভুর তোপধ্বনি সহসা দুর্গের ভিতর প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার পলায়ন বার্ত্তা জ্ঞাপন করে দেবে।

রুমি। চমৎকার! তবে এখনি যাত্রা কর—সম্রাটের আজ্ঞা।

(কিলাফৎ অভিবাদন করিতে করিতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিল)

হুমায়ুন। না—দাঁড়াও রুমিখাঁ! এ কৌশল পরিত্যাগ কর। সম্মুখ যুদ্ধ কর—শেরখাঁ সহ্য করতে পারবেনা।

বাইরাম। সম্রাট! কৌশলে শত্রু জয় না করে নিরর্থক প্রাণী হত্যা করে নিজেকে দুর্ব্বল করি কেন!

রুমি। সম্রাট! শঠের সঙ্গে শঠতায় এত কুণ্ঠিত কেন? শের খাঁ প্রাণের দায়ে পুত্রকে প্রতিভূ রেখেছিলো—সুযোগ পেয়ে সে পুত্রকে লয়ে পলায়ন করেছে।

হুমায়ুন। রুমিখাঁ! তোমার কার্য্য তুমি সম্পাদন কর—কিন্তু শপথ কর কার্য্য শেষ হলে এই গোলামকে আমায় বিক্রয় করবে?

রুমি। রুমিখাঁ জাহাপনার গোলাম। বান্দার গোস্তাকি মাপ হয়, গোলাম লয়ে কি করবেন?

হুমায়ুন। এই ক্রীতদাসের জীবন! রুমিখাঁ! আমি তাকে পুরস্কার দেব।

(প্রস্থান)

রুমি। কিলাফৎ! যথার্থই তুমি ভাগ্যবান—যাও তোমার কার্য্য কর।

(উভয়ের প্রস্থান)

বাইরাম। রুমিখাঁ যেমন বীর, তেমনি কৌশলী—কিন্তু বড় অহঙ্কারী, বড় উদ্ধত—বড় অসভ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

চুণার দুর্গ।

শের খাঁর পুত্র আদিল ও সৈনিক গাজিখাঁশূর।

আদিল। গাজিখাঁ! এরা যে মোগল—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই?

গাজিখাঁ। মোগল ভিন্ন এত ফৌজ কার।

আদিল। কত ফৌজ—আন্দাজ?

গাজিখাঁ। বিস্তর, বিশহাজারের কম হবে না—তাবুই পড়েছে হাজার অনেক!

আদিল। তাইত—এত নিকটে! আচ্ছা গতিবিধি কি রকম দেখলে?

গাজিখাঁ। স্থির—যেন কান পেতে কার অপেক্ষা করছে।

আদিল। গাজিখাঁ! কিলাফৎকে সেলাম দাও। (গাজিখাঁর প্রস্থান) মোগলের লক্ষ্য এই চুণার দুর্গ। পিতা বাঙ্গলায়—আমার উপর এই দুর্গের ভার—মোগলের প্রভূতশক্তি (পদচারণা) এক ভরসা কিলাফৎ।

(নেপথ্যে—দুষমন, দুষমন, কিলাফৎ পালিয়েছে)

(দ্রুত বেগে গাজিখাঁর প্রবেশ)

আদিল। কিলাফৎ পালিয়েছে? গাজিখাঁ! বলছ কি—কিলাফৎ পালিয়েছে—বেইমান পালিয়েছে!

গাজিখাঁ। সর্ব্বনাশ করেছে—পালিয়েছে—তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি—কোথাও নেই—শোবার ঘরে ঢুকে দেখলুম—বিছানার উপর এই চিরকুট পড়ে রয়েছে—দেখুন ত এটা কি।

আদিল। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) "আমি দুষমন, তবু নিমক খেয়েছি, অনেক আদর যত্ন পেয়েছি। সাবধান—আমরা গঙ্গার দিক আক্রমণ করব"। (পত্র ছিন্ন করিলেন)

বেইমান, বেইমান—গাজিখাঁ! সমস্ত অন্ধি সন্ধি জেনে গিয়েছে—সর্ব্বনাশ করেছে। খোদা! সরল বিশ্বাসের এই পরিণাম! গাজিখাঁ! আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কি সর্ব্বনাশ করলুম—কি সর্ব্বনাশ—

গাজিখাঁ। আমার বোধ হয় বেইমান আমাদের নূতন করে ঠকাতে এই চিরকুট রেখে গেছে।

আদিল। ঠিক বলেছ—চতুর্দ্দিকে ফৌজ মোতায়েন রাখ বরং গঙ্গার দিকে অল্প রাখ। এ নূতন কারসাজি—মানুষকে আর বিশ্বাস করবনা। যাও গাজিখাঁ—সকলকে বলে দাও—তারা এখন আহার নিদ্রার সময় পাবে না।

(গাজিখাঁর প্রস্থান)

আদিল। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ করলুম—কেন বিশ্বাস করলুম! সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরে শুকিয়ে জট হয়ে গেছে—সেই ভীষণ চীৎকার—ভীষণ যন্ত্রণা—অবিশ্বাস করতে পারলুম না। উঃ, কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র!

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

ইয়া আল্লা! একেবারে ডুবিয়ে দিলে।

(বেগে গাজিখাঁর প্রবেশ)

গাজিখাঁ। দুষমন গঙ্গার দিক হতেই আক্রমণ করেছে।

আদিল। গাজিখাঁ! খোদা বিরুদ্ধে। এবার আমরা নিজে নিজেই প্রতারিত হয়েছি, তবু চেষ্টা কর, সমস্ত ফৌজ ঘুরিয়ে নাও—সমস্ত কামান গঙ্গার দিকে সরিয়ে নাও।

(গাজিখাঁর প্রস্থান ও একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। দুষমন হটেছে—দুষমন হটেছে।

আদিল। আরও হটিয়ে দাও, গঙ্গার গর্ভে ডুবিয়ে দাও।

(উভয়ের বেগে প্রস্থান)

(কতকগুলি রমণী ও বালক চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল)

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

(বেগে আদিল ও একজন সৈনিকের প্রবেশ)

আদিল। তুই এখনি সমস্ত মেয়ে ছেলেদের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যা—নৌকার উপর চড়িয়ে দিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিগে। বিলম্ব করলে এরাই সব পণ্ড করে দেবে। (সৈনিকের প্রস্থান)

(বেগে গাজিখাঁর প্রবেশ)

গাজিখাঁ। রক্ষা হলনা—বারুদ ফুরিয়ে গেছে।

আদিল। হলনা? কামান দাগ—সমস্ত কামান এক সঙ্গে দাগ।

গাজিখাঁ। বারুদ ফুরিয়ে গেছে, কামান দাগব কি দিয়ে?

আদিল। স্তূপাকার বারুদ ফুরিয়ে গেছে!

গাজিখাঁ। দুষমন বারুদ ঘরের চাবি নিয়ে পালিয়েছে।

আদিল। দ্বার ভেঙ্গে ফেল।

গাজিখাঁ। লৌহ কবাট ভেঙ্গে ফেলা অসম্ভব।

আদিল। কামান একটাও নাই? থাকে যদি—কামান দিয়ে দরজা উড়িয়ে দাও।

গাজিখাঁ। কামান দাগলে ঘরের বারুদ সব জ্বলে যাবে।

আদিল। তাহলে উপায় নাই? (সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। শত্রু দুর্গের উপর উঠে পড়েছে।

আদিল। গাজিখাঁ! তোপদেগে সমস্ত বারুদ জ্বালিয়ে দাও—শত্রু না দখল করে।

সৈনিক। শত্রু সুড়ঙ্গে ঢুকেছে।

আদিল। ঢুকুগ—তাদের নৌকায় চড়িয়ে দে।

সৈনিক। সুড়ঙ্গ পথ একেবারে দুষমনে ভরে গেছে।

আদিল। তবে স্ত্রীলোক গুলোকে কেটে ফেলগে—মেয়ে ছেলেদের আছড়ে মেরে ফেল।

সৈনিক। সময় নাই—ঐ এসে পড়েছে (নেপথ্যে উল্লাসধ্বনি)

আদিল। তবে তারা মরুক, তুই মরবি আয়।

(অসি নিষ্কাষণ করিয়া উভয়ের প্রস্থান)

(রুমি খাঁ ও গাজি খাঁর প্রবেশ)

গাজিখাঁ। ঐ—ঐ—শের খাঁর পুত্র পালাচ্ছে। দোহাই—মারবেন না—বন্দী করুন।

রুমি। (নেপথ্যে বাইরামকে লক্ষ্য করিয়া) সেনাপতি! শের খাঁর পুত্রকে হত্যা করনা বন্দী কর।

(আদিলকে বন্দী করিয়া বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। গোলন্দাজ বীর! তোমার উপদেশের অপেক্ষা করি নাই।

আদিল। গাজি খাঁ! গাজি খাঁ! বিশ্বাসঘাতক! তুইও ষড়যন্ত্রের মধ্যে! কুক্কুর—

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

গাজি খাঁ। হাঃ—হাঃ—জনাব! পেটের দায়ে—পেটের দায়ে—সেলাম—সেলাম।

বাইরাম। যাও—এঁকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাও।

(তথা করণ—আদিলের হেটমুণ্ডে প্রস্থান ও কিলাফতের প্রবেশ)

কিলাফৎ। সেনাপতি! আমি অন্ধি সন্ধি জেনে গিয়েছিলুম বটে কিন্তু এই গাজি খাঁ সাহায্য না করলে বিনাযুদ্ধে এতটা হত না।

গাজি খাঁ। হাঃ—হাঃ—সেলাম্—সেলাম্—(হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন। (রুমি খাঁর প্রতি) এই নাও সহস্র আসরফি—

(আসরফি প্রদান)

দাও তোমার প্রতিশ্রুত ভিক্ষা দাও।

রুমি। (গ্রহণ করিয়া) জনাব! আজ হতে কিলাফৎ আপনার।

হুমায়ুন। না রুমি খাঁ! কিলাফৎ আমারও নয়—তোমারও নয়—কিলাফৎ মুক্ত। যাও কিলাফৎ—যথা ইচ্ছা তুমি প্রস্থান কর।

কিলাফৎ। জাহাপনা দয়ার সাগর। (অভিবাদন করিতে করিতে প্রস্থান)

গাজি খাঁ। (হুমায়ুনকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া) জনাব! জনাব! আমার—আমার দশা—

হুমায়ুন। তুমি! ওঃ—তুমি বিশ্বাসঘাতক, তোমার পুরস্কার—

গাজি। জনাব—জনাব—(কাঁপিতে লাগিল)

হুমায়ুন। না—কিছু ভয় নাই—সে পুরস্কার খোদা দেবেন—আমি তোমায় পুরস্কার দেব—আজ হতে তুমি এই দুর্গের সহকারী অধ্যক্ষ। (প্রস্থান)

গাজি। জনাব! জনাব! (স্থির হইল ও কিছুক্ষণ পরে প্রস্থান)

রুমি। (সৈন্যদের প্রতি) সৈন্যগণ! বন্দী গোলন্দাজদের সকলের হাত কেটে দাও।

বাইরাম। রুমি খাঁ! তুমি সম্রাট হুমায়ুন নও।

রুমি। স্বীকার করছি বাইরাম! তুমি না থাকলে আজ রুমি খাঁর বীরত্ব গঙ্গারই গর্ভে বিলীন হয়ে যেত তথাপি বলছি উদ্ধত হওনা—তোমার সৈন্য না পারে—আমার সৈন্য পারবে। রুমি খাঁ বেঁচে থাকতে নূতন গোলন্দাজ কেউ সৃষ্টি করতে পারবে না। (প্রস্থান)

বাইরাম। স্বার্থে আঘাত লেগেছে! আচ্ছা আরও দিন কতক তোমার উপদ্রব নীরবে সহ্য করব। (প্রস্থান ও গাজি খাঁর প্রবেশ)

গাজি। আমিই বারুদ ঘরের চাবি লুকিয়ে রাখলুম—চিরকুট রেখে এতটা কারসাজি করলুম—কৌশল করে গঙ্গার ধার থেকে সমস্ত ফৌজ সরিয়ে নিলুম—আমাকেই ফাঁকি! এই আমায় রাজারুজি করে দেওয়া হল! সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ! আচ্ছা—সহকারীটে ছেঁটে ফেলতে কতক্ষণ—ডুব দিয়েছি যখন মাটী তুলতেই হবে— (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

ঝাড়খণ্ড জঙ্গল।

(ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে শেরখাঁ জঙ্গলের সম্মুখে আসিলেন ও অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন)।

শের খাঁ। (কিছুক্ষণ জঙ্গলের দিকে তাকাইয়া) ঠিক আমার মত। দুনিয়ার সভ্যতাকে তুচ্ছ করে, মানুষের প্রতাপকে উপহাস করে—হিংস্র জন্তু বুকে করে—স্বাধীনভাবে দাড়িয়ে আছে। আমারও তাই। আহার নাই—নিদ্রা নাই—নিতান্ত যে দিন জুটল, অশ্বপৃষ্ঠেই সমাধা করতে হল। নিদ্রার বেগ যে দিন সহ্য করতে পারলুম না—অজ্ঞাতে অশ্বপৃষ্ঠে শয়ন করে স্বপ্ন দেখতে হল। মোগলের বিশ্ববিজয়ী শক্তির কথা একেবারে ভেবে দেখিনি! গাঢ় অন্ধকারে হিংস্র জন্তুর মত, আমার হৃদয় অভ্যন্তরে শুধু হিংসুক বৃত্তি গুলি জেগে আছে—অন্ধকার যত গাঢ় হচ্ছে, হিংসুক বৃত্তিগুলিও তত ফুটে উঠছে। তাই আজ সর্ব্বস্ব হারিয়েও নিরাশ হতে পারছিনা—আশ্রয় অনুসন্ধান করছি—এই সুন্দর স্থান, এই জঙ্গলে আশ্রয় নেবো। অশ্বপৃষ্ঠে প্রবেশ করা অসম্ভব—অশ্ব ছেড়ে দেব! না, যদি পথ হারাই—হিংস্র জন্তু যদি—না অশ্বপৃষ্ঠে জঙ্গল পরিষ্কার করতে করতে অগ্রসর হব, অশ্ব শের খাঁর জীবন—অশ্ব কোথায় রাখব! (সহসা রহিমের প্রবেশ)

রহিম। অশ্ব রক্ষক উপস্থিত দুর্গাধিপ।

শের। একি! রহিম তুমি এখানে!

রহিম। আজ সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। শত্রু হস্তে পরাজিত হয়ে আজ আপনি দুর্গম জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত আজ শীতল হয়ে গেছে—প্রশস্ত বক্ষ আজ দারুণ শঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে গেছে-

ললাটের উজ্জ্বলতা আজ আঁধার নৈরাশ্যে ম্লান হয়ে গেছে। দুর্গাধিপ! আজ এসেছি সেই সঙ্গীত শুনাতে—মেঘমন্দ্রের মত যার ভাষা গম্ভীর হুঙ্কারে গর্জ্জে উঠবে—নিশীথ রাত্রে তূর্য্যধ্বনির মত যার মূর্চ্ছনা বীরের নিদ্রা ভেঙ্গে দেবে।

শের। রহিম! তুমি কে?

রহিম। আমি অশ্ব রক্ষক—দিন দুর্গাধিপ! অশ্ব আমি যত্নে রেখে দিই।

(অশ্বের লাগাম ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল—শেরখাঁ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন)

(রহিমের পুনঃ প্রবেশ ও নেপথ্যে উদ্দেশ করিয়া)

গাও বীরগণ! তোমাদের গম্ভীর কণ্ঠে এই নিস্তব্ধ জঙ্গল প্রতিধ্বনিত করে সেই গান গাও।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

আবার পেয়েছি ফিরে।
গলিত মূর্ত্তি, দলিত কীর্ত্তি, আবার তুলিব শিরে॥
আবার গাহিব গান,
ফিরিয়া যাইব মায়ের কুটীরে, ভেঙ্গে দেবো অভিমান।
মায়েরে দাঁড়াব ঘিরে,
কাঁদাব মায়েরে, হাসাবো মায়েরে, ভাসিয়া নয়ননীরে॥

শের। ভস্মের আবরণ উন্মোচন কর রহিম! স্বরূপ-মূর্ত্তি প্রকটিত হ'ক!

রহিম। পাঠান বীর! আমি শত্রু—একদিন শরণাপন্নকে বিনাদোষে আশ্রয়চ্যুত করেছিলেন আজ তার প্রতিশোধ নেবো। দুর্গাধিপ! আজ আপনি আমার বন্দী।

(বংশীতে ফুৎকার ও দ্বাদশ বীরের অস্ত্র শস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া প্রবেশ)

শের। রহিম্! এ আবার কি!

রহিম । এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল আমাদের দুর্গ—এই দ্বাদশ অনুচর এই দুর্গের রক্ষী । (অনুচরদের প্রতি) বন্দী কর ।

শের । সাধ্য কি ! শের খাঁর হস্তে তরবারি থাকতে সে কারও বন্দীত্ব স্বীকার করে না ।

(অসি নিষ্কাষণ)

রহিম । উত্তম—(অনুচরদের প্রতি) যুদ্ধ কর, হত্যা কোরোনা—বন্দী করে নিয়ে এস ।

(প্রস্থান)

শের । শের খাঁ জীবিত থাকতে না—এস, আক্রমণ কর—শঙ্কা হয় পথ ছেড়ে দাও—না দাও নিরীহ প্রাণী হত্যা করতেও শের খাঁ কুণ্ঠিত হবে না । এস—উত্তম—সহ্য কর ।

(অসি হস্তে আক্রমণ উদ্যোগ ও নিজ বেশে রহিমের পুনঃ প্রবেশ)

রহিম । পাঠান সর্দ্দার ! ক্ষান্ত হও । (শের বিস্মিত হইয়া চাহিলেন)

শের । তুমি আবার কে মা !

রহিম । নারী । না, না—দলিতাফনিণী—শের খাঁ ! বীর তুমি—সহস্র বীরের প্রাণ বধ করতে পার কিন্তু প্রতিহিংসা পরায়ণা রমণীর রোষ সহ্য করতে সাহস কর ?

শের । মা—মা—সহ্য করা দূরে থাক্ আমি তাকে খোদার রোষাগ্নি বলে মনে করি । এই আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম । শের খাঁর সর্ব্বস্ব গেছে আজ তার দেহের স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত যাক্ ।

রহিম । পাঠান সর্দ্দার ! এই জঙ্গল তোমার—এই দ্বাদশ অনুচর, যাদের বিক্রমে বাবরসার দৃঢ় সঙ্কল্পও একদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো—এও তোমার ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর জীবনের ব্রত কখনও ভুলবেনা ।

শের । জীবনের ব্রত বুঝি নিষ্ফল হয় মা ! আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি ।

দুর্ব্বৃত্ত মোগল সম্রাট বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার চুণার ধ্বংস করেছে। নিষ্ঠুর হুমায়ুন আমার পাঁচশত সুশিক্ষিত গোলন্দাজের হাত কেটে দিয়ে জনমের মত অকর্ম্মণ্য করে দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র কারাগারে—মধ্যম বাঙ্গলার পথে হুমায়ুনকে আটক করে বিপদের মাঝখানে দাড়িয়ে আছে—কনিষ্ঠ আমার পরিবারবর্গ লয়ে আশ্রয়াভাবে পথে বসে আছে—আর আমি আশ্রয় অন্বেষণে নিঃসহায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। মা! মা! জীবনের ব্রত বুঝি নিষ্ফল হয়!

রহিম। পাঠান বীর! কোমল হ'ওনা। পিতৃ সম্বোধন শুনতে পৃথিবীতে এস নাই—জীবনের ব্রত নিষ্ফল হতে দিওনা—নূতন করে সৈন্য সৃষ্টি কর—পুত্র কন্যা ভুলে যাও শের খাঁ—পাঠান তুমি, প্রতিজ্ঞা কর—দেহে যতক্ষণ এক বিন্দু শোণিত থাকবে ততক্ষণ মোগলের পশ্চাৎ ফিরবে।

শের। মা—মা—শপথ করছি।

রহিম। আর একটি কথা, তোমার অশ্ব রক্ষককে পূর্ব্ব পদে নিয়োজিত কর।

শের। রহিমকে? মা—তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—রহিম তোমার কে মা?

রহিম। তবে চল শের—তুমি শত্রুর বিরুদ্ধে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও—আমি তোমার পেছু পেছু ছুটি—তুমি শত্রু ধ্বংস করে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম কর—আমি অশ্বের বল্গা ধরে দাঁড়িয়ে থাকি।

শের। কে মা তুমি!

রহিম। দুর্গাধিপ—আমিই তোমার সেই অশ্ব রক্ষক—আমিই তোমার রহিম।

শের। খোদা! খোদা! একি প্রহেলিকা! মা! মা! অপরাধ মার্জ্জনা কর—ধারণা ছিল এ পৃথিবীতে শুধু আমিই হুমায়ুনের শত্রু—বল মা! সন্তানকে বল—মোগলের উপর তোমার এ বিদ্বেষ কেন?

রহিম। কেন? আকাশকে জিজ্ঞাসা কর—বজ্র নিঃস্বনে সে উত্তর দেবে। বাতাসকে জিজ্ঞাসা কর—প্রলয় ঝটিকায় সে আর্ত্তনাদ করে উঠবে। পৃথিবীর কাছে উত্তর চাও—ভূমিকম্পে নড়ে সমস্ত সৃষ্টি তার বুকের উপর থেকে ফেলে দিতে চাইবে। পাঠান বীর! আমার অনুসরণ কর—সুন্দর বাসস্থান নির্দ্দেশ করে দেব এস। (প্রস্থানোদ্যোগ)

শের। না মা—আগে উত্তর দাও।

রহিম। তবে শুন শের! হুমায়ুন—হুমায়ুন আমার—উঃ, চোখ ফেটে জল বেরুতে চাইছে।

শের। তবে কাজ নাই, যথেষ্ট হয়েছে।

রহিম। না, বলব—হৃদয় দৃঢ় করেছি—সেই অতীতের ঘটনা স্মরণ করে আজ অট্টহাস্য করব। যে দিন চক্ষের সমক্ষে জগতের সমস্ত আলোক নিবে গেল—খোদার মধুর সৃষ্টি দেখতে দেখতে মলিন হয়ে গেল—সেই অভিশপ্ত দিনের কথা শুনাব। শের! প্রতিদ্বন্দ্বীতায়, সাম্রাজ্য শাসনে তোমার শত্রু হুমায়ুন কিন্তু আমার কে জান? আমার স্বজনহন্তার পুত্র হুমায়ুন—আমার পিতৃহন্তার পুত্র হুমায়ুন। শের! এখনও দেখতে পাচ্ছি—বিস্তীর্ণ পাণিপথ ক্ষেত্রে আমার পিতার ছিন্নমুণ্ড পড়ে আছে—এখনও দেখতে পাচ্ছি—দিল্লীর পাঠান সম্রাটের রাজমুকুট—পাঠানের রক্তে ভেসে যাচ্ছে—এখনও শুনতে পাচ্ছি—পাঠান সম্রাট—ইব্রাহিম লোডী—জনক আমার, ছিন্ন মস্তকে গগনভেদী চীৎকার করে বলছেন "পাঠান! একত্রিত হও—মোগলকে ধ্বংস কর—মোগলকে ধ্বংস কর"।

(প্রস্থান)

শের। খোদা! একদিন যাঁকে আদর করে সিংহাসনে বসিয়েছে!—তাঁরই কন্যাকে আজ বিগতবৈভবা, মর্ম্মপীড়িতা, প্রতিহিংসাপরায়ণা ভুজঙ্গিনী করেছ!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রোটাস দুর্গ।

(দুর্গাধ্যক্ষ হরিকৃষ্ণ বীর কেশরীর প্রবেশ)

হরি। চুড়ামন্! চুড়ামন্! (ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেলেন) (পুনঃ প্রবেশ করিলেন)—না—পথে পড়ে ছিল ব্রাহ্মণ, কুড়িয়ে নিয়ে এসে আদর করে মাথায় রেখেছি কিনা—তাই পেয়ে বসেছে, কেবল নিজের ধান্দায় কে কোথায় খেতে পাচ্ছে কিনা—কে কোথায় গাছতলায় পড়ে আছে কিনা—এই সমস্ত অতি লোকসানী কাজগুলোর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজের সময় ব্রাহ্মণের টিকিটা পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে না।

(পশ্চাতে চুড়ামনের আসিয়া অভিবাদন)

চুড়ামন। বীর কেশরী!

হরি। কে? চুড়ামন! (ঈষৎ অপ্রতিভ অবস্থায়) না—না—আমি তোমায় ত কিছু বলিনি।

চুড়ামন। বলা, না বলা আপনার ইচ্ছা—আমার একটা আর্জি আছে।

হরি। চুড়ামন! তবে কি শুনতে পেয়েছো?

চুড়ামন। হাঁ, শুনতে পেয়েছি—আর শুনতে চাই না।

হরি। চুড়ামন! রাগ করলে?

চুড়ামন। আপনার উপর রাগ! আমার সাধ্য কি, গরিবের কথাটা শুনুন।

হরি। চুড়ামন! আমি ভুল বুঝে বলেছি।

চুড়ামন। আপনি বলতে পারেন বলেছেন—বেশ করেছেন, ইচ্ছা হয় আরও বলুন—আমার কথাটা শুনুন।

হরি। তবু রাগ গেল না চুড়ামন! আমি ত স্বীকার করছি, ভুল বুঝে

বলেছি যে, কার্য্যের সময় তোমার টিকিটী পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না—আমার অন্যায় হয়েছে হাতে ধরে ক্ষমা চাইছি।

চূড়ামন। এ কথা কি বীর কেশরী!

হরি। শুনেছ ত সব—আর অপ্রস্তুত কর কেন?

চূড়ামন। কই আমি ত কিছুই শুনি নাই—আপনি বললেন আমায় কিছু বলেননি—এই ত শুনলুম।

হরি। চূড়ামন! তবে কি ধাপ্পা দিয়ে সমস্ত বের করে নিলে! দেখ সত্যই আমি তোমার উপর আজ বড় ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম—উদ্দেশে তোমাকে খুব চোট্‌পাট করেছিলুম। কিন্তু যাই তুমি হাজির হলে—আমার যেন বুদ্ধি খুলে গেল—বুঝতে পারলুম, সে কাজগুলো করে কোন লাভ ছিলনা।

চূড়ামন। এই ব্যাপার! হাঃ—হাঃ—অতিরিক্ত ভালবাসলে এই রকমই হয়।

হরি। দেখ চূড়ামন! তুমি যদি রাজনীতির দিকটা দিয়ে তোমার বুদ্ধিটা একটু চালাও—আমি তাহলে একখানা সিংহাসনের ফরমাস দিই।

চূড়ামন। তা দেবেন—এখন আমার আর্জিটা শুনুন—পাঠান সর্দ্দার শের খাঁ আপনার দুর্গে আশ্রয় ভিক্ষা করছে।

হরি। বাঃ, বড় চমৎকার ছোট খাট আর্জিটিত চূড়ামন! ভিক্ষুক গৃহস্থের দ্বারে দাড়িয়ে "ভিক্ষা চাইগো" বলছে না—রাজার দরজায় দাঁড়িয়ে বলছেন—"আমি অন্তঃপুরে রাজকন্যার কাছে বসে একটু বিশ্রাম করব"। চূড়ামন! অনেক গাছতলা ত আছে।

চূড়ামন। বীর কেশরী! শের খাঁ নিজের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করছেনা—অসহায়া মহিলাদের জন্য।

হরি। আর তিনি বুঝি দ্বারে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবেন? আহা—তিনি আমায় বাধিত করেছেন—কিন্তু এতে আমার বিশেষ কিছু লাভ হল না ত চূড়ামন!

চুড়ামন। শের খাঁ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবে।

হরি। চুড়ামন! হুমায়ুন ত আমার ভায়রাভাই নয় যে তার অবর্ত্তমানে শ্বশুরালয়ে আমার প্রতিপত্তি বাড়বে।

চুড়ামন। বীর কেশরী! মোগল হিন্দুর সর্ব্বনাশ করে সিংহাসনে বসেছে—এই মোগল হতেই হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মের লোপ হবে।

হরি। অসম্ভব নয়! কিন্তু আমার এতেও কিছু বিশেষ লাভ দেখতে পাচ্ছি না। আমি কেন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রার ব্যাঘাত করি।

চুড়ামন। বীর কেশরী! শের খাঁ মহৎ—দীন দুঃখীর সহায়।

হরি। আমার ত ভিক্ষার সময় উপস্থিত হয় নাই। তাও না হয় হল—কিন্তু চুড়ামন তুমিই আমার বল আমার এতে উপস্থিত লাভ কই।

চুড়ামন। তবে স্পষ্ট জবাব দিই। (প্রস্থান)

হরি। জবাব না দিলেও ত কিছু লাভ নাই। চুড়ামন! তুমি রাগ করনা। আক্কেল দেখ—চোর গৃহস্থের ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলছেন—আমি তোমার বাড়ী চুরি করব তুমি দয়া করে একটু ঘুমিয়ে পড়। আর চুড়ামনের যেমন স্বভাব—একটা না একটা উৎপাৎ না নিয়ে ফিরবে না। কিন্তু বাবা—আমার নাম হচ্ছে হরিকৃষ্ণ বীর কেশরী! আমি লাভের ঘরে পা না দিয়ে কারও সঙ্গে কথা কই না। (চুড়ামনের প্রবেশ)

কি চুড়ামন! আপদ বিদেয় করেছ ত?

চুড়ামন। শের খাঁর একান্ত অনুরোধে আমি তাঁর সরল প্রাণের কথাগুলি আর একবার নিবেদন করি, অনুমতি করুন।

হরি। বেশ—কিন্তু সুবিধা হবে বলে বোধ হচ্ছে না।

চুড়ামন। শের খাঁ বললে "আমি মহিলাদের ভরণ পোষণ নিমিত্ত মহারাজকে প্রচুর ধন সম্পত্তি অর্পণ করে যাচ্ছি—এ যুদ্ধে যদি জয়ী হই—উপকারের যথাসাধ্য প্রত্যুপকার করব—যদি নিহত হই—এ সমস্ত দুর্গাধিপতির

অধিকারে আসবে—তিনি যেরূপ অনুষ্ঠান উচিত বিবেচনা করবেন—তাই করবেন।

হরি। যদি যুদ্ধে জয়ী হই!—হুঃ—আর যদি—দেখ চূড়ামন! তুমি যদি বুদ্ধিটা একটু এদিক দিয়ে চালাতে—তাহলে বোধ হয় চাণক্যের' নামটা লোপ হয়ে যেত। কি সুন্দর ভাবে এই কথাগুলি বললে—এত সুন্দর করে বোধ হয় শের খাঁ বলতে পারেনি—"আমি দুর্গাধিপতিকে প্রচুর ধন সম্পত্তি অর্পণ করে যাচ্ছি" আহাহা—যেমন ভাষা, তেমনি ভাব! আচ্ছা তুমিই বল চূড়ামন—আমি ত এদের ঘরের পয়সা খরচ করে খাওয়াতে পারতুম না। ভদ্রলোক হয়ে কি করে একথা স্পষ্ট বলি বল—এ ছাড়া আর কোন অভিসন্ধি আমার ছিল না—কিন্তু এতেও আমি রাজি নই তবে শের তোমার পরিচিত, আর সত্যই বিপদে পড়েছে, এই জন্য—বেশ তাহলে তুমি দুর্গ দ্বার মুক্ত করে দিতে বল—কিন্তু সাবধান, বাহক আর শেরখাঁ ভিন্ন পুরুষ যেন কেউ এ দুর্গে না প্রবেশ করে। আর শের খাঁ যেন—নিরস্ত্র হয়ে আসেন।

চূড়ামন। অবশ্য তিনি নিরস্ত্র হয়ে আসবেন। (প্রস্থান)

হরি। ছুঁচো হাতীর পিট দেখতে পাচ্ছেন বলে ছুঁচো বলছেন আমি হাতীর সমান উঁচু। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে শের খাঁ হবেন জয়ী! হাঃ হাঃ—চূড়ামন! তুমি রাজনীতির কিছুই বুঝনা বটে কিন্তু মস্ত বড় একটা রাজনৈতিক ব্যাপার আমার সুমুখে এনে ফেলেছ। দেখাই যাক।

(চূড়ামন ও শের খাঁর প্রবেশ—পশ্চাতে একখানি ডুলি আসিল)

চূড়ামন। আসুন সর্দ্দার! আপনাকে অভ্যর্থনা করতে দুর্গাধিপতি সাগ্রহে দাড়িয়ে আছেন।

হরি। আসুন পাঠান বীর! আপনাকে সাদরে গ্রহণ করতে এ দুর্গ সর্ব্বদাই মুক্ত।

শের। আপনাদের দয়ায় শের খাঁ আজ ধন্য। (অভিবাদন)

হরি। (ডুলি দেখিয়া) চূড়ামন! তুমি বাহকদের বাসস্থান দেখিয়ে দাও। (বাহকদিগের প্রতি) বেশ তোমরা এস। (একখানি 'ডুলি আসিলে) দাঁড়াও। বীরবর! আপনি মনে কিছু করবেন না—কোন অপরিচিত ব্যক্তি বা কোন নূতন বস্তু এ দুর্গে আনীত হলে—আমাদের প্রথা, সে গুলি পরীক্ষা করা। আর আপনাকে যে নিরস্ত্র হয়ে আসতে বলেছি সেটাও শুধু দুর্গের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য।

শের। আপনার অপার দয়া—আপনি অবশ্য পরীক্ষা করতে পারেন।

হরি। আমরা কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য, আমাদের বেয়াদফি মাপ করবেন।

(এই বলিয়া ডুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—আরোহী রমণী—বলিলেন) যাও। (ঐরূপ আর একটী ডুলি আসিলে পূর্ব্বোক্ত রূপ করিলেন—এইবার একটি ডুলি ও দুইটী লোক মস্তকে দুইটী থলি লইয়া প্রবেশ করিল—ডুলি দেখিয়া বলিলেন) যাও। (থলিতে হাত দিয়া বলিলেন) এ গুলি কি সর্দ্দার! (বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন ও বাজাইলেন)

শের। ও গুলি মোহর।

হরি। আচ্ছা—বেশ, যাও। (আবার ডুলি আসিল—কিন্তু এবার পরীক্ষা করিতে ভুলিয়া গেলেন। ডুলিসঙ্গে দুইজন করিয়া থলিকাবাহী আসিতেছে—তাহাদের থলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন) এ গুলিও বুঝি মোহর! আচ্ছা—বেশ, উত্তম—যাও!

(কিন্তু এবার যে থলিকাগুলি আসিতে লাগিল তাহা একেবারে পরীক্ষা করিতে ভুলিলেন—কেবল থলিকার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া অলক্ষ্যে এক দুই করিয়া গুণিতে লাগিলেন—কিছুক্ষণ পরে)।

শের। বীর কেশরী! এইবার আপনি দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করতে পারেন।

হরি। বেশ, আপনি অপেক্ষা করুন—আমি এখনি এসে আলাপ করব

(প্রস্থান)

শের। (কিছুক্ষণ তাকাইয়া) মুখে যেন সন্দেহের ছায়া—চক্ষে যেন কুটীল দীপ্তি! না—খোদা! অপরাধ নিয়োনা, আশ্রয় চাই—বিশ্বাসঘাতক হুমায়ুনকে শাস্তি দিতে হবে। (বেগে চূড়ামনের প্রবেশ)

চূড়ামন। সর্দ্দার! সর্দ্দার! পালান,পালান—এখনি পালান সর্ব্বনাশ হ'ল

শের। ব্যাপার কি ব্রাহ্মণ?

চূড়ামন। মহারাজের মতিচ্ছন্ন হয়েছে—অর্থলোভে আপনাদের সমস্ত হত্যা করতে হুকুম দিয়েছেন—পালান, পালান—তুর্গদ্বার খুলে দিচ্ছি।

শের। ব্রাহ্মণ! তুমি আমার সর্ব্বনাশ করলে! (নেপথ্যে কোলাহল)

চূড়ামন। উঃ, অর্থলোভে মানুষ পিশাচ হয়েছে—সর্ব্বনাশ করেছি—এখনও পালান—এখনও বাঁচতে পারেন।

শের। কি বলছ ব্রাহ্মণ! আমার সর্ব্বস্ব ফেলে রেখে পালাব! তার চেয়ে তাদের সঙ্গে মরিনা কেন? (নেপথ্যে মার মার শব্দ)

চূড়ামন। ঐ মেরে ফেললে, মেরে ফেললে—ও হো হো—ডেকে এনে সর্ব্বনাশ করলুম! মহারাজ! মহারাজ! ক্ষান্ত হ'ন।

(বেগে প্রস্থান ও নেপথ্যে কোলাহল)

শের। তবে আর কেন—সরল পন্থায় যখন হ'লে না—শঠতার আবরণ উন্মোচন করি।

(বংশীধ্বনি ও কতকগুলি অবগুণ্ঠণবতীর প্রবেশ ও তাহাদের দেখিয়া)

আর কেন—যথেষ্ট হয়েছে—তোমরা নিজ নিজ মূর্ত্তি গ্রহণ কর।

(তন্মুহূর্ত্তে সকলে ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিল, তখন দেখা গেল তাহারা প্রত্যেকে যমাকৃতি সশস্ত্র পাঠান)

সকলে। আল্লা হোঃ—আল্লা হোঃ— (চতুর্দ্দিকে ছুটিল)

শের। যাকে বন্দী করতে পারবে—তাকে বন্দী করবে, হত্যা কোরোনা।

(প্রস্থান)

(চূড়ামনের প্রবেশ)

চূড়ামন। শেরখাঁ! শেরখাঁ! তুমিও বিশ্বাসঘাতক! সর্ব্বনাশ হল—সর্ব্বনাশ হল—

(প্রস্থান)

(বেগে হরিকৃষ্ণ বীর কেশরীর প্রবেশ)

হরি। চূড়ামন! চূড়ামন! করেছ কি! দুষমন ডেকে এনেছ! মোহর বলে গুলিতে থলি ভরে এনেছ! মার, মার—হর হর হর—

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে আল্লা হো ধ্বনি। একদল দুর্গবাসী "মলুম—মলুম" করিতে করিতে প্রবেশ করিল। দু একটি গুলিতে দুচার জন মরিল, অবশিষ্ট পালাইল। পশ্চাতে একদল পাঠান আল্লাধ্বনি করিয়া চলিয়া গেল—পরে চূড়ামনের কেশগুচ্ছ ধরিয়া হরিকৃষ্ণের প্রবেশ)

হরি। চূড়ামন! এ তোমারি ষড়যন্ত্র, এত সাধ—মহিলাদের আশ্রয় দিয়েছো!

চূড়ামন। মহারাজ! আমা হতেই এ বিপদ—কিন্তু আপনি নিজের জালে নিজে পড়েছেন।

হরি। আমি পড়েছি? বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ!

(অস্ত্রাঘাত ও চূড়ামনের পতন)

(তৎক্ষণাৎ একটি গুলি হরিকৃষ্ণের পৃষ্ঠে লাগিল ও তাহার পতন)

জয় মা কালী—

(মৃত্যু)

(শেরখাঁর প্রবেশ)

শের। মহারাজ! আমার অপরাধ নাই—তোমার পাপে এই নিরীহ হিন্দুটী পর্য্যন্ত মারা গেল।

(বেগে ইব্রাহিমলোডীকন্যার প্রবেশ)

ই'কন্যা। বেশ হয়েছে—হিন্দু মরেছে, চমৎকার হয়েছে। শেরখাঁ! হিন্দুই পাঠানের সর্ব্বনাশ করেছে—দুর্ব্বৃত্ত সংগ্রামসিংহ আদর ক'রে দস্যু বাবরকে আহ্বান করেছিলো—পাণিপথে সংগ্রামসিংহের দেহ পাঠানের রক্তে ভিজে গিয়েছিলো—ফতেপুরে তেমনি শাস্তি হয়েছিলো। শেরখাঁ! "হিন্দু মার, মোগল মার—হিন্দু মার, মোগল মার"।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মোগল সম্রাট হুমায়ুনের দরবার গৃহ।

(ত্রস্তপদে মোগলসম্রাটের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিণ্ডাল প্রবেশ করিলেন ও ব্যস্ততা সহকারে সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন)

হিণ্ডাল। সিংহাসনে কারও নাম লেখা আছে! কই তা ত নাই! যে উপযুক্ত হবে, যাঁর বাহুতে শক্তি থাকবে, সেই সিংহাসনে বসবে। এইত সৃষ্টির নিয়ম—এইত খোদার অভিপ্রায়। তবে কেন পৃথিবীর এ অত্যাচার, এ উন্মত্ততা!

(আবদার খাঁর প্রবেশ)

আবদার। পৃথিবীটা যে ঘুরচে সাজাদা—মাথা কি ঠিক থাকে!

হিণ্ডাল। কে? আবদার!

আবদার। আবদার, বাপ মার কাছে আবদার—সাজাদার কাছে সাজাদার লেজ ছাড়া আর কিছু না।

হিণ্ডাল। তবে কি তুমি আমাকে জানোয়ার বলতে চাও!

আবদার। সে দুঃসাহস কি করতে পারি সাজাদা! প্রকৃতির জটিল রহস্যের কথা ছেড়ে দিন—যে অতি অজ্ঞান, সেও দেখতে পাবে—আকৃতিতে আপনাতে আর জানোয়ারেতে রীতিমত দুপায়ের তফাৎ হয়ে যাচ্ছে।

হিঙ্গুল। তাহলে কি করে তুমি আমার লেজ হলে? ..

আবদার। সরলার্থ কি জানেন সাজাদা! খোদার মর্জিতে যদি মানুষের লেজ গজাত—কিম্বা যদি লেজগুলা সৃষ্টিটাকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে ভেবে নেবার শক্তি খোদা মানুষকে দিতেন—তাহলে সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু হতেন আপনি আর আমি হ'তুম এই লেজ।

হিঙ্গুল। জানোয়ারকেই তুমি তাহলে শ্রেষ্ঠ বলতে চাও আবদার!

আবদার। না বলে খোদার কাছে অপরাধী হই কেন। আপনিই কেন দেখুন না—এই প্রথমে আকৃতিটাই ধরুন। একটা লেজত বেশী আছেই—তার উপর কারও দুটো শিং, কারও বড় বড় দাঁত। শক্তির কথা ধরুন—মানুষ যখন কোন রকমে একটা জানোয়ারকে পরাস্ত করতে পারে, তখন তার শক্তির কথা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। জানোয়ার, মানুষের চেয়ে দৌড়োয় বেশী—লাফ দেয় বেশী, ভার বয় বেশী, সাঁতার দেয় বেশী। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এ সকল বিষয়ে মানুষ জানোয়ারকে পরাস্ত করতে চেষ্টা করছে বটে—কিন্তু পেরে উঠছে না। মানুষের চেয়ে পণ্ডিত বেশী জানোয়ার; কারণ তারা রীতিমত একটা জটিল ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়। চারিদিকে চেয়ে দেখুন সাজাদা! জানোয়ারের হাড়গুলা পর্য্যন্ত কেমন সাজান রয়েছে!

হিঙ্গুল। সব স্বীকার করচি—কিন্তু জানোয়ারের হিতাহিত জ্ঞান কোথায় আবদার!

আবদার। তা সাজাদা—জানোয়ারওত মানুষের মত বুড়ো বাপ মার সঙ্গে লড়াই করে—ভাইকে তাড়িয়ে দেয়—পেটের ছেলেকে খেয়ে ফেলে।

হিঙ্গুল। আবদার! তোমার কথাগুলি বেশ মুখরোচক কিন্তু স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা।

আবদার। অমন কথা মুখে আনবেন না সাজাদা! লেজের দশায় কি হবে!

হিণ্ডাল। আবদার! তোমার মত দার্শনিকের মতে আমি হচ্চি জানোয়ার—কিন্তু প্রমাণ কর যে তুমি আমার লেজ।

আবদার। কেন সাজাদা! আপনার ঠিক পেছুনটিতে ত আছি!

হিণ্ডাল। আমার পেছুনে ঢের লোক ঘুরে বেড়ায়।

আবদার। ঘুরে বটে! কিন্তু সাজাদা! ভয়ের কথা মুখে আনতে পারিনা—আপনি যখন সাহস না পান—তখন যে আমি একবারে কুণ্ডলি পাকিয়ে যাই। বলতে কি সাজাদা! হাকিম যদি আপনার নাড়ী দেখে—তাহলে আমার শরীরের উত্তাপ কত বেশ বলতে পারে।

হিণ্ডাল। আবদার! তুমি আমার হিতৈষী।

আবদার। কথাবার্ত্তায় টের পাচ্চেন না সাজাদা!

হিণ্ডাল। তবে জেনে রাখ আবদার! আজ হতে এ সিংহাসন আমার—অযোগ্য হুমায়ুনের নয়।

আবদার। অযোগ্য না হ'লে সিংহাসন খালি রেখে লড়াই করতে ছুটে! কিন্তু একটা অনুরোধ সাজাদা! সিংহাসন খানা উল্টে নিয়ে বসবেন।

হিণ্ডাল। রহস্য কোরোনা আবদার! চিন্তা করতে দাও।

আবদার। রহস্য নয় সাজাদা! প্রথমতঃ অযোগ্য লোকগুলো সোজা দিকটায় বসেছিলো—দ্বিতীয়তঃ, গোলামের একটু দরাজ জায়গা চাইত। সাজাদা যখন বিনা কারণেই হঠাৎ গরম হয়ে উঠবেন—আমি অমনি দরাজ হয়ে ফুলে উঠে আপসাতে থাকব; শুধুই যে কুণ্ডলি পাকাতে হবে এমন কথা নাইত সাজাদা!

হিণ্ডাল। দেহে শক্তি থাকতে, চক্ষু লজ্জার খাতিরে, পরম শত্রু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সিংহাসন ছেড়ে দেব!

আবদার। তাকি দেয়! খুড়তুতো মাসতুতো হলেও বা কথা ছিল। একে আপনার পিতার পুত্র—তাতে আবার বৈমাত্রের ভাই।

হিণ্ডাল। আবদার! ঘোষণা কর—মোগল সম্রাজ্ঞী দিলদার বেগমের পুত্র হিণ্ডাল থাকতে, ভিখারিণী পুত্র অকর্ম্মণ্য হুমায়ুন এ সিংহাসনের কেউ নয়। যে প্রশ্ন করবে আমি তার শিরশ্ছেদ করব।

(সেখ বহলুলের প্রবেশ)

বহলুল। রাজ্যে কে তাহলে থাকবে সাজাদা?

হিণ্ডাল। তুমি থাকলেই যথেষ্ট হবে। সেখজী! সহায় হও—পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বহলুল। মোগল সম্রাটের জয় হো'ক—সেখজীর পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই আছে।

হিণ্ডাল। মোগলের উন্নতি, অবনতি তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেবে—আমার সহায় হও।

বহলুল। মোগলের গোলাম আমি।

হিণ্ডাল। নূতন করে রাজ্য গড়ে দেব—তুমি তার স্বাধীন অধিপতি হবে—সহায় হও।

আবদার। হ'ন সেখজী! সহায় হ'ন। আপনি মন্ত্রী—আমি সেনাপতি।

বহলুল। তার আগে যেন চিরজনমের মত স্বাধীনতা লাভ হয়।

হিণ্ডাল। তবে তাই হ'ক। সিংহাসনের একমাত্র অন্তরায় দূর হ'ক।

(লুক্কায়িত ছোরা বাহির করিয়া আঘাত করিলেন)

বহলুল। উঃ (পতন) খোদা! খোদা! (পুনঃ আঘাতের চেষ্টা)

আবদার। একবারে মারবেন না, দগ্ধে মারুন—

(ছোরা কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান)

বহলুল। সাজাদা! বড় প্রবল অন্তরায় একজন আছেন—যাঁর আশীর্ব্বাদ মুক্ত আকাশের মত উদার প্রসারে ছড়িয়ে আছে—অভিসম্পাত যাঁর ক্রুদ্ধ

ঝঞ্ঝার মত অধার্ম্মিককে ভস্ম করে দেয়। উঃ সাজাদা! কোলে পিঠে করে তোমাদের মানুষ করেছি—এই তার প্রতিদান!

হিণ্ডাল। কুক্কুর! কুক্কুর! এখনও স্পর্দ্ধা! (পদাঘাত)

বহলুল। আর না—আর না—কে আছ হুমায়ুনকে রক্ষা কর।

হিণ্ডাল। চীৎকার করিস না কুক্কুর! (পদাঘাত)

বহলুল। উঃ, উঃ। খোদা— (মৃত্যু)

(বেগে হিণ্ডাল জননী দিলদার বেগম, আবদার ও দুইজন খোজা প্রহরী প্রবেশ করিল)

(হিণ্ডাল স্তম্ভিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন)

দিলদার। হিণ্ডাল! হিণ্ডাল! তোর মস্তকে এখনও বজ্রাঘাত হয়নি! করেছিস কি! করেছিস কি! সেখজী! সেখজী! হায়, হায়, ফুরিয়ে গেছে! (খোজাদের প্রতি) যাও—তোমরা এই মৃতদেহ আমার পালঙ্কে রক্ষা করগে। আমি এই পবিত্র দেহ পুষ্পে সজ্জিত করে, মোগলের সম্মুখে গরব—দুন্দুভিধ্বনিতে তাদের বলে দেব—এই মহাত্মা মোগলের সিংহাসন রক্ষা করতে, রাক্ষস হিণ্ডালের হস্তে প্রাণ দিয়েছেন। যাও। (তথাকরণ) হিণ্ডাল!

হিণ্ডাল। জননী! এই বিশ্বাসঘাতক, শেরখাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলো।

দিলদার। হিণ্ডাল! মার সম্মুখে মিথ্যা বলিস না, জিহ্বা খসে যাবে। যৌবনে যে তোদের জনকের মত উপদেশ দিয়েছে—সেই নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ সেখজীকে তুই যখন হত্যা করেছিস, তখন তুই আমাকেও হত্যা করতে পারিস।

হিণ্ডাল। জননী! আজ হতে তুমি সম্রাট জননী।

দিলদার। হুমায়ুন সুখে থাক—তোর অনুকম্পায় আমি পদাঘাত করি।

হিণ্ডাল। জননী! হুমায়ুন তোমার স্বপত্নী পুত্র—আমার শত্রু—তোমার শত্রু।

দিলদার। হুমায়ুন যদি আমার পুত্র হ'ত—আমি তাহলে ভাগ্যবতী হ'তুম। হিণ্ডাল! ঘাতক! পিতৃহারা হয়ে যে ভাইয়ের স্নেহে ঘুমিয়ে পড়েছিলি—সাম্রাজ্যের হানি করে, নিজ প্রতিপত্তি হ্রাস করে, যে ভাই তোদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলো, সেই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আজ অস্ত্র ধরেছিস! হিণ্ডাল! তোর জননী আমি—তথাপি অভিসম্পাত করছি—সারাজীবন সিংহাসন সিংহাসন করে যেন ছটফট করতে হয়। (প্রস্থান)

হিণ্ডাল। নারী! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি মোগল সম্রাট মহিষী হয়েছিলে! কিন্তু আবদার! তুমি আমার শত্রু—হাত থেকে ছোরা কেড়ে নিয়েছ—এই উন্মত্তা রমণীকে ডেকে এনেছ।

আবদার। বান্দার গোস্তাকি মাপ হয়—সে ছোরার আর একঘা খেলেই তখনি শেষ হয়ে যেত সাজাদা! দম্ভাতে পেত না—আর এমন জিনিস পাঁচজনকে না দেখাতে পারলে কি আমোদ হয়!

হিণ্ডাল। বেশ করেছ। কিন্তু নারী! যাও—নির্ব্বোধ তুমি—কাজ নাই তোমার আশীর্ব্বাদে। (হিণ্ডালের প্রস্থান)

আবদার। নির্ব্বোধ ত হবেই সাজাদা! একে মা—তাতে মেয়ে মানুষ। কিন্তু উঃ, কি ভীষণ আঘাত—রক্ষা করতে পারলুম না। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৌড়।

(সম্রাট হুমায়ুন বিলাসে মগ্ন—নৃত্যগীত চলিতেছে।)

হুমায়ুন। শেরখাঁকে বাংলা হতে বিতাড়িত করেছি, তার স্পর্দ্ধার

উপর পদাঘাত করেছি। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ আমি। আবার গাও—আবার গাও।

গীত

আয় আয় ভেসে যাই প্রেম তরঙ্গে।
প্রণয় সাগর তীরে ভাবি মিছে বসিয়া,
যা' হবার হবে আয় যাই সবে ভাসিয়া।
হাসিয়া, কাঁদিয়া, প্রাণে প্রাণে মিশিয়া,
প্রেমের তরণী খানি বাহি নানা রঙ্গে॥
দূরে ফেলে অবহেলে লাজ, ভয়, অভিমান,
হৃদয়ে হৃদয়ে তুলি প্রণয়ের সুখতান,
প্রণয় সুধার ধারা পানে হয়ে মাতোয়ারা,
আবেশে অবশ হয়ে ভাসি এক সঙ্গে॥

হুমায়ুন। চমৎকার! চমৎকার! তোমাদের মত পরী যখন এ রাজ্যে বাস করে—তখন এর নাম গৌড় নয়—এর নাম আজ হতে জন্নতাবাদ। সুন্দরীগণ! ভোরপুর হয়েছে—তোমরা আসতে পার।

(সখিগণের প্রস্থান)

যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। দুর্দান্ত বাহাদুর হস্ত হতে চিতোর উদ্ধার করে রাণা বিক্রমজিৎকে সিংহাসন দিয়েছি—সামান্ত সৈনিকের মত দুরারোহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে চম্পানর দুর্গ অধিকার করেছি—শেরখাঁর দর্প চূর্ণ করেছি। বড় ক্লান্ত আমি—আর কিছুদিন বিশ্রাম করব—তারপর নূতন উদ্যমে—

(বাইরাম প্রবেশ করিলেন)

কে? বাইরাম! তুমি এখানে কেন?

বাইরাম। সম্রাট! কোথা হতে রাষ্ট্র বিপ্লব এসে মোগলের সিংহাসনে

বসেছে ! রাজ্যের শৃঙ্খলা, গুপ্ত ছুরিকাঘাতে আর্ত্তনাদ করে প্রাণত্যাগ করেছে—এই মুহূর্ত্তে এই পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে এদেশ ত্যাগ করুন নতুবা খোদারও বুঝি সাধ্য হবে না আপনাকে রক্ষা করতে।

হুমায়ুন। বাইরাম ! বাইরাম ! এ শোক সজ্জা কেন ?

বাইরাম। মুক্ত সমীরণে দাঁড়িয়ে একবার উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করুন—এ শোক সজ্জা কেন ? সমগ্র মোগল সাম্রাজ্য আর্ত্তনাদ করে উত্তর দেবে—এ শোক বিলাসী রাজার যত্নের সাধনা—এ শোক পরিচ্ছদ রাজভক্ত প্রজার প্রণয়োপহার। জাহাপনা ! সেখজী নাই—

হুমায়ুন। বাইরাম ! বাইরাম ! বলছ কি, সেখজী নাই !

বাইরাম। সেখজী নাই। দীনের অশ্রু মোচন করতে সেখজী আর নাই—ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিয়েছেন—মোগল কুলতিলক মাহাত্মা বাবরসার সিংহাসন রক্ষা করতে তাঁর পুত্রের হস্তে প্রাণ দিয়েছেন।

হুমায়ুন। বাইরাম ! বাইরাম ! তবে কি হিণ্ডাল হত্যা করেছে ? সেখজী ! সেখজী !　　(ক্রন্দন)

বাইরাম। উঃ—কি সে হত্যা ! অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে রক্তের উপর পড়ে ছটফট করে বলতে লাগল—"সাজাদা ! আর না যথেষ্ট হয়েছে"। আর দুর্ব্বৃত্ত হিণ্ডাল সেই মুমূর্ষের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করে কৃতজ্ঞতার চরম পুরস্কার দিলে। নিমেষে—"কে আছ—হুমায়ুনকে রক্ষা কর" বলতে বলতে সব নিথর হয়ে গেল। সম্রাট ! বড় উদ্ধত হয়েছি—শাস্তি দিন আমাকে।

হুমায়ুন। ওহোহো—সেখজী ! সেখজী ! বাইরাম ! আর বোলো না।

(ক্রন্দন)

বাইরাম। কাঁদুন সম্রাট ! দেহের পঙ্কিলতা অশ্রুজল হয়ে নির্গত হ'ক। প্রাণের জটিলতা উষ্ণ নিশ্বাসে গলে ঝরে যাক। কাঁদুন সম্রাট ! প্রভুভক্ত বীর

আপনার জন্য প্রাণ দিয়েছে—মোগলের মহাহিতে আত্ম বলিদান দিয়েছে। কাঁদুন সম্রাট! এই শোক পরিচ্ছদ পরিধান করে জগতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদুন—জগত সমবেদনায় চীৎকার করে উঠুক।

হুমায়ুন। বাইরাম! আমার জন্যই সেখজীর এই দশা—আমার অযোগ্যতাই এ বিশৃঙ্খলার কারণ—পার যদি আমাকে শাস্তি দাও।

বাইরাম। জাঁহাপনা! ভাই বলে নরহন্তাকে ক্ষমা করলে খোদার রোষাগ্নি সহ্য করতে পারবেন না—রাজদ্রোহীকে দণ্ড না দিলে রাজকার্য্যে কলঙ্ক হবে। আপনার দুই ভ্রাতা—একজন আগ্রা হ'তে, একজন লাহোর হ'তে দিল্লী ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হয়েছেন। শাস্তি দিন সম্রাট! বিলম্বে সহস্র নিরীহ লোক মারা যাবে।

হুমায়ুন। বাইরাম! কামরান আমার চিরকাল শত্রু—কিন্তু হিন্দাল—সেও আজ রাজ্য লোভে পিশাচ হয়েছে! বাইরাম! নিজের ক্ষতি করে তাদের আমি যথেষ্ট দিয়েছিলুম—তাদের মনোনীত হল না! তারা সরল প্রাণে আমার কাছে বললে না কেন, ছোট ভাইয়ের মত হাত পেতে চাইলে না কেন—মুক্ত কণ্ঠে বলছি বাইরাম—আমি তাদের সিংহাসন ছেড়ে দিতুম। তা না করে, তারা মহাপাতকের অনুষ্ঠান করেছে। বাইরাম! আমি তাদের শাস্তি দেব—কঠিন শাস্তি দেব। কোন হায়— (প্রহরীর প্রবেশ) রুমিখাঁকে সেলাম দাও।

(প্রহরীর প্রস্থান)

বাইরাম! পিতার মুখ মনে পড়েছে—মৃত্যুশয্যায় শুয়ে জনক আমার বলেছিলেন "হুমায়ুন! ছোট ভাইদের সঙ্গে বিবাদ কোরোনা—তারা তোমার উপর হাজার অত্যাচার করুক—সহ্য কোরো"। বাইরাম! তারা যদি জোর করে আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিত—তাহলেও আমি ক্রুদ্ধ হতুম না। বাইরাম! তুমি ঠিক বলেছ—তাদের অত্যাচারের যদি প্রশ্রয় দিই—তাহলে

সহস্র নিরীহ লোক প্রাণে মারা যাবে। না—পিতা! ক্ষমা করুন আমি তাদের কঠিন শাস্তি দেব।

(রুমিখাঁর প্রবেশ)

গোলন্দাজ বীর! বুঝতে পারছ এটা অকর্ম্মণ্য মোগল সম্রাটের বিলাসকক্ষ—না পার—ঐ দেখ সুরার পাত্র—ঐ দেখ বিলাসিনীদের নগ্ন প্রতিকৃতি—ঐ দেখ বিলাসশয্যা। এ গুলো এখান থেকে নিয়ে যাও—বারুদের উপর স্তূপীকৃত করে মোগলবাহিনীর সমক্ষে আগুন ধরিয়ে দাও। বিকট বজ্রধ্বনি ভৈরব হুঙ্কারে দুনিয়াকে জানিয়ে দি'ক—বিলাসী হুমায়ুনের এই শেষ।

(প্রস্থান করিতে করিতে) বাইরাম! এস—এই মুহূর্ত্তে আমি আগ্রায় রওনা হব। (প্রস্থান)

রুমি। একি সেনাপতি!

বাইরাম। সম্রাটের আজ্ঞা পালন করুন। (প্রস্থান)

রুমি। উত্তম— (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর উপকণ্ঠ।

শিবির।

হিণ্ডাল, কামরান ও আবদার।

হিণ্ডাল। স্পর্দ্ধা দেখলে দাদা!

আবদার। শুধু দেখলেন—একেবারে হাঁ হয়ে গেছেন।

কামরান। দিল্লীর প্রভুত্ব পেয়ে সেই রাফিউদ্দিনের এতদূর ঔদ্ধত্য

আবদার। গাধা বলে কিনা সম্রাটকে পরাস্ত করলেও দিল্লী ছেড়ে দেব না। নিতান্ত বালক—এত করে ভয় দেখালেন একটু ভয় খেলে না সাজাদা!

হিণ্ডাল। যাক—আমাদেরও এখন দরকার নাই।

আবদার। তা যা বলেছেন সাজাদা! যখন কিছুতেই হল না—তখন কি দরকার। গাধা দিল্লী নিয়ে ধুয়ে খা'ক্।

হিণ্ডাল। আমি কিন্তু ছাড়ছিনা দাদা! তোমাকে আগ্রার সিংহাসনে বসিয়ে তোমার হুকুম নিয়ে দিল্লী ধ্বংস করবই।

কামরান। না ভাই—আমি সিংহাসন চাই না। বেশ করে ভেবে দেখছি, তুমিই সিংহাসনের উপযুক্ত—আমি শুধু ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করেছি ভাই! আমাকে রেহাই দিও।

হিণ্ডাল। তাকি হয় দাদা! বৈমাত্রেয় হলেও তুমি আমার জ্যেষ্ঠ। তুমি থাকতে—না, তা আমি পারব না।

কামরান। তবে আমায় বিদায় দাও ভাই! রাজ্যের বোঝা মাথায় নিতে পারব না।

আবদার। মারামারিতে ধরাধরিতে কাজ নাই সাজাদা! আমার মাথায় চাপিয়ে দিন—ঘাড় ভেঙ্গে যায় আমারই যাবে।

কামরান। বরং পারিশ্রমিক স্বরূপ তোমার আবদারকে আমায় দিও, তাহলেই যথেষ্ট হবে।

আবদার। সাজাদা! রক্ষা করুন, তুরকম জল হাওয়ায় পেটের অসুখ করবে।

হিণ্ডাল। না দাদা! বোঝা মাথায় নিতে হয় আমি নেব—তোমাকে আমি ছাড়বনা।

কামরান। ছাড়তেই হবে—দুনিয়ার বাদসাগিরিতেও কামরান নারাজ।

কিন্তু ভাই! রাফিউদ্দিনকে শাস্তি না দিয়ে দিল্লী ছেড়ে যাওয়া আমাদের ভাল দেখায় না।

আবদার। ঠিক বলেছেন সাজাদা! ভয় থেকে কি আছে, দুচারটা ফাঁকা আওয়াজও করুন।

হিণ্ডাল। বেশ, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমার সৈন্য বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাদের একবার আমি জিজ্ঞাসা করি।

(প্রস্থান, আবদার বিস্মিত হ'য়ে মাটীর দিকে তাকাইয়া রহিল)

কামরান। আবদার! অবাক হয়ে দেখছ কি?

আবদার। ইঁদুরে বেড়াল ধরেছে সাজাদা!

কামরান। কি রকম! কোথা হে?

আবদার। আজ্ঞে হাঁ—ঠিক ধরেছে—বেড়ালটা বেশ বড় রকমের—নিজের শরীর নিজে ভাল করে দেখতে পায় না—তার উপর ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ইঁদুরটা যেমন ছোট, তেমনি চালাক। লেজের আড়াল থেকে লেজ কামড়ে ধরেছে—এই কেটে নিয়ে পালায় আর কি।

কামরান। বেড়ালটাকে জাগিয়ে দাওনা আবদার!

আবদার। বেড়ালটা বড় ম্যাদা। পেটের জ্বালায় লাহোর থেকে ছুটে এসেছে—কিন্তু লেজের জন্য বুঝি—

কামরান। আবদার—হেঁয়ালী রাখ, স্পষ্ট বল।

আবদার। তাতে আমার লাভ।

কামরান। লাভ যথেষ্ট হবে। তুমি যা চাইবে তাই দেব।

আবদার। তাহলে আগ্রার সিংহাসন খানা।

কামরান। রহস্য কোরোনা আবদার! আমাকে বিশ্বাস কর।

আবদার। রহস্য নয় সাজাদা! এ আবদার—আর বিশ্বাসের কথা কি

জানেন—তেমন হয় না। কিন্তু আপনার উপর আমার কি একটা বড় শক্ত টান পড়েছে—কিন্তু দেখবেন গরীব না মারা যায়।

কামরান। আবদার! কামরান থাকতে তোমার ভয় নাই। বল শীঘ্র বল।

আবদার। সাজাদা! আপনি বোধ হয় বন্দী হয়েছেন।

কামরান। কি রকম! (চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন) আমি বন্দী!

আবদার। সেই জন্যই শিবিরে আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে। সিংহাসনের একমাত্র কণ্টক এখন আপনি।

কামরান। এ কি সত্য!

আবদার। মিথ্যা মনে হয়, একটু দাঁড়িয়ে পরখ করুন—আর সত্য মনে হয়—এখনও পথ থাকলেও থাকতে পারে—পালান।

কামরান। বটে! হিণ্ডাল! আমার উপর এক চাল! আবদার! যদি আজকার যুদ্ধে জয়ী হই তবেই—নতুবা এই শেষ।

(বেগে প্রস্থান ও বিপরীত দিক হইতে হিণ্ডালের প্রবেশ)

হিণ্ডাল। আবদার! দাদা কই?

আবদার। স'রে পড়ুন সাজাদা! বড় বেগতিক—সাজাদা আপনাকে বন্দী করবার জন্য ফৌজ আনতে গেছেন—শীঘ্র পালান সাজাদা!

হিণ্ডাল। সে কি!

আবদার। আশ্চর্য্য এর পরে হবেন। আপনি উপযুক্ত থাকতে তিনি কি সিংহাসনে বসতে পারেন—তাই পরিষ্কার করে নিচ্ছেন। স'রে পড়ুন সাজাদা! লেজ কুণ্ডলি পাকিয়েছে।

হিণ্ডাল। তাইত! আমি যে আগ্রায় নিয়ে গিয়ে শেষ করব মনে করেছিলুম।

আবদার। স'রে পড়ুন—স'রে পড়ুন।

হিণ্ডাল। স'রে পড়ব কি হে—হিণ্ডালের দেহেও শক্তি আছে।

আবদার। তবে কোমর বেঁধে দাঁড়ান। (নেপথ্যে বন্দুক শব্দ)

ঐ, ঐ এসে পড়েছে—আপনার লেজটা আগে বাঁচিয়ে রাখি সাজাদা!

(বেগে প্রস্থান)

(অসি হস্তে কামরানের বেগে প্রবেশ ও অসির আঘাত)

(হিণ্ডালের অসি নিষ্কাসণ ও আঘাত প্রতিহত করণ)

কামরান। হিণ্ডাল! কুক্কুর! মোগলের সিংহাসন আমার।

হিণ্ডাল। (যুদ্ধ করিতে করিতে) সাবধান কামরান! প্রাণ হারাবে—সিংহাসন আমার।

(যুদ্ধ ও কামরানের ফৌজের প্রবেশ)

কামরান। বন্দী কর—বন্দী কর—সিংহাসনের সম্মুখে হত্যা করব।

(সকলে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া হিণ্ডালের পলায়ন)

চলাও—চলাও—(কামরান ও সমস্ত সৈন্যের প্রস্থান—ও আবদারের প্রবেশ)

আবদার। কেয়াবাৎ আবদার—কেয়াবাৎ! হিণ্ডাল! শয়তান! তোমাকে তাড়িয়েছি—আগ্রার অনেককে হাত করেছিলে—আর কামরান! তুমি এবার আগ্রায় যাবে—চল—তোমাকেও তাড়াব—যতদিন সম্রাট না ফিরে আসেন, ততদিন আবদারের বিশ্রাম নাই। খোদা! তুমিই রক্ষা কর্ত্তা। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

চুণার দুর্গাভ্যন্তর।

দুর্গাধ্যক্ষ গাজিখাঁ একটী ঘরে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছে।

গাজিখাঁ। ছিলুম সহকারী—কেমন কৌশল করে দুর্গাধ্যক্ষকে ফতে করলুম-। এখন আমায় ধরে কে! হুমায়ুন এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—হাঃ হাঃ—এখন আমি সর্ব্বেসর্ব্বা।

(নেপথ্যে সঙ্গীত শুনিয়া সোফা হইতে লাফাইয়া পড়িল)

ঐ ঐ বুঝি আসছে। আহাহা! যদি সম্ভব হ'ত, (ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল) এ গানের ছবি তুলে রাখতুম্—কিন্তু বাদসাই তামাকটা পুড়ে গেল—যাক,তামাক আর মেয়েমানুষ—অনেক তফাৎ।

(মোগল সৈনিক বেশে ইব্রাহিমলোডীকন্যার প্রবেশ)

ই'কন্যা। না সাহেব! দুটই প্রায় এক রকম—দুটতেই দুনিয়াটাকে ভারি মসগুল করে রেখেছে। বেশ করে ভেবে দেখ দেখি সাহেব! কুণ্ডলীপাকান ধোঁয়াটুকু ঠিক মেয়েমানুষের কোঁকড়া চুলের মত কিনা—একটু রংয়ের তফাৎ বটে। সেই ডাকটুকু ঠিক মেয়েমানুষের গানের মত কিনা—আর সেই মুহুর্মুহুঃ চুমুকটুকু রমণী অধর চুম্বনের মত কিনা। বল সাহেব! বল—তবু আমি তামাকও খাইনা, মেয়েমানুষের চুমুও খাইনা।

গাজিখাঁ। হাঃ—হাঃ—এসেছো! এসেছো! আমি মনে করেছিলুম—দুটী দিন মাত্র এসে, আমায় মজিয়ে রেখে—আমার গলায় ফাঁস পরিয়ে—পায়ে বেড়ী পরিয়ে—আমার—(ভাবতে লাগল কি বলবে)

ই'কন্যা। (স্বগতঃ) তোমার গোরের ব্যবস্থা ক'রে।

গাজিখাঁ। আমার জ্যান্ত গোরের ব্যবস্থা ক'রে—

ই'কন্যা। ও কি কথা সাহেব!

গাজি। বুঝি ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে আর এলে না!

ই'কন্যা। না এসে কি থাকতে পারি—

গাজি। বিবি! বিবি! বিবি!

ই'কন্যা। চুপ, চুপ, বিবি বিবি করে চেঁচিয়োনা।

গাজি। কুচ পরোয়া নেই। মোগল বাদশা আমাকে দুর্গের মালিক করে দিয়ে গেছে, আমি ডরাই কাউকে। তোমার এ পোষাকটা দিয়ে ভাল করিনি বিবি! তোমার জেলস ঢাকা পড়েছে, তোমার বুকের নাচুনি দেখতে পাচ্ছিনা।

ই'কন্যা। এই পোষাকটা না পেলে, তোমায় দেখতে না পেয়ে আমি পাগল হয়ে যেতুম।

গাজি। কুচ পরোয়া নেই—আর তোমায় কষ্ট করতে হবেনা—তুমি এলোচুলে, আলুথালু বেশে, ছুটে এসে আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিবি! বিবি! মুখ শুকিয়ে গেছে—একটু সরাপ বিবি! মুখের টোল টাস গুলো তুলে নাও, গালের গোলাপি আভা ফুটে উঠুক—

(ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে পূর্ণ পাত্র মদ ও একটী গেলাস লইয়া আসিল)

ই'কন্যা। (স্বগতঃ) এইবার মজালে!

গাজিখাঁ। (একগ্লাস পূর্ণ করে) এস বিবি এস! (মুখের কাছে ধরিল)

ই'কন্যা। (হাত ধরিয়া) সাহেব! সাহেব! আহা! তোমার হাত কি নরম সাহেব! (হাত ধরিয়া সাহেবের মুখের কাছে লইয়া গেল) আহা! তোমার দাঁতগুলি মুক্তার মত—

(সাহেব আহ্লাদে হাঁ করিয়া ফেলিল—ই'কন্যা তাহার মুখে ঢালিয়া দিল)

গাজিখাঁ। মিছরির পানা, মিছরির পানা, বিবি! বিবি! তোমার হাত যে আমার চেয়ে মিষ্টি, আমার চেয়ে নরম!

ই'কন্যা। আমার কথা কি রাখবে সাহেব! আমার রূপও নেই, যৌবনও নেই—আমার কথা কি—

গাজিখাঁ। বিবিজান্! তোমার কথা রাখব না! আর একগ্লাস খেতে বলবে ত? বলনা, বলনা।

ই'কন্যা। এত ভালবাস আমাকে সাহেব! মুখের কথাটা টেনে নিয়ে বসেছ। তোমায় আমি খেতে বলব! ছিঃ—তোমার মুখে তুলে দেব—এস দাও— (হস্ত হইতে পাত্র লওন)

গাজিখাঁ। দাও জান্! আমি হাঁ করে থাকি—তুমি ঢালতে থাক।

(তথাকরণ)

ই'কন্যা। সাহেব! সাহেব! যত তুমি হাঁ করছ, দাঁতগুলো তত ঝকঝক্ করছে। আচ্ছা সাহেব! এক নিশ্বাসে সবটা শেষ করতে পার?

গাজিখাঁ। ধর জান্! তোমার আতর মাখা তুলোর হাতে আমার নাকটা টিপে ধ'রে ঢেলে দাও, দেখ—তোমার কথায় আমি কি না পারি।

ই'কন্যা। আচ্ছা তুমি আমায় কেমন ভালবাস আজ দেখব।

(নাক টিপিয়া ধরিয়া তথাকরণ ও গাজিখাঁর ক্রমাগত পান)

হাঁ, তুমি আমার কথায় সব পার। আচ্ছা সাহেব! নাচতে পার? নাচ দেখি—আমি একখানা গান ধরি—আর তুমি নাচ।

গাজিখাঁ। বেশ, বেশ—এই আমি আরম্ভ করলুম (নৃত্য)

ই'কন্যা। তাইত কি গান গাই—আচ্ছা—

(গীত)

নাচে আমার মিঞা।
যেমন দুধ ছোলা দেখে নাচে দাঁড়ে বসে টিয়া।
বাঁশীর রবে নাচে ফণী আর হরিণ ছানা,
তালে তালে নাচে হাতী বাজিলে বাজনা;
আবার দড়ির টানে নাচে ভালুক হেলিয়া দুলিয়া।
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচে আমার মিঞা।

গাজিখাঁ। বিবিজান! বিবিজান! (ধরিতে গেল)

ই'কন্যা। না, না, তা হবে না। এ দুর্গের ভেতর আমার দুষমন রয়েছে—অত্যাচারের কথা ত তোমায় বলেছি সাহেব—সেই শেরখাঁর ছেলেটাকে নিজের হাতে কাটতে না পেলে আমিত ভালবাসতে পারব না সাহেব! আমি ভুলতে পারব না—তোমার ছবি বুকের ভেতর এঁকে নিয়ে অভিমানে ফিরে যাব—তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে মরে যাব।

গাজিখাঁ। এই কথা! এই কথা! এই নাও জান্! চাবি নাও।

(চাবি দিল ও ঘরের ভিতর হইতে দুখানা তলয়ার লইয়া আসিল)

আর এই নাও তলয়ার—একখানা নয়, দুখানা, দুহাতে দুকোপ—দেখো চেঁচাতে দিওনা।

ই'কন্যা। না সাহেব! আমার পা উঠছে না। একে আমার এই পোষাক—তার উপর এতে যখন রক্তের ছিটে পড়বে—তখন তুমি হয়ত আমাকে দেখে ভয় পাবে।

গাজিখাঁ। মেরিজান্! সে ছেলেই নই। ভয় পাব! ছিঃ, আমি কাপুরুষ নই।

ই'কন্যা। শুধু তাই নয়—তোমায় ফেলে যাব! কাজ সেরে আসতে না আসতে হয়ত আমার মত কোন অভাগী এসে তোমার সঙ্গে ভালবাসা পাতাবে—আমার কপালে ছাই দেবে। তুমি আমার সঙ্গে এস।

গাজিখাঁ। না বিবিজান! শেরখাঁর খেয়ে মানুষ—দূর থেকে তার সব্বনাশ করতে পারি—চখের উপর দেখতে পারব না জান্! কোন ভয় নেই তোমার—এই আমি ঘরে ঢুকলুম তুমি শিকল তুলে দাও।

ই'কন্যা। সেই ভাল—সেই ভাল—

(তথাকরণ ও তলয়ার লইয়া যাইবার সময়)

দেখো, যেন পালিয়োনা—দেখো,যেন ভুলোনা। কিন্তু কেউ যদি শিকল খুলে—

গাজিখাঁ। পেয়ারে! পেয়ারে! এই নাও চাবি নাও। কোন রূপসী শিকল খুলে এসে যদি আমাকে ভালবেসে ফেলে, ঠিক বলেছ—চাবি দিয়ে যাও—চাবি দিয়ে যাও।

ই'কন্যা। প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল—তুমি আমায় সত্যি ভালবাস। (তথাকরণ) (স্বগতঃ) তোমার জ্যান্ত গোরের ব্যবস্থা হ'ল এতক্ষণে।

(প্রস্থান)

গাজি। (ঘরের ভিতর হইতে) হাঃ; হাঃ, হাঃ—কি বরাত রে বাবা! নিজের উপর নিজের হিংসা হচ্ছে। কি চল ঢলে গড়ন—উঃ, যেন—কিন্তু বাদসাকে এ দুর্গটা দেওয়া হচ্ছে না—আর গোটাচার কামান বসিয়ে রাখতে হবে। আর শেরখাঁ যে রকম তার পেছুনে লেগেছে—তার এখন রাজ্যবাস কি বনবাস তার ঠিক নেই। হাঃ—হাঃ—কি নরম টিপুনি! নাকটা যেন সুড় সুড় করে উঠল, আর একটু হলেই হেঁচে ফেলেছিলুম আর কি—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

(দ্রুত বেগে আদিলকে লইয়া ই'কন্নার প্রবেশ)

ই'কন্না। চল্লুম সাহেব! সেলাম—

গাজি। সেকি! সেকি! এঁ্যা, এঁ্যা, এযে বন্দীকে নিয়ে পালাচ্ছে! এযে শয়তানি! শয়তানি!

ই'কন্না। চেঁচিয়োনা সাহেব! অনেক উপকার করেছ—এই তার পুরস্কার— (পিস্তল উত্তোলন)

আদিল। না, না, মেরোনা। শয়তানকে তার শয়তানির চরমসীমায় দাঁড়াতে দাও।

ই'কন্না। আচ্ছা ভয় নাই। খোদা, মূর্খ বিশ্বাসঘাতক করে তোকে পাঠিয়েছিলেন তাই আমাদের উপকার হ'ল। তোকে মারব না—এই চাবি রইল— (কুলুপে চাবি লাগাইয়া প্রস্থান)

গাজিখাঁ। আওরাং! আওরাং! পালাল—পালাল—,

(উভয়ের পুনঃ প্রবেশ)

ই'কন্না। বুঝি শেষ রক্ষা হ'ল না! দুর্গের বাইরে থেকে এত মোগল কোথা হতে আসছে আদিল! আদিল! আদিল! এসে পড়েছে—চলে এস—

(বিপরীত দিকে প্রস্থান)

(নেপথ্যে—হুসিয়ার, হুসিয়ার)

(উভয়ের পুনঃ প্রবেশ)

চৃদিক হ'তে আক্রান্ত হয়েছি। খোদা ! আজ কি তবে শেষদিন ! না, ভাবলে হবে না—এস একটা দিক কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করি।

(প্রস্থান ও অপর দিক হইতে—ছদ্মবেশে কুতব ও পাঠান সৈন্যের প্রবেশ)

কুতব। ঐ, ঐ, দুজন পালাচ্ছে—স্থির হয়ে এস সব—আমরা ওদের দলে প্রথম বেশ মিশে যাব—তারপর কাটতে আরম্ভ করব।

(অপর দিক হইতে মোগল সৈন্যের প্রবেশ)

মোগলসৈন্য। কই, কই কোন দিকে গেল—

ছদ্মবেশী পাঠান। কোন দিকে গেল ? কোন দিকে গেল ? ঐ দিকে গেল—যেন ঐ দিকে—

মোগল। ঐ দিকে—ঐ দিকে—ছুটে এস, ছুটে এস

(উভয় দল মিশিয়া প্রস্থান)

(নেপথ্যে যুদ্ধারম্ভ ও কোলাহল)

(একটী মোগল ছুটিয়া আসিল)

সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! মোগলের বেশে হাজার পাঠান ঢুকেছে ! সর্ব্বনাশ !

(প্রস্থান)

গাজি। ইয়া আল্লা ! কি করলুম রে ! শেরখাঁর হাতে পড়লুম রে ! শয়তানি রে শয়তানি !

(কুতবের প্রবেশ)

কুতব। দাদা ! দাদা ! দুর্গ-জয় হয়েছে—কোথায় তুমি ? আমি কুতব—দাদা ! দাদা ! এ ঘরে কি ! দাদা ! দাদা ! (চাবি খুলিল) কে তুমি ? (টানিয়া বাহির করিল) এ্যাঃ, একি গাজিখাঁ ! শয়তান !

(তলয়ার উত্তোলন)

গাজিখাঁ। জনাব ! জনাব ! খবর আছে—দোহাই জনাব ! মেরোনা—আগে শুন।

কুতব্। বল—বল—দাদা কোথায় ? পুরস্কার দেব।

গাজিখাঁ। শয়তান আমি বটে—কিন্তু আমারই নূতন শয়তানিতে তিনি আজ মুক্ত—তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এক শয়তানি পালিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই হেঁচে। দোহাই জনাব !

কুতব্। কিছু ভয় নেই—পালাতে পেরেছে কিনা বলতে পার ? বল, পুরস্কার দেব।

গাজি। পালিয়েছে—ঠিক পালিয়েছে—সে আমার চেয়ে শয়তানি !

কুতব। খোদা ! খোদা ! না—আচ্ছা, কোন ভয় নাই—চলে এস—তোমাকে আমি পুরস্কার দেব। (প্রস্থান)

গাজি। এ্যাঃ, এ যাত্রায়ও বেঁচে গেলুম ! উঃ—না বাবা, তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছিনা—যখন বেঁচেছি তখন তোমাদের পাল্লায় আর না—পালাই এখন কিন্তু সেই শয়তানিকে একবার দেখতে হবে। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

রোটাস দুর্গ।

শেরখাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র মুবারিজ।

শের। মুবারিজ ! আদর ক'রে তোমায় বুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম, এই তার পুরস্কার ! (মুবারিজ নিরুত্তর) মুবারিজ ! তুমি অলস, লম্পট, মদ্যপায়ী। এই কিশোর বয়সে তুমি ব্যাভিচারের প্রতিমূর্ত্তি ! সহস্রবার তোমাকে আমি নিষেধ করেছি—সহস্রবার তুমি তা উপেক্ষা করেছ। প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি—তোমার পিতার মুখ মনে পড়েছে—আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ভেসে গেছে ; কিন্তু আর না।

মুবারিজ । আমাকে বিদায় দি'ন ।

শের । বিদায় দেব ! কোথায় যাবে মুবারিজ ?

মুবারিজ । যে দিকে দুচক্ষু যায় ।

শের । কি খাবে মুবারিজ ?

মুবারিজ । খোদা যা মিলিয়ে দেন ।

শের । মুবারিজ ! খোদার নাম মনে আছে তোমার ! কিন্তু অলস, লম্পটকে খোদা সাহায্য করেন না ।

মুবারিজ । অনশনেও ত অনেক লোক মরে ।

শের । সেও ভাল ! মুবারিজ ! মানুষ হয়ে জন্মেছ—এত বড় পৃথিবীটা একদিন চোখ মেলে দেখ্‌লে না ! এমন কর্ম্মের জীবন নিশ্চিন্ত আলস্যে কাটিয়ে দিলে ! খাদ্যের ভাণ্ডারে ব'সে অনশন বেছে নিলে ! মুবারিজ ! তা হবে না—চিন্তা কর—অমৃত আস্বাদে পরমায়ু বৃদ্ধি করবে—না বিষ পান ক'রে আত্মহত্যা করবে ।

মুবারিজ । আমাকে বিদায় দিন ।

শের ! মুবারিজ ! তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলুম । কোন হ্যায়—

(প্রহরীর প্রবেশ)

মুবারিজ । কারাদণ্ড ! কেন ? আপনার কি অধিকার—

শের । যাও—এই দুর্ব্বৃত্তকে কারারুদ্ধ কর । অবাধ্য হয়, বল প্রয়োগ কর । এই রোটাস দুর্গ যতদিন আমার অধিকারে থাকবে, মুবারিজ এ দুর্গের বন্দী । যে মুক্ত করে দেবে—তাকে এই কারাগারে পচে মরতে হবে । যাও ।

প্রহরী । আইয়ে জনাব !

(প্রহরীর সহিত বিষণ্ণ বদনে মুবারিজের প্রস্থান)

শের । আমার কি অধিকার ! মুবারিজ ! তুমি আমার সেই নাজিমের

পুত্র! আমার কি অধিকার! না মুবারিজ! এ অধিকার নয়—এ আমার স্নেহের কর্ত্তব্য—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

(শের খাঁর কন্যা চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। বাবা! মুবারিজ নিতান্ত অবোধ।

শের। যথেষ্ট সময় দিয়েছিলুম মা! বুঝতে একটু চেষ্টা পর্য্যন্ত করলে না।

চাঁদ। বাবা! মুবারিজ পিতৃ মাতৃহীন অনাথ।

শের। মা! মা! তাই তার অত্যাচার গুলি এতদিন স্নেহের আবদার ব'লে নীরবে সহ্য করে এসেছি।

চাঁদ। ক্ষমার চেয়ে কঠিন দণ্ড বুঝি বিধাতা সৃষ্টি করেননি—দণ্ড ঘৃতাহুতির মত হিংসাগুণে জ্বলে উঠে—ক্ষমা বহ্নিতেজে শয়তানের প্রাণ গলিয়ে প্রেমের উৎস প্রবাহিত করে।

শের। এ বিধান অন্ধের জন্য নয় মা! চক্ষের জ্যোতিঃ আছে যার—শুধু একটা আবরণে সে দীপ্তি যার ঢাকা আছে, এ বিধান তার জন্য। চাঁদ! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শুনেও মুবারিজ আমার বিরুদ্ধে তার হাত দুটো পর্য্যন্ত তুললে না! সে যদি আমার কটাক্ষ উপেক্ষা করে সদর্পে একবার সোজা হয়ে দাঁড়াত—বুঝতেম কীটে দংশন করেছে মাত্র—অন্তঃসার শূন্য করেনি। আনন্দে আমি ক্ষমা করতেম চাঁদ!

চাঁদ। বাবা! তুমি ভীরু।

শের। কন্যার মুখে এ বড় মিষ্ট ভর্ৎসনা! তুমিই ত একদিন মুবারিজের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করেছিলে মা! না, মা—তোমার অপরাধ কি! এ যে স্নেহের কর্ত্তৃত্ব!

চাঁদ। বেশ করেছ বাবা! তুমি দুর্ব্বলকে শাস্তি দিতে বড় ভালবাস কিন্তু ভয়ে মোগলের সঙ্গে সন্ধি করেছ।

শের। ভয়ে! না মা! বড় ক্লান্ত আমি—একটু বিশ্রাম করছি—চিন্তা করছি—চুনারে হুমায়ুনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ, নির্ম্মম অত্যাচারের কঠিন শাস্তি, কঠোর হতে কঠোরতর কি করে হবে।

চাঁদ। বাবা! বর্ষায় দেশ ভেসে গিয়েছে—এক পা এগুবার বা এক পা পেছুবার শক্তি হুমায়ুনের নাই। দিল্লীতে বিদ্রোহ, আগ্রায় বিশৃঙ্খলা। এ সুযোগ যদি ছেড়ে দাও বাবা! তাহলে বুঝি আর আসবে না।

শের। না মা! ছেড়ে দেবো না—আমার চিন্তার শেষ হয়েছে। আচম্বিতে আমি মোগল শিবির আক্রমণ করব। চাঁদ! ছিন্নহস্ত আমার সেই গোলন্দাজ সৈন্যের মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি। চক্ষের জল মুছবার শক্তি নাই—পরিশ্রম ক'রে উদর পূর্ত্তি করবার সামর্থ টুকু মোগল কেড়ে নিয়েছে। চাঁদ! এই মুহূর্ত্তে আমি আক্রমণ করব—ঘুমন্ত দেশের উপর দিয়ে প্রবল বন্যার মত শুধু প্রলয় চিহ্ন রেখে ভেসে যাব—হত্যার মত দুর্ব্বার বিক্রমে মুহূর্ত্তে সহস্র মোগলকে ধ্বংশ ক'রে চলে যাব। হুমায়ুনকে দেখাব—মোগলে পাঠানে কত প্রভেদ—পাঠানের প্রতিহিংসা কত ভয়ঙ্কর।

(ই'কন্তা আদিলের হস্ত ধরিয়া প্রবেশ করিলেন)

ই'কন্তা। তাই কর পাঠান বীর! এই দেখ তোমার পুত্র ফিরে এসেছে।

শের। আদিল! আদিল! (বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন)

চাঁদ। দাদা! দাদা! (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

শের। মা! মা! মৃত্যুর মুখ হ'তে কেমন ক'রে ফিরিয়ে আনলে!

ই'কন্তা। খোদা ফিরিয়ে দিয়েছেন সর্দ্দার!

(কুতবের প্রবেশ)

কুতব। দাদা! দাদা! তুমি এসেছ! ভাই! ভাই! (আলিঙ্গন করিলেন)

আদিল। কুতব! ভাই! এই রমণীর অনুকম্পা—এই রমণীর দুর্জ্জয় শক্তি।

কুতব। কে মা তুমি! নিস্তেজ পাঠানের দ্বারে শক্তি মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়িয়েছো---ভক্তিহীন পাঠানের হস্তে মুক্তির ডালা বিনামূল্যে তুলে দিচ্ছো! দেখে এসেছি মা! চুনারে তোমার সেই শক্তির সমারোহ, মুক্তির রুধিরাক্ত আবিষ্কার!

ই'কন্সা। কুতব! তবে কি দুর্গদ্বারে তোমার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল?

কুতব। অনর্থক কতকগুলি প্রাণ নষ্ট করেছি। আমি সম্মুখে, মোগল পশ্চাতে---শত্রু মিত্র তোমাকে নিষ্পেষিত করেছে---তুমি সেই মিলিত শক্তি তুচ্ছ ক'রে কেটে বেরিয়ে গেলে। শত্রু মিত্র মিশে গেল---পাঠান মোগলকে চিনতে পারলে---মোগল পাঠানকে চিনতে পারলে---তুমুল যুদ্ধ বাধল। মা! মা! তোমারি শক্তিতে আমি চুনার দুর্গ জয় করেছি।

ই'কন্সা। কুতব! খোদার করুণা।

শের। মা! মা! বুকের ভেতর তরঙ্গ উঠেছে---ভাষা নাই, ফুটে বেরুতে পাচ্ছে না। চেয়ে দেখ মা! পাষাণ ফেটে আজ জল ঝরছে!

(অশ্রু মোচন)

তোমায় কি দেব মা!

ই'কন্সা। পাঠান বীর! আমায় কি দেবে! তা কি পারবে! না---তা পারতেই হবে। সর্দ্দার! আমি কি চাই জান? আমি চাই একটা যুগের কীর্ত্তির মাথা কেটে দিতে---একটা বিরাট স্ফূর্ত্তির গায়ে আগুন ঢেলে দিতে পাঠান বীর! ছিন্ন মুণ্ড চাই---আমার পিতৃহন্তাপুত্রের ছিন্ন মুণ্ড চাই-দাও, এনে দাও---আমি সেই তপ্ত রক্ত মাখা মুণ্ডের উপর পাঠানের সিংহাসন পাতব---আমি হুমায়ুনের শিরে পাঠানের কীর্ত্তি গড়ব। (বেগে প্রস্থান)

চাঁদ। বাবা! খোদার আলো আগে চলে গেল---অগ্রসর হও বাবা হিন্দুস্থানের রাজা হবে এস। (প্রস্থান)

শের। তবে চল আদিল! চল কুতব! দ্বার দিয়ে খোদার করুণা, বুকের ভেতর সৃষ্টি লুকিয়ে রেখে বন্যার জোরে ভেসে চলেছে। চল আদিল! চল কুতব! সেই প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ি—অগাধ গভীরতা—অসংখ্য রত্ন—ডুব দিতে হবে—খোদার নিহিত সৃষ্টি মাথায় করে তুলতে হবে।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মোগল শিবির—কাল উষা।

হুমায়ুনের শয়নকক্ষ।

হুমায়ুন স্বপ্ন দেখিতেছেন—অদূরে নহবৎ বাজিতেছে—সে স্বর বেশ স্পষ্ট।

হুমায়ুন। (স্বপ্ন) হিণ্ডাল! হিণ্ডাল! কেঁদোনা কেঁদোনা। কামরান! হিণ্ডাল! ভাই! ভাই! (নহবৎ কিছুক্ষণ বাজিয়া থামিল ও সম্রাজ্ঞী বেগাবেগম ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন ও শয্যা প্রান্তে যাইলেন) তাকি পারি! হিণ্ডাল, ভাই!

বেগা। জাহাপনা! (হুমায়ুন চমকিয়া উঠিলেন)

হুমায়ুন। আল্লা! আল্লা! কে? সম্রাজ্ঞী! (উঠিয়া বসিলেন)

বেগা। আজ একি ঘুমের ঘটা জনাব! দামামার ছোট ছোট মেঘমন্দ্র গুলি উষার বাতাসকে কর্ম্মের পথে নাচিয়ে দিয়ে চলে গেল—সানাইয়ের কতগুলি কাকুতি প্রজার প্রতিভূ হয়ে রাজার দ্বারে গুটি কতক অশ্রু বিন্দু রেখে গেল—কতগুলি সমবেদনা, দুনিয়ার ক্ষত বক্ষে শান্তি প্রলেপ ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

হুমায়ুন। তবু আমার ঘুম ভাঙ্গলো না নয়! না—ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙ্গে ছিল, স্বপ্ন দেখছিলুম। সম্রাজ্ঞী! সে আমার সোনার স্বপ্ন—মনে হচ্ছে আবার দেখি—আবার দেখি।

বেগা। জাহাপনা! সে স্বপ্ন সত্য হ'ক। (হুমায়ুন উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

হুমায়ুন। না—তা বোলো না—অধর্ম্ম হবে। বল, সে স্বপ্ন স্বপ্নই থাক্—সে আমার সোনার স্বপ্ন!

বেগা। বড় কৌতূহল জাহাপনা!

হুমায়ুন। বড় কৌতূহল,নয়! ঠিক বলেছ—সে যে আমার সাধের স্বপ্ন—সে যে আমার সাজান বাগান—কল্পকুঞ্জে সে যে আমার গীতিউৎস—কিন্তু সম্রাজ্ঞী! বল সে স্বপ্ন মিথ্যা হ'ক—সে যে কলঙ্ক।

বেগা। জাহাপনা!

হুমায়ুন। স্থির হও—আমার সেই সাধের স্বপ্ন তোমায় শুনাচ্ছি। আমি যেন আগ্রায় পৌঁছেচি—একটা বিরাট সভা করেছি—মোগলের যেখানে যত প্রজা আছে—সব এসেছে আমার বিচার দেখতে। বাইরাম—হিণ্ডাল আর কামরানকে বন্দী করে এনে আমার সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে—আর আমি, তেমন গম্ভীর বুঝি কখনও হইনি—চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল—মনে হ'ল পৃথিবী যেন নেমে গেল—সিংহাসন যেন স'রে গেল—আমি যেন শূন্যে ঝুলতে লাগলুম; মাটীর দিকে তাকিয়ে "হিণ্ডাল, কামরান" বলে গম্ভীর রবে চীৎকার করলুম—সে স্বর বড় প্রাণে বাজল। তাকিয়ে দেখলুম হিণ্ডালের চোখে জল—ভাইয়ের চোখে জল—নিজের চোখের জল বুক বয়ে গড়িয়ে পড়েছে! বললুম "হিণ্ডাল! কেঁদোনা—কেঁদোনা"—বন্যার মুখ থেকে যেন পাহাড় স'রে গেল—ক্ষতমুখ হতে কে যেন ছুরি খুলে নিলে—বিবেক, বিচার, বুদ্ধি—সব সেই স্রোতে ভেসে গেল। "কামরান! হিণ্ডাল! ভাই! ভাই"! ব'লে গলা জড়িয়ে ধরলুম—জনসঙ্ঘ দেখতে এসেছিলো প্রাণদণ্ড—দেখে গেল একটা স্নেহের কাণ্ড।

বেগা। স্বপ্নই সত্য হোক। প্রাণদণ্ডে সেবন্দীকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

হুমায়ুন। মানুষ কাঁদে কেন? কাঁদলে কি মানুষ ফিরে আসে? সম্রাজ্ঞী! সেখজীর জন্য এক চক্ষে কাঁদতে হবে আর এক চক্ষে সেখজীকে যে হত্যা করেছে—তাকে ভ্রূকুটি করতে হবে, এই খোদার বিচার।

বেগা। পাষাণ ফেটে জল ঝরেছে যখন—তখন বুঝতে হবে খোদার করুণা শয়তানের দেহে গলে পড়েছে।

হুমায়ুন। আমি কে সম্রাজ্ঞী! রাজা! রাজা সে—যে ন্যায়ের পা ধুইয়ে দেয়, ধর্ম্মের সেবা করে। রাজা সে—বিবেক যার স্ফটিকের মত স্বচ্ছ—বিচার যার মৃত্যুর মত নিরপেক্ষ। সম্রাজ্ঞী! না—স্নেহের দ্বারে আমার বিবেকের মাথা নিচু করতে দেব না। আমি বিচার করব—নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে শাস্তি দেব।

(সহসা নেপথ্যে ঘন ঘন বন্দুকধ্বনি)

একি! এখনও যে জগতের অৰ্দ্ধেক প্রাণী ঘুমিয়ে আছে!

বেগা। তাইত! বোধ হয় আপনি হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন।

হুমায়ুন। হুকুম! কেন? না—এযে এলোমেলো—এলোমেলো!

(নেপথ্যে উচ্চরবে তূরীধ্বনি হইতে লাগিল)

একি! এযে বাইরামের তূরী! এযে মোগলের রণভেরী!

(ছুটিয়া একখানি অসি লইলেন)

(নেপথ্যে—"পাঠান" "পাঠান")

পাঠান! আমি যে সন্ধি করেছিলুম! বাইরাম! বাইরাম!

(বেগে প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। চলে আসুন সম্রাজ্ঞী! বড় বিপদ—

বেগা। সাবাস মোগল, সাবাস! বড় বিপদ—বড় বিপদ—

প্রহরী। পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন—মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলে আর রক্ষা করতে পারব না।

বেগা। বাহাবা বীর, বাহাবা! বড় বিপদ—বড় বিপদ—যেখানে মোগল সেখানে বিপদ—যেখানে শত্রু সেখানেই মোগলের পালায়ন।

প্রহরী। সম্রাজ্ঞী! পাঠান চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করেছে। অনেক কষ্টে এখানে আসতে পেরেছি—চলে আসুন।

বেগা। বল, বল, অনেক কষ্টে, অক্ষতদেহে, পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, নদী পার হয়ে—

প্রহরী। চেয়ে দেখুন সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে।

বেগা। এনাম পাবে—ভয় কি!

প্রহরী। জাহাপনার হুকুম, পালিয়ে আসুন—পাঠান এসে পড়েছে।

বেগা। চলে যা গোলাম! তোদের ভীরু সম্রাটকে বল্‌গে "শত্রু মোগল সম্রাজ্ঞীকে ছিঁড়ে কুটে খেয়েছে"। (প্রস্থান ও প্রহরীর বিপরীত দিকে প্রস্থান)

(কুতব একদল সৈন্য লইয়া প্রবেশ করিল ও
"কুচ্‌ কর" "কুচ্‌ কর"—বলিয়া চলিয়া গেল)

(সম্রাজ্ঞী তাঁহার পাঁচ বৎসরের ঘুমন্ত তনয়াকে বক্ষে লইয়া
বেগে প্রবেশ করিলেন)

বেগা। কি সর্ব্বনাশ করলুম! কে আছ—মোগল সম্রাজ্ঞীকে রক্ষা কর—আমার দুলারীকে রক্ষা কর—কে আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(এক হস্তে তূরী, অন্য হস্তে অসি—বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। চলে এস মা! এখনও বাইরাম আছে।

বেগা। বাইরাম! বাইরাম! তুমি আমার দুলারীকে রক্ষা কর।

বাইরাম। দাও মা! (গ্রহণ) চলে এস—খোদা রক্ষা করবেন।

(বেগে প্রস্থান)

বেগা। না—আমি যাব না—দুজনকে তুমি রক্ষা করতে পারবে না। আমার দুলারীকে তুমি রক্ষা কর; আমি মরব।

(পশ্চাৎ দিকে কুতব আসিল)

কুতব। আপনি আমার বন্দিনী।

বেগা। কে? পাঠান! শত্রু! বন্দী করতে এসেছ! মোগল সম্রাজ্ঞীকে বন্দী করতে এসেছ! কিন্তু পাঠান!

(প্রাচীর গাত্রে ছুরি ছিল সেই খানি লইয়া)

এই ছুরিখানা যদি এখনি বুকে বসিয়ে দিই—(নিজ বক্ষে স্থাপন)

কুতব। তাহলে বুঝি পাঠানের বীরত্বকে মুগ্ধ ক'রে একটা আসমানের রাগিণী আসমানে মিশে যাবে! কিন্তু তাতে কাজ নাই মা! আমি চন্দ্রম—

বেগা। না, না—তবে না (ছুরি নিক্ষেপ) আমি বন্দীত্ব স্বীকার কচ্ছি। পাঠান! মোগলের মথিত শির দলিত কর—যন্ত্রণায় মোগল জোর ক'রে একবার যদি মাথা নাড়া দেয়।

সপ্তম দৃশ্য।

বর্ষা সমাগমে—তরঙ্গায়িত জাহ্নবী বক্ষ।

(বক্ষে ঘুমন্ত শিশু—বামহস্তে জড়াইয়া ছুরী ধরিয়া—দক্ষিণ হস্তে অসি নিষ্কোষিত করিয়া বেগে বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। এই মোগল, বাবর সার সঙ্গে এসেছিলো! অসম্ভব—পাণিপথেই তাহলে শেষ হয়ে যেত—সিক্রীর রণভেরীতে মোগলের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যেত না। সে গুলো ছিল প্রাণ—এ গুলো শুধু তার কঙ্কাল। মোগল! মোগল! প্রাণ নাই সাড়া দেবে কে! দুলারী! দুলারী! হো হো হো—এ যে হাসির রাশি, ফুলের বোঝা! কাকে দেব? কোথায় নামাব! বাইরাম! এ আসমানের চেরাগ—মাটিতে নামিয়ো না।

(বেগে প্রস্থান

(একদল মোগলকে তাড়াইয়া একদল পাঠানের প্রবেশ—মোগল পলাইতে গিয়া বিপরীত দিক হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিল—কিন্তু উভয় দলের মধ্যে পড়ায় গত্যন্তর না দেখিয়া গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল)

(জালাল প্রবেশ করিল)

জালাল। ডুবিয়ে মার, ডুবিয়ে মার। হাজার পাঁচেক শেষ করা গেছে, আর হাজার তিনেক। তাহলেই—বাস, ঐ পালাচ্ছে সব, চালাও—চালাও—

(বেগে সকলের প্রস্থান—দুলারীকে বক্ষে লইয়া একজন সৈনিকের প্রবেশ)

বাইরাম। (নেপথ্যে) হোসেন! পালাও—পালাও—তলয়ার আর উঠছে না)

হোসেন। তাইত কোন দিকে যাই—কোন দিকে—(হোসেন পলাইল)

(বাইরাম প্রবেশ করিলেন)

বাইরাম। (উচ্চৈঃস্বরে) হোসেন! হোসেন! আর হ'ল না।

(বেগে প্রস্থান)

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠান সৈন্য কোলাহল করিয়া প্রস্থান করিল)

(এই সময়ে দেখা গেল, গঙ্গা বক্ষে একজন ডুবিতেছে উঠিতেছে—সাঁতার দিতেছে)।

হুমায়ুন। খোদা! (ডুবিয়া গেলেন, একটু পরে উঠিলেন) যে হাতে হিন্দু গড়েছ—সেই হাতে মুসলমান গড়েছ—(ডুবিলেন ও একটু পরে উঠিলেন) গঙ্গায় যে হাতে জল ঢেলেছ—মক্কায় সেই হাতে মাটি চড়িয়েছ—

(এই সময়ে একটা ভিস্তিকে তার মসক নিয়ে সেই স্থানে ভাসিতে দেখা গেল)

ভিস্তি। (মসক সম্মুখে দিয়া) এটার উপর ভর দাও—এটার উপর ভর দাও।

হুমা। কে—কে তুমি? (ডুবিলেন ও উঠিলেন)

ভিস্তি। কোন ভয় নেই—বেশ করে ভর দাও।

হুমায়ুন। তুমি কি মানুষ! না—মানুষ ঘুমন্ত শিশুকে ডুবিয়ে মারে। (মসকে ভর দিলেন) তুমি খোদা—যে হও আমাকে বাঁচাও—আমার বাঁচতে বড় সাধ!

(ভিস্তি সাঁতার দিয়া মসক টানিয়া কিনারায় লাগাইল ও তীরে দাঁড়াইল—হুমায়ুন একটী মৃত শিশু বক্ষে করিয়া কোন-রূপে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন)

হুমায়ুন। (নিমীলিত নেত্রে) খোদা! বেঁচেছি না মরেছি!

(দুই এক পদ যাইতে না যাইতে অচেতন অবস্থায় ভূপতিত হইলেন—বক্ষের শিশু ছিটকাইয়া গেল—ভিস্তি বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল—কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায়, ভিস্তির দিকে বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন)

মানুষ! ভিস্তির প্রাণে এত দয়া! (উত্থান ও তন্ময় ভাবে) তোমার নাম!

ভিস্তি। আমার নাম নিজাম।

হুমায়ুন। নিজাম! বল কি চাই? বল, অর্থ চাই? মণি, মুক্তা, পান্না, জহর—কি চাই? বল, বল, তাই দেব। রাজ্য নেবে?

ভিস্তি। একেবারে বদ্ধ পাগল—তুমি ত নাচার, ফকির। এ সব কোথায় পাবে?

হুমায়ুন। আমি নাচার! আমি ফকির! নিজাম! আমি কে জান? আমি—আমি—না, নিজাম! তুমিই বল—বেশ ক'রে ভেবে দেখে বল আমি কে! না—তুমি ত জান না—তবে! না—আকাশ! বলে দাও আমি কে—আমার নাম উচ্চারণ ক'রে আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়। বাতাস! তোমার প্রশ্বাসে একবার আমি কে বলে দাও। মাটী! আমার নাম করে—

একবার কেঁপে উঠে ফেটে যাও—আমি তোমার গর্ভে নেমে যাই। গঙ্গা! হিন্দুর কল্যাণ কুটীর! তুফান তুলে একবার বল আমি কে। নিজাম! আমি কে জান? ওঃ, আসমানে গড়া একটা বিরাট কীর্ত্তি! নিজাম! আমি মোগল সম্রাট হুমায়ুন। হুমায়ুন! অর্থ কি জান? ভাগ্যবান—ওঃ (অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া) একি! একি! (ছুটিয়া শিশুটির নিকট যাইলেন) দুলারী! দুলারী! হো হো, তোকে বুকে করে তুলে এনেছি মা! তপ্ত বক্ষে আমার গুলাব ফোয়ারা! আঁধার জীবনে আমার আলোর রোশনি! বিশ হাজার মোগল তোমাকে রক্ষা করতে পারলে না! দুলারী! দুলারী! মা আমার! মা আমার! (বক্ষে জড়াইয়া লইলেন) চলে গেলি! দুলারী! দুলারী! শুষ্ক কণ্ঠে আমার স্নেহের উৎস—কঠোর দায়িত্বের গালভরা হাসি—দুলারী! মা! মা! পীরের ঘরে ধূপের মত পুড়ে গেলি! (বক্ষে লইয়া উঠিলেন) খোদা! নিলে! তোমার আলো তুমি কেড়ে নিলে! নিজাম! এই নাও (হস্ত হইতে অঙ্গুরী খুলিয়া প্রদান) আগ্রায় যেও। প্রাণদাতা! আমি তোমার নাম মোগলের ইতিহাসে সোণার অক্ষরে খুদে রেখে দেব। দুলারী! দুলারী! মা! মা! (বক্ষে লইয়া বেগে প্রস্থান)

ভিস্তি। (অঙ্গুরী পরীক্ষা করিতে করিতে) তাইত এত আলো!

অষ্টম দৃশ্য

পাঠান শিবির।

মোগল সম্রাজ্ঞী বেগা বেগম।

বেগা। হাতে করে বিষ খেয়েছি, মরতেই হবে। সাধ ক'রে দস্যুর হাতে ধরা দিয়েছি, মান মর্য্যাদা সব যাবে। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ ডেকে আনলুম!

(ই'কন্যার প্রবেশ)

ই'কন্যা। কি ভাবছ বেগমসাহেবা ?

বেগা। ভাবছিলুম একটা অতীতের ইতিহাস। এখন ভাবছি শের খাঁই বা কে, তুমিই বা কে, আমিই বা কে !

ই'কন্যা। এ আর বুঝতে পারলে না মোগল সম্রাজ্ঞী ! শেরখাঁ একজন অত্যাচারী দস্যু—আমি সেই দস্যুকে দুনিয়ার রত্নের ভাণ্ডার দেখিয়ে দিই—আর তুমি—মোগল সম্রাজ্ঞী ! আজ আমাদের লুণ্ঠিত রত্ন, ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে মোগলের হাত হতে তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি।

বেগা। স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করেছি—শেরখাঁর সাধ্য কি !

ই'কন্যা। গর্ব্ব করবার বিষয় বটে ! তা ভালই করেছিলে বেগমসাহেবা ! তা না হ'লে গঙ্গায় ডুবে জাহান্নমের পথ পরিষ্কার করতে হ'ত।

বেগা। কেন ?

ই'কন্যা। শুননি ? তোমার সমস্ত সৈন্য আমরা গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিয়েছি। আগ্রায় ফিরে যেতে কেউ পারেনি ! একজন পুরুষ কেবল অতি কষ্টে একটা ভিস্তির হাতে রক্ষা পেয়েছে—আর সেই পুরুষটা একটা মৃত শিশুকে জাহান্নমের পথ হতে ফিরিয়ে এনেছে। আর সব ডুবেছে—সব ডুবেছে।

বেগা। মৃত শিশু !

ই'কন্যা। আহা ! এক গোছা ফুলের মত ফুট্‌ফুটে ! ভিস্তির মুখে শুনলুম তার নামটা নাকি দুলারী।

বেগা। কি নাম ? কি নাম ? দুলারী ! সত্য বলছ—সত্য বলছ !

ই'কন্যা। আহা ! পুরুষটা তাকে বুকে ক'রে নিয়ে পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে গেল। তোমার সে কি কেউ হয় বেগমসাহেবা ?

বেগা। দুলারী ! দুলারী ! মা আমার ! মা আমার !

(মৃত্তিকায় আছড়াইয়া পড়িলেন)

ওহোহো দুলারী ! দুলারী ! মা ! মা ! আমায় ফেলে কোথা গেলি মা !

ই'কন্যা। হাঃ হাঃ হাঃ! আমার প্রাণের ভেতর কিন্তু কোথা হতে একটা উল্লাস ফুটে উঠল বেগম সাহেবা! হাঃ—হাঃ— হাঃ।

বেগ। মা! মা! কেন তোকে ছেড়ে দিলুম! দুলারী! দুলারী! আমায় ফেলে কোথা গেলি মা!

ই'কন্যা। হাঃ হাঃ হাঃ! দুলারী তোমায় বুঝি মা বলে ডাকত বেগম সাহেবা? হাঃ হাঃ হাঃ!

বেগ। তুমি কি পিশাচী!

ই'কন্যা। হাঃ, হাঃ! ধরেছ ঠিক—পিশাচী ছিলুম না—মানুষে করেছে। যে দিন একটা নূতন জগতের আলো তোমাদের মুখে এসে পড়ল—একটা কীর্ত্তির সূর্য্য আমাদের মাথার উপর দিয়ে রক্তের সমুদ্রে ডুবে গেল—সে দিন তোমাদের বিজয় বাদ্যে একটা ঘুমন্ত সমারোহ নেচে উঠল—পাঠানের জাগ্রত গরিমা হাহাকারে কেঁদে উঠে মূর্চ্ছা গেল—সেই দিন—মোগল সম্রাজ্ঞী! সেই দিন হতে পিশাচী হয়েছি।

বেগ। দুলারী! দুলারী! আর কাঁদব না—তুই ত এ পৃথিবীর ন'স তুই যে আসমানের তারা—আসমানে চলে গেছিস। দে মা! খোদার রাজ্য থেকে মোগলের দেহে শক্তি দে—মোগল প্রতিশোধ নি'ক।

ই'কন্যা। পাঠান সে শক্তি ছাপিয়ে উঠেছে বেগমসাহেবা! কিন্তু সম্রাজ্ঞী! তুমি বড় ভাগ্যবতী—ছিলে আঁধারে, এসেছ আলোকে। মোগল সম্রাজ্ঞী! একবার আমার পায়ে ধর আমি তোমাকে পাঠান সম্রাজ্ঞী করে দেব।

বেগ। দূর হ রাক্ষসী! দূর হ—আমায় কাঁদতে দে।

ই'কন্যা। হাঃ, হাঃ, হাঃ! যথেষ্ট সময় দেব—কেঁদে ফুরুতে পারবে না। বেগমসাহেবা! এখনও বলছি সাবধান হও। এই উত্থান পতনের সূক্ষ্ম ব্যবধানে, এই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সব ভুলে যাও। চিন্তা কর—বেছে নাও—আকাশ না পাতাল—অমৃত না গরল—বেহেস্ত না জাহান্নম!

বেগা। জাহান্নম—জাহান্নম—দূর হ শয়তানি! আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা।

ই'কন্যা। যাব—যাব—তোমাকে একটু একটু করে জাহান্নমের পথে নামিয়ে দিয়ে তবে যাব। মোগল সম্রাজ্ঞী! পায়ে ধরতে লজ্জা হচ্ছে? হাঃ, হাঃ, হাঃ—ভাগ্যচক্র! ভাগ্যচক্র! একদিন আমি ছিলুম উপরে, তুমি নিম্নে—এখন তুমি উপরে আমি নিম্নে। তা হ'তে দেব না—শিখর হতে তোমায় নামিয়েছি—এবার তোমায়—হাঃ, হাঃ, হাঃ—দাঁড়াও—দাঁড়াও—

(প্রস্থানোদ্যোগ—চাঁদ আসিয়া সম্রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিলেন তাহা দেখিয়া ই'কন্যা দাঁড়াইলেন)

চাঁদ। সম্রাজ্ঞী! পিতা দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন—আপনার—

ই'কন্যা। আসতে বল—আসতে বল—বেগমসাহেবা প্রস্তুত।

চাঁদ। অনুমতি করুন—পিতা বন্দিনীদের আপনার হস্তে সমর্পণ করবেন।

ই'কন্যা। মিথ্যা কথা বেগমসাহেবা! শেরখাঁ সে গুলোকে তার সৈন্যদের বিলিয়ে দিয়েছে। এ ছল, চাতুরী।

বেগা। জানি জানি, চলে যা শয়তানির দল, শেরখাঁকে সকলে চেনে—সে শঠ, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক।

ই'কন্যা। এবার তোমার পালা বেগম সাহেবা! এখনও বলছি, একবার আমার পায়ে ধর, আমি তোমাকে পাঠান সম্রাজ্ঞী করে দেবো।

চাঁদ। সম্রাজ্ঞী! স্থির হ'ন। এ সমস্ত মিথ্যা। পিতার আজ্ঞায় আমি আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়েছি।

বেগা। শয়তান কন্যা! তোদের দয়ায় আমি পদাঘাত করি। চলে যা আমার কাছ থেকে।

চাঁদ। স্থির হ'ন সম্রাজ্ঞী! এ সব মিথ্যা।

ই'কন্যা। সম্রাজ্ঞী! তোমার কান্না দেখে আমারও কাঁদতে প্রাণ চাইছে। তোমায় আমি ক্ষমা করলুম। কিন্তু বেগমসাহেবা! স্থির হয়ে শুন—শেরখাঁ তোমায় দেখে উন্মাদ হয়েছে। তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর—যদি না পার—তাহলে উঃ—ভাবতে পারছি না—কি বিষম সেই শাস্তি।

বেগা। শেরখাঁর মাথায় পদাঘাত করি।

চাঁদ। স্থির হ'ন—এ সব মিথ্যা।

ই'কন্যা। মিথ্যা! কে না জানে শেরখাঁ লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী। বেগম সাহেবা! পাঠানের হাতে যখন পড়েছ তখন নিস্তার নাই।

বেগা। খোদা! তোমার শাস্তি কি শুধু দুর্ব্বলের জন্য! শক্তিমান যে, অত্যাচারী যে, তার কাছে তোমার শক্তিও কি নীরব, নিথর—শেরখাঁকে অভিসম্পাত দিতে তুমিও কি ভয় করছ খোদা!

চাঁদ। সম্রাজ্ঞী! আমায় বিশ্বাস করুন।

ই'কন্যা। শেরখাঁর শক্তি খোদার শক্তিকে তুচ্ছ করেছে। বেগম সাহেবা! সাবধান। সহস্র রমণী তোমার মত খোদাকে ডাকতে ডাকতে শেরখাঁর অত্যাচারে ভষ্মীভূত হয়ে গেছে।

(বেগে শেরখাঁর প্রবেশ—সম্রাজ্ঞী ঈষৎ পশ্চাৎ হইয়া দাঁড়াইলেন)

শের। মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা। সম্রাজ্ঞী! মোগল সম্রাট আগ্রায় পৌঁছেচেন। অনুমতি করুন—সসম্মানে আপনাকে সেখানে পাঠিয়ে দিই।

ই'কন্যা। সর্দ্দার! উন্মাদ তুমি—হাতে পেয়ে ছেড়ে দিও না—প্রতিশোধ নাও।

শের। প্রতিশোধ! রমণীর উপর প্রতিশোধ! খোদার বিপক্ষে বিদ্রোহ! চুপ কর মা! শেরখাঁ শঠ, খল, বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু সে যে দিন রমণীর উপর অত্যাচার করতে হাত বাড়াবে, সে দিন যেন তার দেহের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত যেন জমাট হয়ে যায়।

ই'কন্যা। শেরখাঁ! আমি তোমার পুত্রকে উদ্ধার করেছি—আমার আদেশ—প্রতিশোধ নাও।

শের। স্থির হয়ে দাঁড়াও মা! দেহের সমস্ত শোণিত তোমার পায়ে ঢেলে দিই।

ই'কন্যা। আমি ছাড়বনা। মুঠোর মধ্যে পেয়েছি—প্রতিশোধ নেব।

শের। সাবধান ভুজঙ্গিনী! বিষ নিশ্বাস ছেড় না। মোগল সম্রাজ্ঞী! (জানু পাতিয়া) মাতৃহীন আমি—তুমি আমার মা—আমি তোমার সন্তান।

ই'কন্যা। বেশ—থাক শেরখাঁ। (বেগে প্রস্থান)

বেগা। পাঠানবীর! পাঠানবীর! এত উচ্চে তুমি! কে বলে তুমি শঠ, তুমি বিশ্বাসঘাতক! তুমি ত মানুষের মত আমার সুমুখে এসে দাঁড়াওনি! একটা বিরাট তীর্থের মত পুণ্যের জ্যোতিঃ মেখে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছো! রমজানের চাঁদের আলোর মত আমার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছ! পাঠানবীর! আমি যে সব ভুলে যাচ্ছি—আমি যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ না করে থাকতে পারছি না। শেরখাঁ! তোমার জয় হ'ক। মুক্ত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করছি—মোগলের সিংহাসন তোমার হ'ক—মোগলের মুকুট—তোমার শিরে শোভিত হ'ক।

চাঁদ। বাবা! বাবা! এ আবার কি! এ যে তুষারের চেয়ে ধবল—তুহিনের চেয়ে শীতল—বারিধারার চেয়ে নির্ম্মল! বাবা! এ যে আকাশের চেয়ে উদার—বাতাসের চেয়ে কোমল—আসমানের চেয়ে উঁচু!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হুমায়ুনের কক্ষ।

(হুমায়ুন কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন—কামরান কিঞ্চিৎ কুটিল আগ্রহে, হিণ্ডাল নত মস্তকে ও হিণ্ডাল জননী দিলদার বেগম ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছেন)

দিলদার বে। হুমায়ুন! মৃত্যু দণ্ড দাও।

হুমায়ুন। মা! মা!

দিলদার বে। হিণ্ডাল নরহন্তা। হুমায়ুন! বিচার কর, মৃত্যু দণ্ড দাও।

হুমায়ুন। একি মূর্ত্তি তোমার মা!

দিলদার বে। কর্ত্তব্যের দ্বারে স্নেহের এ পাষাণ মূর্ত্তি। হুমায়ুন! হিণ্ডালের অপরাধে তোমার আজ এই দশা—হিণ্ডালের অত্যাচার ব্যাধির মত সাম্রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

কামরান। দাদা! হিণ্ডাল বালক। কুমন্ত্রণার নিজের প্রাণ ট'লে যায়।

দিলদার বে। সাবধান কামরান! পাপের পথ অবলম্বন কোরো না।

হুমায়ুন। কোন্ নির্জ্জীব দেশের পাষাণ কেটে খোদা তোমাকে গড়েছেন মা! মা! মা! তুমি যে হিণ্ডালের জননী! চক্ষে জল কই—বক্ষে বেদনা কই মা?

দিলদার বে। হুমায়ুন! কে বড়? পুত্র না ধর্ম্ম? পুত্র বাৎসল্য না কর্ত্তব্যের আহ্বান? স্বার্থের সেবা না সহস্রের আশীর্ব্বাদ? পাপ না পুণ্য? হুমায়ুন! চক্ষে জল দেখতে পাচ্ছ না—হয়ত তপ্ত অশ্রুপাতে চক্ষু গ'লে যাবে। বেদনা খুঁজছ? হয়ত বক্ষ ফেটে যাবে। তথাপি হুমায়ুন! খোদার পরীক্ষা—সাবধান।

হুমায়ুন। খোদার পরীক্ষা! মা! মা! তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—আমি শাস্তি দেব। তবু একটু অবসর দাও মা! আমি একবার চিন্তা করব, একটু—

হিণ্ডাল। খোদা! এমন ভাই আমাকে দিয়েছ! দাদা! নরহন্তা আমি—তোমার মত ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছি—আমার মৃত্যু দণ্ড দাও—আমি হাসতে হাসতে প্রাণ দেব। মার কথা শুন ভাই! মৃত্যু দণ্ড দাও।

(ক্রন্দন)

হুমায়ুন। হিণ্ডাল! ভাই! ভাই! (আলিঙ্গন করিয়া) দুনিয়ার পায়ে ধরে তোমার প্রাণ ভিক্ষা করে নেব। মা! মা! অসম্ভব। হিণ্ডাল যে আমার ভাই—আমার যত্নে গড়া স্নেহ। আমার দেহের শক্তি, সাম্রাজ্যের ভিত্তি, মুকুটের জ্যোতিঃ। মা! মা! এরা যে আমার ভাই—আমার অতীতের স্মৃতি, জীবনের প্রীতি—আমার শৈশবের সাথী, আমার আশা, আমার ভরসা। (উর্দ্ধে চাহিয়া) সেখজী! মহাপুরুষ! স্বর্গ হতে ক্ষমা কর। খোদা! তোমার কার্য্য তুমি কর—অক্ষম আমি—আমায় শাস্তি দাও। আর মা! তোমাকে কি বলব মা! তুমিও ক্ষমা কর। একবার কাঁদ মা! আমার দুলারী নাই—কিন্তু আমার ভায়েরা আছে। আমার কামরান, আমার হিণ্ডাল, আমার আস্করী আমার দুর্ভাগ্যের চতুর্দ্দিকে ভাবী সৌভাগ্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। আয় হিণ্ডাল! আয় কামরান! শত্রুকে দেখাই—আজ আর আমি একা নই—

(হিণ্ডালকে লইয়া প্রস্থান)

দিলদার বে। (কাঁদিয়া ফেলিলেন) হুমায়ুন! হুমায়ুন! শাস্তি দিলে না! তুমি যে প্রজার রক্ষক। মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত—না—খোদা! হুমায়ুন আজ স্নেহের দ্বারে কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে দিলে—তুমি ক্ষমা কর।

(চক্ষে বস্ত্রপ্রদান পরে)

কামরান! কই কাঁদছ না? কাঁদ, কাঁদ—আর মনে মনে ঈশ্বরকে জানাও, জন্মে জন্মে যেন এমন ভাই পাও।

(প্রস্থান)

কামরান। তাইত কি হ'ল।

(আবদারের প্রবেশ)

আবদার। আজ্ঞে বোড়ের কিস্তি মাৎ—

কামরান। আবদার! আমি যে এক রকম পায়ে ধ'রে তাকে ডেকে আনলুম ফাঁসিয়ে দেবার জন্যে—তা না হ'লে যে জায়গায় সে পালিয়েছিলো, সেখান থেকে খুঁজে এনে, হুমায়ুন কখনও শাস্তি দিতে যেত না। তাইত আবদার! শেষ কিনা কেঁদে জিতলে!

আবদার। আজ্ঞে জনাব! সংসারে কেঁদে জেতাটা ঠিক বোড়ের চাল্। একবার কেঁদে ফেল্‌লে আর পেছু ফেরবার যোটী নাই। গেল গেল—থাকল থাকল। একবার কাণ ঘেঁসিয়ে যদি ফেলতে পারলেন তাহলে আর দেখে কে, আপনার ষড়যন্ত্রও ঘুরে গেল, অশ্বচক্রও ফেঁসে গেল—বিনা খরচায় রাজ্য কায়দা।

কামরান। আচ্ছা—ফিরে পাটে দেখা যাবে।

(প্রস্থান)

আবদার। ঘাবড়াবেন না—একধার থেকে সব তাড়াবে তবে আবদার আগ্রা ছাড়বে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রমণীয় উদ্যান।

(দুলারীর সমাধি বেষ্টন করিয়া দুলারীর মাতা কাঁদিতেছেন)

বেগা বে। এত ডাকলুম, একটীবারও সাড়া ত দিলিনা মা!" এত কাঁদলুম, একবার চোখ মেলেও তাকালি না! দুলারী! মা আমার! এত ঘুম কেন মা? আমার ঘুমের বুকে স্বপ্নের রাণী—শূন্যে গড়া আকাশ-কুসুম আমার! ঘুম ভেঙ্গে আর যে তোকে দেখতে পেলুম না মা! দুঃখের দুয়ারে করুণ সান্ত্বনা—ক্ষত হৃদয়ের উন্মুখ কামনা মা আমার! আঁধার ভেঙ্গে উঠে আঁধারে মিলিয়ে গেলি! শুষ্ক কণ্ঠে নির্ম্মল বারি—হাসিভরা ফুলের ঝারি মা আমার! আমি যে তোর চোখে বিশ্বের শোভা দেখতে শিখেছিলুম! তোর কণ্ঠে যে প্রকৃতির বীণা বেজে উঠেছিলো মা! আহা! দুলারী! দুলারী! সম্রাটনন্দিনী! কে তোমার এ দশা করলে মা! রাক্ষসে? শেরখাঁ? শয়তান! না, না—দেখেছি ত সেই মূর্ত্তি—সেই অরুণ কিরণ দীপ্তি! সৌভাগ্যের আসন সেই প্রশস্ত ললাট! পুণ্যের মত স্ফীত সেই বক্ষ! শুনেছি ত সেই স্বর! গম্ভীর কণ্ঠে সেই মা মা ধ্বনি! সে যে অনেক উচ্চে! সে যে অমল পুণ্যের শুভ্র স্মৃতি! যশের মন্দিরে বিরাট কীর্ত্তি! খোদা! না—তুমিই দিয়েছিলে—তুমিই নিয়েছ—বেশ করেছ। দুলারী! মা আমার! তুই ঘুম, মা! আমি তোকে ঘুম পাড়াই—তুই আশ মিটিয়ে ঘুম, মা!

(বাতাস করিতে লাগিলেন)

ঘুমুলি—ঘুমুলি—ঘুম,—ঘুম, আমি একরাশ ফুল তুলে এনে তোর বিছানায় ছড়িয়ে দিই—তুই ফুলের বিছানায় শুয়ে ফুলের বাসের উপর ঘুমিয়ে থাক্।

(প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে হুমায়ুন দুই হস্তে কামরান ও হিণ্ডালকে ধরিয়া প্রবেশ করিলেন)

হুমায়ুন। ভাই! ভাই! চেয়ে দেখ—ঐ আমার দুলারীর সুখ শয্যা! তোদের দুলারীর ফুলের বাসর! একখানি আনন্দ প্রতিমার পুণ্য সমাধি! একটী ক্ষুদ্র আত্মার শান্তি নিকেতন! দুটী ছোট চক্ষুর চির নিমীলন! (নিকটস্থ হইলেন) কামরান! হিণ্ডাল! ভাই! ভাই! এই আমার স্মৃতির ছবি, মর্ম্মের গান—আমার সাধের কবি, ভগ্ন প্রাণ।

হিণ্ডাল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) উঃ—এযে বড় আঘাত, বড় জ্বালা!

কামরান। (চক্ষে বস্ত্র দিয়া) দাদা! দাদা! আমরাই দুলারীকে হত্যা করেছি।

হুমায়ুন। কাঁদিস না কামরান! কাঁদিস না ভাই! সম্মুখে তোদের তীর্থ রেণু, পুণ্য সলিল—এযে মুক্তি মাগান—বড় অনাবিল! কাঁদিস না ভাই! এযে জন্ম মৃত্যুর পুতঃ আলিঙ্গন—এযে সুখের দুঃখের অবাধ মিলন। এযে আমার বড় দুঃখের বড় সুখের স্থান ভাই! এখানে দাঁড়িয়ে আমি তোদের খুঁজে পেয়েছি। একের সাড়া পাইনি বটে—কিন্তু তোদের সাড়া পেয়েছি।

(হিণ্ডাল ক্রন্দন করিতে লাগিল)

কামরান। দাদা! এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবোই নেব।

হুমায়ুন। আজ আর আমি একা নই—ভাই ভাই আজ একঠাঁই—আজ আমি শক্তিমান। কালনিশার প্রভাত হয়েছে—নূতন আলোক মুখে লেগেছে—আজ আমি ভাগ্যবান। আয় ভাই! শপথ করি—এই পবিত্র সমাধি স্পর্শ ক'রে একবার উচ্চ কণ্ঠে বলি "প্রতিশোধ নেব—শের খাঁর মুণ্ড কেটে এনে পুণ্য স্মৃতির পূজা করব"।

(পুষ্প লইয়া বেগাবেগমের প্রবেশ)

বেগা। না, না, ছুঁওনা—ছুঁওনা। কে? সম্রাট! ওঃ, তাই এত জ্বালা, এত অনুতাপ! সম্রাট! এযে হিংসা ক্ষমার মিলন মন্দির—কোরাণের ভাষা দিয়ে যে এর মাটী গড়া—এযে বড়ই কোমল বড়ই অমল। সম্রাট! এই পবিত্র সমাধি স্পর্শ ক'রে এ কলুষ শপথ কেন? আমার দুলালীর যে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। না, তাহবে না—প্রাণে যদি বড় জ্বালা হয়ে থাকে সম্রাট! তবে শপথ করুন—স্পর্শ করবেন না—এই সমাধিতলে দাঁড়িয়ে শপথ করুন—শের খাঁকে বন্দী ক'রে এনে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করবেন—বেশ ভূষায় সজ্জিত করে সসম্মানে মুক্তি দেবেন—তাহলে বড় চমৎকার হবে! এ দৃশ্য বুঝি কেউ দেখেনি! এর মর্ম্ম বুঝি কেউ জানে না! এমন শিক্ষা বুঝি কেউ পায়নি! সেই বুঝি স্বর্গের শোভা, চক্ষের সামনে ভেসে উঠল! সেই বুঝি আসমানের রাগিণী, মর্ম্মে মর্ম্মে বেজে উঠল! সেই বুঝি সেই শিক্ষা, কোরাণের দীক্ষা হেরে গেল! এই নিন সম্রাট! ফুল নিন—নাও তোমরাও নাও। (সকলের গ্রহণ) মা! মা! ঘুমো মা ঘুমো। (ছড়াইয়া দিলেন)

(সকলে সমাধির উপর ছড়াইয়া দিলেন—হিণ্ডাল ও হুমায়ুনের চক্ষে জল দেখিয়া)

চোখে জল কেন! সম্রাট! সম্রাট! সাবধান—এ পবিত্র তীর্থে চোখের জল পড়ে না যেন। যান, চলে যান—পেছু ফিরে তাকাবেন না।

হুমায়ুন। সম্রাজ্ঞী! সম্রাজ্ঞী! উঃ, আয় ভাই! চলে আয় সব, আর না।

বেগা। ঘুমো মা ঘুমো, আমি আবার ফুল আনি।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রোটাস দুর্গ

(কারাগারে শের খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ)

(অন্তরালে চাঁদ বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া আছে)

মুবারিজ। (ঈষৎ নত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—ধীরে ধীরে সোজা হইয়া) ওঃ গেল—সমস্ত এক হয়ে গেল—দুদিন পরে বুঝি মাথাটাও মাটিতে ঠেকে যাবে। তাহলে কি হবে! মৃত্যু যে তার চেয়ে ভাল—কিন্তু মৃত্যুত হবে না। চাঁদ যে আমায় রাজার ভোগে রেখেছে—সে যে বন্দীর আহারের আবরণে বাদসার খানা পাঠিয়ে দেয়—সে যে আমার ভালবাসে! সে আমায় মানুষ করতে চেয়েছিলো! ধিক্ মুবারিজ! জ্যেষ্ঠতাতের উপদেশ মনে পড়েছে? কাঁদ, কাঁদ—মৃত্যু কামনা কর পশু! না—আমি মরব—লৌহ কপাটে আছড়ে পড়ে মরব—তাতেও যদি না মরতে পারি—অনাহারে মরব—রমণীর অনুগ্রহ আমি চাই না। আমি মরব, এখনি মরব।

(লৌহ কপাটে আছড়াইতে উদ্যোগ)

(বেগে চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। মুবারিজ! মুবারিজ!

মুবারিজ। কে? কে? চাঁদ! তফাৎ যাও, তফাৎ যাও—আমি মরব।

চাঁদ। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিতে এসেছি।

মুবারিজ। চাই না—রমণীর অনুগ্রহ চাই না। আমি মরব।

চাঁদ। মৃত্যু ত তোমার হাতে নয় মুবারিজ! তার অমিততেজ মানুষকে যখন দগ্ধ করতে চায়—সাধ্য কি মানুষের সে প্রকোপ সহ্য করে। আবার সে

যখন উদাসীন থাকে—তখন সাধ্য কি মুবারিজ! লৌহ কবাট হয়ত ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

মুবারিজ। তা যদি যায়—আমি তাহলে একবার আলোয় গিয়ে দাঁড়াব—চীৎকার ক'রে সকলকে ডেকে বলব—মুবারিজের দেহে এখনও শক্তি আছে... তবে তার প্রাণে বড় জ্বালা—সে মরবে—তোমরা দেখ।

চাঁদ। আবার ঐ কথা মুবারিজ! প্রাণে এত অনুতাপ জেগেছে!

মুবারিজ। এতটা বুঝি হত না! প্রাণ বুঝি এত কাঁদত না! তুমিই কাঁদতে শিখিয়েছ। চাঁদ! কারাগারের অন্ধকারে তোমার করুণা, তোমার আদর, তোমার যত্ন যখন দেখতে পাই তখন না কেঁদে থাকতে পারি না। চাঁদ! বহুদূর পেছিয়ে পড়েছি—বহুদূর নেমে গেছি—মানুষের শক্তির বাহিরে গিয়ে পড়েছি—উপায় নাই আমি মরব। চাঁদ! চাঁদ! নিশ্চিন্ত হয়ে মরব—লম্পট মুবারিজের জন্য কেউ কাঁদবে না।

চাঁদ। কাঁদবে বইকি মুবারিজ! কেউ না কাঁদুক—একজন কাঁদবে।

মুবারিজ। সে বুঝি তুমি! চাঁদ! চাঁদ! শের খাঁর কন্যা তুমি! সাবধান—পশুর সঙ্গে সংস্রব রেখ না—মান মর্য্যাদা সব যাবে। কিন্তু চাঁদ! যদি ফিরতে পারতুম—তাহলে—না—গেছে যা'ক— আর না—আমি মরব।

চাঁদ। কিছু যায়নি মুবারিজ! পুরুষ তুমি—দেহে শক্তি আছে—বক্ষের সাহস ফিরে এসেছে—চক্ষের দীপ্তি ফুটে উঠেছে—আর ভয় কি মুবারিজ! পুরুষ তুমি—ঘুমিয়ে ছিলে, উঠে বসেছ—বিবেক বুদ্ধি সব জেগেছে—আর কাকে ভয় মুবারিজ!

মুবারিজ। চাঁদ! চাঁদ! সত্য বলছ? ফিরতে কি পারব?—

চাঁদ। মুবারিজ! শুধু ভুলে যাও—যা চলে গেছে। শুধু ঝেড়ে ফেল—জীর্ণ বস্ত্রের মত তোমার দেহের আলস্য, শুধু মুছে ফেল চক্ষের জল, শুধু কান পেতে শুন কর্ত্তব্যের ডাক্। মুবারিজ! যাও—পুরুষ তুমি কাকে ভয়!

মুবারিজ। কোথায় যাব! আমি যে কারাগারে।

চাঁদ। তুমি মুক্ত—যাও মুবারিজ! জ্যেষ্ঠতাতের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাওগে। দয়ালু পিতা আমার—তোমাকে ক্ষমা না ক'রে থাকতে পারবেন না।

মুবারিজ। আর তুমি চাঁদ! আমার জন্য এই কারাগারে প'চে মরবে!

চাঁদ। ক্ষতি কি! আমি নারী—তুমি পুরুষ—তুমি বেঁচে থাকলে দেশের অনেক কাজ হবে।

মুবারিজ। চাঁদ! চাঁদ! এত ভালবাস তুমি আমাকে! (হস্ত ধারণ)

চাঁদ। বাসি—বুঝি এত ভাল কেউ বাসে না—মুবারিজ!

মুবারিজ। আর আমি—চাঁদ! আর আমি—তোমার মাথার উপর একটা অত্যাচারের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স'রে দাঁড়াব! না—তাই যাব—তা না গেলে আমার পশুবৃত্তি পরিস্ফুট হবে না ত! তাই যাব—চাঁদ! তুমি প'চে মর—আর আমি—আমিও আর ফিরব না চাঁদ! আমি একবার মোগলকে দেখাব মুবারিজ যুদ্ধ করতে পারে কিনা। তারপর যদি শত্রুর হাতে মরতে পারি—ভবেত বেহেস্ত গেলুম—না পারি—নিজের বুকে নিজে ছুরি মারব। চাঁদ! আমি মরব আর ফিরব না। তাই যাবার আগে চাঁদ! এস একটীবার (আলিঙ্গন ও চুম্বন) চাঁদ! চাঁদ! ভালবেসেছ, ভুলে যেও—এ স্মৃতি মুছে ফেল—এ ছবি ছিঁড়ে ফেল।

চাঁদ। মুবারিজ! মুবারিজ! আবার, আবার, যদি অবসর আর না আসে—

মুবারিজ। চাঁদ! চাঁদ! আর আসবে না—আর আসবে না—

(চুম্বন করিতে উদ্যত ও শের খাঁর প্রবেশ)

শের। সাবধান মুবারিজ! (চাঁদ ও মুবারিজ পরস্পর সরিয়া দাঁড়াইল) চাঁদ! জান আমি তোমার দুর্দ্দান্ত পিতা! (উভয়েই নিরুত্তর) জান এ মুক্তিদানের পরিণাম কি?

চাঁদ। জানি বাবা! এই কারাগারে আমাকে প'চে মরতে হবে।

শের। পারবে ? বেশ করে চিন্তা ক'রে বল, পারবে ?

চাঁদ। দুর্দ্দান্ত পিতার দুর্দ্দান্ত কন্যা আমি—কেন পারব না বাবা ?

শের। মুবারিজ ! নারীর অনুকম্পায় মুক্তি চাও ?

মুবারিজ। বড় যন্ত্রণা—উঃ, মানুষে বুঝি সহ্য করতে পারে না !

শের। তাই বুঝি অবোধ রমণীর স্কন্ধে সে যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে চোরের মত স'রে যাচ্ছ ?

চাঁদ। না, বাবা ! স্বেচ্ছায় এ বোঝা আমি মাথায় নিয়েছি।

মুবারিজ। না, না—আমি জোর ক'রে—না—মিথ্যা ব'লে,ভুলিয়ে রেখে, চোরের মত পালাচ্ছি। কিন্তু আমি আর সে মুবারিজ নই। প্রাণের ভেতর থেকে কে যেন বলছে মুবারিজ মানুষ হয়েছে—চাঁদের ডাকে তার বিবেক বুদ্ধি সব জেগেছে।

শের। মুবারিজ ! কঠোরতর যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত হও।

মুবারিজ। উঃ, উঃ, ম'রে যাব—এর চেয়ে যন্ত্রণা বুঝি পশুতেও সহ্য করতে পারে না—পশুর ন্যায় ছট্‌ ফট্‌ ক'রে ম'রে যাব। আমায় মুক্তি দিন। আমি মৃত্যুর ভয়ে মুক্তি চাইছি না—আমি মরব—মানুষের মত মরব—দেশের জন্য, জাতের জন্য মানুষ যেমন মাটির উপর শুয়ে তলোয়ারের উপর মাথা রেখে মরে—সেই রকম মরব—আমায় মুক্তি—(জানু পাতিয়া বসিল)

শের। অসম্ভব মুবারিজ ! তোমার পাপে নিরীহ অবলার কারাদণ্ড হ'ল।

মুবারিজ। আমার পাপে ! তাহলে—না—সহ্য করব, কঠোরতর যন্ত্রণা সহ্য করব। চাঁদকে মুক্তি দিন। সে যে আমার দেহে শক্তি এনে দিয়েছে—হৃদয়ে ভক্তি এনে দিয়েছে, আমার মুক্তির পথে আলো ধ'রেছে।

চাঁদ। বাবা ! বাবা ! চাঁদ সাধ ক'রে এ কারাদণ্ড বেছে নিয়েছে। সে শের খাঁর মেয়ে, যন্ত্রণাকে ভয় করে না। কিন্তু বাবা ! তার মুঞ্জরিত বাসনা, তার মুকুলিত সাধনা নষ্ট ক'রে দিও না। সে যে একটা লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার

করেছে—একটা সুপ্ত প্রাণকে অনেক ডাকে জাগিয়েছে। বাবা! সে যে একটা গলিত বিবেকের শুশ্রূষা ক'রে তাকে বিচারের পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে! বাবা! তার এ কীর্ত্তিটুকু জগতকে জানতে দাও, নষ্ট ক'রে দিও না। বাবা! বাবা! মুবারিজকে মুক্তি দাও—চাঁদ সাধ ক'রে কারাগার বেছে নিয়েছে।

শের। না, তা হবে না। আমি বিচার ক'রে শাস্তি দেব। কাউকে মুক্তি দেব না। এক কারাগারে দুজনকে আবদ্ধ করব—এক দণ্ডে দুজনকে দণ্ডিত করব। চাঁদ! চাঁদ! এই নাও মা! (মুবারিজের হস্ত ধরিয়া) যে আঁধারের বুকে তুমি আলোর সমারোহ তুলে দিয়েছো—যে পাথরের বুকে তুমি দেবতার মূর্ত্তি এঁকেছো—যে দেহে তুমি নূতন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছো—এই নাও মা! (চাঁদের হস্ত ধরিয়া) সে দেহ আজ হতে তোমার। মা! মা। সত্যই একটা কীর্ত্তির ছবি! একটা গরিমার কোলাহল! মুবারিজ! মুবারিজ! ভ্রাতুষ্পুত্র আমার! নিষ্ঠুর নই আমি—কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্নেহের এই অত্যাচার—অভিমান ক'রনা বাপ! আমার বুক ফেটে যেত—যখন বড় অসহ্য হ'ত—তখন ছুটে আসতুম। চাঁদের সান্ত্বনায় তোমার মূর্ত্তি দেখে, দুঃখে, আনন্দে আমার প্রাণ ভ'রে উঠত। আমি আশার আলো বুকে ক'রে নিঃশব্দে চলে যেতুম। আজ পূর্ণ আমার কামনা—সফল চাঁদের সাধনা। মুবারিজ! মুবারিজ! বিস্মিত হ'ও না। যে আলোয় আজ পথ দেখতে পেয়েছো সে আলো থেকে চক্ষু সরিয়ো না। চাঁদ! চাঁদ! আজ হ'তে তুমি মুবারিজের মুবারিজ তোমার।

(প্রস্থান)

মুবারিজ। (কিছুক্ষণ পরে) চাঁদ! চাঁদ! এযে স্বপ্নে গড়া বিস্ময়! চাঁদ! চাঁদ! (আলিঙ্গন)

চাঁদ। মুবারিজ! মুবারিজ!

চতুর্থ দৃশ্য।

আগ্রা দরবার গৃহ।

(হুমায়ুন সিংহাসনে, কামরান, হিণ্ডাল, বাইরাম, মন্ত্রী প্রভৃতি সভাসদ্)

হুমায়ুন। বাইরাম! আমার একদিক তুফানের মুখে চুরমার্ হ'য়ে গিয়েছে কিন্তু অন্য দিক দিয়ে একটা সোণার রাজ্য ভেসে উঠেছে। দরবারের এমন শোভা কখনও দেখেছ বাইরাম! তবু আমার আস্করী আজ দূর দেশে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (অভিবাদনান্তে) জনাব! দ্বারে একটা ভিস্তি দরবারে আসবার জন্য উৎপাৎ করছে। হাতে একটা আংটী ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বলছে।

হুমায়ুন। মূর্খ! সে আংটী চিনতে পারিসনি? যা এখনি তাকে সসম্মানে নিয়ে আয়।

(প্রহরীর প্রস্থান)

বাইরাম! আমার জীবন মরণের সন্ধিস্থলে এই ভিস্তি পরমায়ুর মত এসে দাঁড়িয়েছিলো—বুঝি খোদা পাঠিয়েছিলেন!

(প্রহরীর সহিত ভিস্তির প্রবেশ)

নিজাম! নিজাম! আমার প্রাণ দাতা বন্ধু এসেছ! (আলিঙ্গন)

(বাইরাম, হিণ্ডাল প্রভৃতি আনন্দে, বিস্ময়ে পূর্ণ হইলেন কিন্তু কামরান বিরক্ত হইলেন—নিজাম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল)

হুমায়ুন। বল কি চাই? তোমার প্রাণ যা চায়—মণি মুক্তা, পান্না, জহর, না—তা কেন—তোমার যা ইচ্ছা বল, প্রাণ খুলে বল—ভয় ক'রনা, সঙ্কুচিত হ'ওনা—নিজাম! তুমি আমার প্রাণ দিয়েছো—তোমায় আমি যা যাইবে তা দিতে পারব না! নিশ্চয় পারব।

নিজাম। তাইত কি নিই—মণি মুক্তা—কত নেব—না এমন কিছু নিই যা নিলে—ধন দৌলতও আসবে—বাদসাই স্ফূর্ত্তিও হবে।

হুমায়ুন। ভাবছ? ভাব—বেশ করে ভেবে বল—ভয় ক'রনা, সঙ্কুচিত হ'ওনা।

নিজাম। জনাব! আমাকে একবার বাদশাই দিন।

(কামরান উত্তেজিত হইলেন)

হুমায়ুন। বাদশাই! কেন—মণি, মুক্তা, পান্না, জহর—যত ইচ্ছা চাও না নিজাম!

নিজাম। জনাব! ভিক্ষা করতে এসেছি বটে—কিন্তু—

হুমায়ুন। না, না, অপরাধ হয়েছে আমার—নিজাম! বন্ধু! অভিমান ক'রনা। আমি শুধু ভাবছিলুম—মোগলের সিংহাসন আর—না—আমায় ক্ষমা কর। নিজাম! তোমায় আমি অর্দ্ধ দিনের জন্য সিংহাসন ছেড়ে দিলুম—আজকার রাজকার্য্যের ভার তোমার উপর। এস—(বসাইয়া দিলেন) মন্ত্রী! রাজার আজ্ঞা পালন কর। (হুমায়ুনের প্রস্থান)

কামরান। মূর্খ—মূর্খ—তুমি মোগল সম্রাট!

(বেগে কামরানের প্রস্থান)

বাইরাম। সব যদি যায়—এটুকু কীর্ত্তি বুঝি কখনও যাবে না!

(বাইরামের প্রস্থান)

হিণ্ডাল। এত উচ্চে! এযে ধারণার অতীত! ধন্য সম্রাট! ধন্য ভাই!

(প্রস্থান)

নিজাম। এইবার একটু স্ফূর্ত্তির যোগাড় দেখ মন্ত্রী! গোল গোল, টুক টুকে, এক ঝাঁক মেয়ে মানুষ—গালে টোকা মারলে রক্ত ফেটে পড়বে। আহাহা! হুকুম কর, হুকুম কর, এতগুলো লোক এসেছে—এরাও একটু আরাম পাবে।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা জাহাপনা! (প্রস্থানোদ্যত)

দরবারস্থিত ব্যক্তিগণ। হায়! হায়! আমাদের দশায় কি হবে!

মন্ত্রী। ব্যস্ত হ'ও না সব, সবুর কর। (প্রস্থান)

নিজাম। (চারিদিকে তাকাইয়া) বা, বা, বা—দিনের বেলায় চাঁদের আলো! ঝুড়ি ঝুড়ি নক্ষত্র যেন কে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে! বাহবা কি—বাহবা! দেওয়াল গুলো অবধি হাঁসছে! বাবা, একেই বলে বাদশাই! ভাবনা নেই—চিন্তা নেই—সোণার বিছানায় শুয়ে—মণি মুক্তার বালিস মাথার দিয়ে, পান্না জহরের হাওয়া খেতে খেতে—কেবল মেয়ে মানুষের গান শোনা।

(গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীদল আসিল

(গীত)

আমরা প্রেমের ভিখারিণী।
বিয়োগে, মিলনে, কুটীরে, ভবনে তোমাদের অনুগামিনী।
(তোমরা) প্রখর রবির প্রখর কিরণ পারা
(মোরা) বরিষার মেঘ ঢালিগো অমিয় ধারা,
(তোমরা) আঁধারে ভ্রমিছ হয়ে দিশেহারা
(মোরা) আলো ধরে ডাকি "এস পথহারা"
কত সাধিয়ে, কত কাঁদিয়ে, শেষে ভুলায়ে সবারে পথে আনি।
(মোরা) বিনামূল্যে করি যা কিছু দান,
(তোমরা) প্রতিদানে শুধু শিখায়েছ অভিমান,
ভালবাসাবাসি প্রাণে মেশামিশি,
দুটো মিষ্টি কথার কাঙ্গালিনী।

ও হো হো! কোতল কর, কোতল কর, ধর ধর, তোমরা আমায় ধর।

নর্ত্তকী। বকসিস্ জনাব!

নিজাম। আহাহা! তা আর বলতে! মণি, মুক্তা, পান্না, জহর দিয়ে বড় বড় গাড়ী বোঝাই করব আর এক একখানার উপর এক একজনকে বসিয়ে নিয়ে যাব।

নর্ত্তকী। তবে আমরা চললুম জনাব! (সকলের প্রস্থান)

নিজাম। আহাহা! গেলে গা? গেলে? তা যাও—শুধু রূপে ত পেট ভরবে না—কিছু দানা যোগাড় ক'রে নিই তারপর তোমাদের সঙ্গে চিঁহিঁ করব। মন্ত্রী! মন্ত্রী! (মন্ত্রীর প্রবেশ)
মন্ত্রী! আমি খয়রাত করব—গরীব দুঃখীকে আমি বিলুব। দুথলে মণি, চার থলে মুক্ত, ছথলে পান্না, আট থলে জহর আর দশ থলে সোণার টাকা আমাকে এনে দাও। আমি নিজের জন্ত কিছু চাই না।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা জাহাপনা! (যাইতে উদ্যত)

নিজাম। আর একটা কথা—আমার ষাঁড়টা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তার পিঠে একটা মসক চাপান আছে, সেইটা থেকে সোণার টাকার মাপে গোল গোল ক'রে কেটে নিয়ে এস। আমি সেগুলো সোণার দামে চালাতে চাই। (মন্ত্রীর প্রস্থান)
(স্বগতঃ) চাইলুম ত অনেক—এত আছে ত—দেখাই যা'ক। এ সব আমার চাই বললেও পারতুম—সেটা ভাল দেখায় না। বেড়ে ফন্দি খাটান গেছে বাবা—এ ধারেও সময় হ'য়ে এল—এইবার তলপি তালপি বেঁধে একেবারে লম্বা। কিন্তু বাবা—ছুঁড়ীকটাকে না বাগিয়ে যাচ্ছি না—যা চাওয়া গেছে তা যদি পাওয়া যায়—তা হলে ছুঁড়ীগুলোর নাতনীর নাতনীদের পর্য্যন্ত বসিয়ে খাওয়ান যাবে। যা'ক— (দরবারস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি)
ওহে তোমরা আর ব'সে কেন? আর নাচ গান হবে না আজ—স'রে পড় সব—দেখতে এসেছ মিনিপয়সার তামাসা—পেট ভরিয়ে যেতে চাও যে। স'রে পড়—স'রে পড়।

১ম ব্যক্তি। তামাসা দেখতে আসিনি সম্রাট! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

২য় ব্যক্তি। প্রাণের দায়ে এসেছি জাহাপনা!

৩য় ব্যক্তি। আমরা ধনে প্রাণে মরতে বসেছি জনাব! তামাসা দেখতে আসিনি।

বহু ব্যক্তি। বিচার করুন জনাব! বিচার করুন—আমাদের রক্ষা করুন।

(মন্ত্রী ও দু তিন জন অর্থের থলি লইয়া প্রবেশ করিল)

নিজাম। মন্ত্রী! মন্ত্রী! এনেছ? বেশ করেছ কিন্তু এই লোক গুলো বড় চীৎকার করেছে—এদের বিদেয় ক'রে দাও।

বহু ব্যক্তি। বিচার করুন জনাব! আমাদের দুর্দ্দশার কথা শুনুন।

মন্ত্রী। জাহাপনা! এরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজা, দরবারে প্রাণের বেদনা জানাতে এসেছে।

নিজাম। বাদশার কাছে!

মন্ত্রী। তবে কার কাছে আসবে জনাব! প্রজার কর্ম্মসূত্র যে রাজারই করধৃত।

নিজাম। আচ্ছা কি শুনি—বোধ হয় মেয়ে মানুষ নিয়ে ঝগড়া হয়েছে।

১ম ব্যক্তি। বন্যায় দেশ ভেসে গিয়েছে সম্রাট! ক্ষেত্রে শস্য নাই—বৃক্ষে ফল নাই—বাসস্থানের চিহ্ন নাই। কারো পুত্র ভেসে গিয়েছে, কারো কন্যা ভেসে গিয়েছে—কারো সর্ব্বস্ব গিয়েছে। কেবল বেঁচে আছে আমার মত শত শত হতভাগা। আহার নাই—মাথা রাখবার স্থান নাই—আমাদের রক্ষা করুন।

২য়। দুর্ভিক্ষে দেশে হাহাকার উঠেছে—মানুষে মাটী খাচ্ছে জনাব! মা ক্ষুধার্ত্ত ছেলে বেচে খাচ্ছে—মরা ছেলের মাংস কাঁচা ছিঁড়ে খাচ্ছে। মহা-

মারীতে দেশ উজড় ক'রে দিচ্ছে—দিনে হাজার লোক মরছে—মানুষের নীচে মানুষের গোর হচ্ছে—শেয়াল কুকুরে হিঁদুর দেহের সৎকার করছে।

৩য়। দেশে দিনের বেলায় ডাকাতি হচ্ছে জনাব! তারা গ্রামের এক দিকে আগুন জেলে দিয়ে আর এক দিকে ডাকাতি করছে। আগে গৃহস্থদের হত্যা করছে—তার পর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে চলে যাচ্ছে।

৪র্থ। বুঝি এর চেয়েও বেদনার কথা—এর চেয়েও জ্বালার কথা সম্রাট! স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা—দেশের রক্ষক যারা—দস্যুর বেশে রাত্রিতে গৃহস্থের বাটীতে পদার্পণ করছে—পিতা পুত্রের সম্মুখে স্ত্রী কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার করছে—তাদের হাত পা, মুখ বেঁধে ফেলে রেখে, রমণীদের বন্দিনী ক'রে নিয়ে চলে যাচ্ছে। জনাব! জনাব! বন্যায় মানুষকে ডুবিয়ে মারে—দুর্ভিক্ষ মানুষকে একটু একটু ক'রে মেরে ফেলে—চোর ডাকাতে মানুষকে কেটে ফেলে—কিন্তু এমন জ্বালা বুঝি কিছুতেই হয় না। খোদা! খোদা! দেশের বাদশা থাকতে আমাদের এই দশা!

(বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। জনাব! শেরখাঁ মোগল রাজ্য আক্রমণ করে দেশ ধ্বংশ করছে—আদেশ করুন—

নিজাম। শেরখাঁ! সে কে? না, না, এ সব আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—আমাকে জব্দ করবার জন্য এ সব মতলব। বাদশার কাজ এ সব নয়—এই সব ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে মানুষের গান শুনতেই ত দিন রাত ফুরিয়ে যাবে—সময় পাবে কোথায়?

বাইরাম। এ সব বাদশার কাজ নয়! তবে কার? লক্ষ লক্ষ প্রাণের শুভাশুভ যাঁর আজ্ঞাধীন এ কাজ তাঁর নয়! না—এ কাজ সেই মহাপুরুষের। বড় গুরুভার। বাদশার দায়িত্ব—ওঃ, মানুষের যদি সে শক্তি থাকত—মানুষ যদি মানুষকে বুঝাতে পারত—তাহলে বোধ হয় লক্ষ প্রাণীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা

হ'য়ে মানুষ সিংহাসনে বসতে সাহস করত না। বাদশা—পিচ্ছিল পথের উপর দিয়ে প্রজার কর্ম্মফল বহন ক'রে নিয়ে যান—তার বিবেকের রক্তে রাজ্যের শ্রী—বিচারের অস্থিতে সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা। প্রজার এক এক বিন্দু অশ্রু তীব্র অভিসম্পাতের মত বাদশার মাথায় ভেঙ্গে পড়ে—একটু ক্ষীণ বেদনা, পাষাণ ভারের মত বাদশার বক্ষ চেপে ধরে। একটী মাত্র দীর্ঘশ্বাস. বিশৃঙ্খলার মত বাদশার আসন টলিয়ে দেয়। বাদশা—লক্ষ প্রতিষ্ঠার নিত্য জাগরণ—লক্ষ্য কীর্ত্তির গম্ভীর ঘোষণ—লক্ষ নিষ্ঠার সফল সাধন। বাদশা—সহস্র জাতির মিলন মন্দির—কল্পকুঞ্জ লক্ষ্য গীতির—কোটী কণ্ঠের ঐক্যতান।

নিজাম। মন্ত্রী! মন্ত্রী! তোমাদের বাদশাকে ডাক।

মন্ত্রী। জনাব! (ইতস্ততঃ করিলেন)

নিজাম। এই রকম ক'রে বুঝি তোমরা বাদশার হুকুম তামিল কর? যাও—ডাক—কেন শুনবে? তোমাদের বাদশাকে আমি কোতল করব।

মন্ত্রী। অপরাধ হয়েছে!

(গমনোদ্যোগ ও হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন। এই আমি এসেছি—হুকুম কর নিজাম!

(নিজামের দ্রুত অবতরণ ও হুমায়ুনের পদধারণ)

নিজাম। জনাব! জনাব! আমায় রক্ষা করুন।

হুমায়ুন। একি! একি!

নিজাম। পায়ে ধরি—মাপ করুন জনাব! আমি চোর, ডাকাত. মিথ্যাবাদী।

হুমায়ুন। নিজাম! বন্ধু! একি, তুমি এমন করছ কেন?

নিজাম। দোহাই জাহাপনা! ছোট লোক আমরা—মনে করতুম—রাজা রাজড়ারা পরের পয়সায় কেবল স্ফূর্ত্তি করে—তা নয়—তাঁদের মাথায় বড় ভারি বোঝা—সে বোঝা পড়লে শুধু রাজার ঘাড় ভাঙ্গে না—সেই বোঝার

চাপে হাজার হাজার প্রজা প্রাণে মারা যায়। দোহাই জনাব! রক্ষা করুন। আমি শুধু আপনাকে ফাঁকি দিইনি, আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করেছি—হাজার লোকের অনিষ্ট করেছি—আপনার জিনিষ আপনি ফিরে নিন—আমার বিদায় দিন।

হুমায়ুন। না নিজাম! ঠিক বলেছ—যথার্থই রাজা রাজড়ারা প্রজার রক্তপাত ক'রে আনন্দ করে। মন্ত্রী! শুধু এ ধন রত্ন নিজামের নয়—তাকে জায়গীর দাও। সমাগত প্রজাদের বলে দাও আমি অপরাহ্ণে দরবার করব আর দেখ, তাদের যেন কোন কষ্ট না হয়—নিজাম! এস কোন ভয় নাই—

(সকলের প্রস্থান)

দরবারস্থিত ব্যক্তিগণ। জয় হ'ক, বাদশার জয় হ'ক। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

জঙ্গল মধ্যস্থিত ভগ্ন গির্জ্জা।

(ইব্রাহিমকন্যা ও আদিল আসিয়া প্রবেশ করিল)

আদিল। এযে নিবিড় জঙ্গল!

ই'কন্যা। ভয় হচ্ছে! হাতে তলোয়ার রয়েছে—বাঘ যদি বেরোয় কাটতে পারবে না?

আদিল। এ জঙ্গলে বাঘের চেয়ে তোমার আমার মত মানুষকেই বেশী ভয়।

ই'কন্যা। কেন? এ কথা কেন আদিল! আমি কি তোমার কখনও কোন উপকার করিনি?

আদিল। তুমি উপকার করনি! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছো।

ই'কন্যা। তবে আমায় অবিশ্বাস কেন আদিল?

আদিল। তবে কাকে অবিশ্বাস করব ? সুলতানকন্যা ! সরল, উদার সেই বালকের মোহন মূর্ত্তি ভুলতে পারিনি। সাহাজাদি ! সে কি তুমি ? সে যে মুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল—তুহিনের মত শীতল—দর্পণের মত স্বচ্ছ, ফুলের একটা গুচ্ছ ! সাহাজাদি ! সেই তুষারের মাথায় উষার মুকুট, আগুনের ফুল্কি দিয়ে কি করে সাজালে ! সেই সুরভিসিক্ত স্নিগ্ধশ্বাসে বিষের জ্বালা কি ক'রে মেশালে !

ই'কন্যা। এই কথা ! আদিল ! এস, আমায় বিশ্বাস কর।

(ই'কন্যা গির্জ্জার মুক্ত র'কে উঠিলেন, আদিলও উঠিলেন)

(ই'কন্যা ভিতর হইতে দুইখানি বসিবার জায়গা আনিলেন ও একখানি আদিলকে দিলেন)

আদিল ! ব'স—(উভয়ে উপবেশন) বুঝতে পারছ এটা কি ? এখানে শুধুই যে বাঘ ভালুক থাকে তা নয়।

আদিল। বুঝেছি সাহাজাদি ! একটা অতীত গরিমা, খোদার আশীর্ব্বাদ বুকে করে পড়ে আছে—কিন্তু আমায় এখানে কেন ?

ই'কন্যা। আদিল ! তোমায় দেখাতে, যে প্রাণে শুধু হিংসার কোলাহল, বিষের গর্জ্জন শুনেছ—লহরে লহরে সেই প্রাণে কত আনন্দ উৎসব, কত প্রেমের রাজ্য, কত মিলন গীতির সৃষ্টি হচ্ছে।

আদিল। বিচিত্র কি নারী ! সৃজন প্রভাতে সমস্ত বৈচিত্র্যটুকু যে তুমিই চেয়ে নিয়েছিলে। আশ্চর্য্য কি নারী ! বক্ষের কটাহে, স্নেহের উত্তাপে, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত গলিয়ে, সুধার উৎসে তুমিইত সৃষ্টির মুখে ঢেলে দাও—তরুণ সৃষ্টি আকণ্ঠ পান ক'রে, তোমারই করুণায় অরুণ কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আবার তুমিই ত নারী ! সৃষ্টির বুকের উপর দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য কর—হিংসার গর্জ্জনে প্রলয়কে ডেকে আন।

ই'কন্যা। আদিল ! আমি তোমায় ভালবাসি।

আদিল। হৃদয়ের সমস্ত রক্ত দিয়ে পূজা করলেও বুঝি তার প্রতিদান হয় না। প্রাণদাত্রী! আমিও তোমায় ভালবাসি।

ই'কন্যা। ভালবাস? আদিল ভালবাস! (উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

আদিল। এ যে তোমার সাহাজাদি! ভালবাসব না!

ই'কন্যা। তবে এস আদিল! পায়ের তলায় এ মাটী নয়—এ তীর্থের রেণু, মক্কার মাটী। সম্মুখে এ ধর্ম্মরাজের জয় পতাকা। এস আদিল! শপথ করি—আজ হতে আমি তোমার তুমি আমার।

আদিল। সেকি! অসম্ভব—(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

ই'কন্যা। অসম্ভব কেন আদিল! অতীতই একদিন বর্ত্তমান ছিল—ভিখারিণীরই একদিন ঐশ্বর্য্য ছিল।

আদিল। সম্রাটনন্দিনী! আজ যদি প্রথম দেখা হ'ত তাহলে হয়ত আদিল ভুলে যেত। কিন্তু সুন্দরী! আমি যে দেখেছি—একচক্ষে তোমার উদাস দৃষ্টি—অন্য চক্ষে ভ্রুকুটী সৃষ্টি! এক চক্ষে ধারা তোমার—এক চক্ষে হাসি! আমি যে দেখেছি নারী! এক হস্তে রুধির তোমার এক হস্তে ক্ষীর! আমি যে শুনেছি—লক্ষ গীতির মধুর ঐক্যতান—আবার পাছে পাছে লক্ষ যুগের প্রলয়ের গান। কেমন করে বিশ্বাস করব! কেমন করে তোমায় জীবনের সঙ্গিনী করব নারী! না—তা পারব না।

ই'কন্যা। আদিল! আদিল! ভেঙ্গে দিওনা।

আদিল। ভুলে যাও—শক্তিস্বরূপিনী নারী! এস পাঠানকে জাগাবে এস।

ই'কন্যা। আদিল! যাও—চলে যাও।

আদিল। তাই যাই—(যাইতে যাইতে) বৈচিত্রময়ী নারী! তোমাদের এক এক কণা বৈচিত্র নিয়ে পৃথিবীর বিস্ময় গুলি বুঝি গড়া! (প্রস্থান)

ই'কন্যা। ভেঙ্গে গেল আমার সোণার স্বপন—ছিঁড়ে গেল আমার

বীণার তার। আদিল! আদিল! না—কেন? অশ্রু! ঝোরো না, পুড়ে যাবে সব। কিসের দুঃখ! কিসের হা হা রব! হাস—হাস—আনন্দ কর।

(গির্জ্জার ভিতর হইতে একটী এসরাজ আনিয়া গাহিতে লাগিলেন)

গীত।

ভেঙ্গে গেছে মোর সোণার স্বপন
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
(আজি) হৃদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল
মরমভেদী হাহাকার।
যে দিকে তাকাই (শুধু) নাই, নাই, নাই,
সকলি গিয়াছে চলিয়া,
আছে বাকি শুধু জীর্ণস্মৃতি টুকু
তাই ল'য়ে ম'রি কাঁদিয়া।
টুটে গেছে আশা, মিছে কেন আশা,
ফিরে আসা আশা নাহিক আর।

ই'কন্যা। একি! একি! কি গান গাইলুম! এ যে ব্যথায় বেজে উঠল, ক্ষোভে কেঁদে উঠল! আদিল! আদিল!

(সহসা পিস্তল হস্তে গাজিখাঁর প্রবেশ)

গাজিখাঁ। এই যে এসেছি। শয়তানি! খুঁজে পেয়েছি—কে তোকে রক্ষা করে! (পিস্তল লক্ষ্য)

ই'কন্যা। কে? চিনেছি, চিনেছি, মারবে না মরতে চাও?

(কটিবন্ধ হইতে পিস্তল বাহির করিল)

না—না—(পিস্তল নিক্ষেপ) মার, মার, বড় জ্বালা—

(নিজের বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন)

গাজিখাঁ। মারব না! শয়তানি—এই মর—

(পিস্তলের ঘোড়া টীপিতে গেল কিন্তু আদিল আসিয়া পিস্তলের উপর অস্ত্রাঘাত করিলেন, পিস্তল মাটীতে পড়িল)

আদিল। এবারও তোকে ক্ষমা করলুম শয়তান!

গাজিখাঁ। আচ্ছা—বার বার তিনবার।

(গাজিখাঁ পলায়ন করিল)

ই'কন্যা। কে? আদিল! কেন আমায় মরতে বাধা দিলে? না—আদিল! না—আমি মরব। তোমায় ভালবাসি আমি—এস—সঙ্গে যাবে এস—সঙ্গে যাবে এস।

(পিস্তল কুড়াইয়া লইয়া আদিলের প্রতি লক্ষ্য করিলেন)

বিস্মিত হ'ও না—নারী আমি—বল—কেন আমায় বাঁচালে?

আদিল। হত্যায় ক্ষেপেছ উন্মাদিনী! শুন নারী! আজ ঋণ পরিশোধ।

(প্রস্থান)

ই'কন্যা। (কিছুক্ষণ পরে) কই, কই—হাতের পিস্তল হাতে রয়ে গেল—মারতে ত পারলুম না! না, না—আদিল! আদিল!—কেন তোমায় দেখেছিলুম। (ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। প্রেমে পড়েছ মা!

ই'কন্যা। হাঁ বাবা! অন্যায় হয়েছে কি?

ফকির। কাজ বাকী রয়েছে যে মা!

ই'কন্যা। কাজ সেরে এসেছি। আর যাব না—

ফকির। (ক্রুদ্ধভাবে) সেরে এসেছিস! এখনও যে তোর পিতৃহন্তার পুত্র সিংহাসনে—পাঠান যে অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে—শেরখাঁ যে উন্মাদ—তার কুতব যে ছেড়ে গেছে।

ই'কন্যা। বলছ কি ফকির! কুতব নাই?

ফকির। কাশ্মীর রণক্ষেত্রে সে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মোগল পাঠানকে পরাজিত ক'রে কুতবের মুণ্ড কেটে নিয়ে গেছে।

ই'কন্যা। আর শেরখাঁ?

ফকির। কুতব, কুতব ক'রে চীৎকার করছে আর নিজের প্রতিবিম্বে নিজে অস্ত্রাঘাত করছে।

ই'কন্যা। যাক—ডুবে যাক, কিসের দুঃখ।

ফকির। কিসের দুঃখ! সুলতান কন্যা! পানিপথের রক্তছবি মনে পড়ছে না! পিতার ছিন্নমুণ্ড!

ই'কন্যা। চুপ কর—চুপ কর—ফকির চেঁচিয়ো না।

ফকির। চেঁচাব না! কাজ সেরেছিস! একি! কাঁদছিস যে! কাঁদ্—কাঁদ্—দূর হয়ে যা।

ইক'ন্যা। বাবা! কি করি!

ফকির। আগুন ছোটাতে পারিস?

ই'কন্যা। তাই যাই বাবা! একবার দেখি যদি ফিরাতে পারি।

ফকির। যা মা! পাঠানের এ জীবন মরণের সন্ধিস্থল। যেটা ছেড়েছো—সেটা গ্রহণ কর—যেটা ধরেছ সেটা ছেড়ে দাও।

ই'কন্যা। না বাবা! হুকুম কর, দুটোই নিয়ে কম্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ফকির। ডুবে যাবি।

ই'কন্যা। ডুবে যাব? কিন্তু এযে বড় কঠিন—

ফকির। কঠিনটাই সহজ করে নিতে হবে। যাও মা! সময় ব'য়ে যায়।

ই'কন্যা। তাই হোক ফকির! কঠিনটাই বেছে নিলুম—পারি কি হারি।

(প্রস্থান)

ফকির। যাও নারী!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আগ্রা প্রাসাদ।

আবদার ও কামরান।

কামরান। আমার মাথা যে ঘুর্চ্চে আবদার!

আবদার। বোধ হয় মাথার ভেতরকার জিনিষ গুলো ঘুর্চে জনাব! বাইরের দিকটে ঘুরলে দেখতে পেতুম।

কামরান। না আবদার! বাইরের দিকটাই ঘুরছে।

আবদার। তাহলে আমার কি হ'ল জনাব! (ক্রন্দনের ভাণ)

কামরান। কি হে—হল কি!

আবদার। আমার চোখ যে তাহলে গ'লে প'চে গিয়েছে!

কামরান। না আবদার! চোখও তোমার ঠিক আছে—মাথাও আমার ঠিক ঘুর্ছে।

আবদার। তবে এক কাজ করুন—পণ্ডিতেরা বলেছেন—কাণ টানলে মাথা আসে—মাথাটা যে ধারে ঘুরছে তার উল্ট দিকে কাণ দুটো বেশ করে মোচড় দিয়ে পাকিয়ে ধরুন।

কামরান। বাঃ—বাঃ—আবদার! পণ্ডিতের মতন কথাই বটে।

আবদার। আজ্ঞে হাঁ—তাঁরা হাতেনাতে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। যে ছেলেটার কাণ ধরে টেনেছেন তার মাথাটাও সঙ্গে সঙ্গে হন হন করে হেঁটে এসেছে।

কামরান। আবার অনেক ছিঁড়েও গেছে শুনতে পেয়েছি।

আবদার। জনাব! হয় সে ছেলেটা ছিল গাধা—না হয় কাণে ছিল ব্যারাম। তা নইলে কাণ টানলে কাণ ছেঁড়ে! ভত এগিয়ে দিতে পারলেই হ'ল।

কামরান। এ বিষয়ে যে তোমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দেখছি আবদার!

আবদার। তা নইলে কি আর রাজ অনুগ্রহ মেলে। জনাব! একের পর দুই—দুইয়ের পর তিন—ইত্যাদি করে পণ্ডিত আসছেন আর চলে যাচ্ছেন কিন্তু আবদার যেমনটী ঠিক তেমনি আছেন—মৌরসী পাট্টা নিয়ে মাসে মাসে খাজনাটা দিচ্ছেন—আর গ্যাট হয়ে বসে আছেন—শেষে বাবা জোর ক'রে সে পাট্টাটুকু একদিন নিলেমে উঠিয়ে দিলেন।

কামরান। আর তুমি বুঝি মনের দুঃখে খানিকটা বিষ চিবিয়ে খেয়ে ফেল্লে!

আবদার। জনাব! জনাব! বড় মনে করে দিয়েছেন—আমায় বিদায় দিন—আমি আর এ পাপপুরীতে একদণ্ড থাকতে চাই না।

কামরান। আবদার! তুমি হাঁ করবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছি।

আবদার। তাই বলি আবদারের মুখের কাছে হঠাৎ ক্ষীরের বাটী কেন! পেটুক মানুষ নিশ্বেস বন্ধ ক'রে হাঁ ক'রে চুমুক দিতে যাচ্ছি—আর একজন লোক ছুটে এসে বাটিটা ছিনিয়ে নিয়ে মাটীতে ফেলে দিলে। বলব কি—দুটো মাছি—ভোঁ করে এসে বসল—চোঁ করে ক্ষীরের উপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। জনাব! আমিই আপনাকে কুমন্ত্রণা দিই তাই বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা। আপনার কি বলুন!

কামরান। আমার কি! আবদার! আমি কি খেতে পাই না? আমার দেহ এমন হয়ে যাচ্ছে কেন আবদার! মাথা ঘুর্চ্ছে—সর্ব্বাঙ্গ যেন ভেঙ্গে পড়ছে, নিজের কাজ নিজে বুঝতে পারছি না। অনেকবার তোমাকে বলব মনে করেছি—কিন্তু পাছে নীচ মনে কর তাই এতদিন বলিনি।

আবদার। তাই নাকি! উঃ, শয়তানে ছোট বড় গরীব দুঃখী মানে না! এতদিন বললেই ভাল করতেন—না হয় আপনাকে নীচই মনে করতুম।

কামরান। আবদার! তাহলে বুঝতে পেরেছো?

আবদার। আজ্ঞে কই কিছুত বলেননি—বলে ফেলুন আমিও বুঝে ফেলি।

কামরান। এরা আমায় বিষাক্ত জিনিষ খাওয়াচ্ছে।

আবদার। আজ্ঞে বোধ হয় সম্ভবতঃ নিশ্চয়ই তাই।

কামরান। বোধ হয়! না নিশ্চয়ই তাই। তানইলে আমার সুস্থ দেহে এ দুর্ব্বলতা কেন?

আবদার। আজ্ঞে বোধ হয়ও বলেছি—নিশ্চয়ও বলেছি—আমার কসুর কিছু নেই।

কামরান। পরের প্রাণ নিয়ে ব্যঙ্গ করছ আবদার!

আবদার। কাল মাহাত্ম্য জনাব! কিন্তু এ আমার ব্যঙ্গ নয়—এ দিয়ে আমি একটা মস্ত বড় ক্ষতের মুখ ঢেকে রেখেছি। তা নইলে—ওঃ আপনার উপর এ অত্যাচার! আপনি ইচ্ছা করলে ত সমস্ত রাজ্যটা দখল করে নিতে পারেন—এ ত আপনার হাতে এখন।

কামরান। তাহলে—

আবদার। তাহলে কাল থেকে নিজেদেরই রাঁধাবাড়া করতে হবে জনাব!

কামরান। তাহলে—

আবদার। দু চার দিন বাঁচবার আশা করা যায়।

কামরান। তাহলে আবদার—তাহলে—

আবদার। আজ্ঞে তাহলে—দুচার দিন খেলে দেলে গায়েও একটু জোর আসবে। তারপর যথা অধর্ম্ম—তথা জয়।

কামরান। আবদার! তুমি আমার কাছে এসব বলতে সাহস কর? যথা অধর্ম্ম তথা জয়, না যথা ধর্ম্ম তথা জয়।

আবদার। ও এক কথা জনাব! বাঙ্গলা ভাষার প্রতিপত্তি থাকলে আপনিও আমার সুমুখে এ কথা বলতে সাহস করতেন না। বাঙ্গলা দেশে ছমাস ছিলুম—বুকের ভেতর বাঙ্গলা ভাষার গোরস্থান করে নিয়ে চলে এলুম।

কামরান। আবল তাবল ব'কনা আবদার! ভাবতে দাও।

আবদার। আবল তাবল বকিনি জনাব! শুধু সন্ধি বিচ্ছেদটা ক'রে বলেছি—ও এক কথা জনাব! যথা ছিল অপদস্থ—সমান যথাপদস্থ। এ বাঙ্গলার প্যাচ জনাব! ব্যাকরণে ঝুড়ি ঝুড়ি এমন প্যাচ লেখা। বড় বড় পণ্ডিত পালোয়ান—এই প্যাচে প'ড়ে টিকিটি সার করেছেন।

কামরান। তুমি কি উপাধি পেলে আবদার?

আবদার। আজ্ঞে আর দুটো মাস চোক কাণ বুজে থাকতে পারলে এক পণ্ডিত বলেছিলো আবদুল ভট্টাচার্য্য শিরোমুক্ত উপাধি আমার দেবেন।

কামরান। এসব মণিমুক্ত ফেলে এসে পাগড়ি সার করলে কেন আবদার?

আবদার। সন্ধি প্রায় শেষ ক'রে এনে একদিন একবেলা ধ'রে যখন শুধু বিসর্গের লোপ করতে আরম্ভ করলুম—বাবা ভাবলেন—ছেলের আবার কি উপসর্গ হ'ল। বাঙ্গলা দেশে এসে বুঝি স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। কেঁদে কেটে বললেন যথেষ্ট হয়েছে বাবা! চল আমরাও লোপ হই—ব্যাকরণের স্বর্গ হ'ক—আমরা গোরের ছেলে গোরে ফিরে যাই।

কামরান। আবদার! আমার অশান্ত প্রাণ তুমিই মাতিয়ে রেখেছো—কিন্তু আবদার! তোমার কি জীবনের ভয় নাই! দোহাই তোমার—আবল তাবল ব'কনা—স্থির হয়ে ভাব। (কিছুক্ষণ পরে) আবদার!

আবদার। দোহাই জনাব! ভাবছি ডাকবেন না।

কামরান। বেশ ভাব—

আবদার। (কিছুক্ষণ পরে) ভেবে বার করেছি জনাব! আমার জীবনের ভয় আছে।

কামরান। আবদার! এই ভাবতে তোমায় এতখানি সময় দিলুম! নির্ব্বোধ! রিক্ত হস্তে লাহোরে ফিরে যেতে লাহোর থেকে আসিনি। চিন্তা

করে—ওদিক বজায় যদি কোন রকমে হয়। আমি বুঝেছি—হুমায়ুন এ ষড়যন্ত্র ক'রে রেখে আমার রাজ্য ভার দিয়ে গেছে।

আবদার। জনাব! যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরে আসতে না আসতে সদর দরজা বন্ধ করে দেন।

কামরান। ঘরের ভেতর শত্রু পোরা রইল আর—

আবদার। তা যা বলেছেন—দিলদার শয়তানিটে বাদশাকে কি গুণ করেছে। বেটী যা বলে তাই শুনে। বেটী যদি বিষ খাওয়াতে না পারে হাওয়ায় ছড়িয়ে দেবে।

কামরান। খাওয়াতে পারে কি! আমায় একটু একটু করে খাইয়েছে—তা না হ'লে আমি এমন হয়ে যাই! আবদার তাহলে—

আবদার। আজ্ঞে তাহলে অনেকটা এগিয়েছে দেখছি। নাক মুখ বন্ধ ক'রে বেঁচে থাকা পুরুষের ত যুক্তি সঙ্গত নয়।

কামরান। তাহলে আবদার!

আবদার। আজ্ঞে তাহলে যেটা নিয়ে মারামারি—সেই সিংহাসন খানা নিয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে স'রে পড়ি চলুন।

কামরান। আবদার! তাহলে রাজ্যের আশা বিসর্জ্জন দিয়ে—দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে রিক্ত হস্তে লাহোরে ফিরে যাব!

আবদার। আজ্ঞে তাহলে সেটা ভেবে দেখুন—আমি ত বিদায় নিতেই এসেছি।

কামরান। আর যদি আবদার! না—সে বড় শক্ত—সময় ব'য়ে গেছে—না—আমি লাহোরে ফিরে যাব। প্রাণ থাকলে এমন রাজ্য ঢের পাব।

আবদার। জনাব! আমারও তাহলে আশা আছে।

কামরান। এখনও উপহাস! চোপরাও শূয়ার। (প্রস্থান)

আবদার। জনাব গোলামের মা, বাপ—হাঃ হাঃ হাঃ (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

জাহ্নবীতীর—যুদ্ধ ক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

জালাল ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুবারিজ ক্রুদ্ধভাবে আগমন করিলেন।

জালাল। কিছুতেই না।

মুবারিজ। আলবাৎ—তোমার মতলবে দুশো পাঠান অনর্থক গঙ্গায় ডুবে গেছে।

জালাল। তোমার বুদ্ধি নিলে হাজার ডুবে যেত। যুদ্ধ কাকে বলে জান?

মুবারিজ। না জানলেও আমি না থাকলে তোমাকে আজ কে রক্ষা করত?

জালাল। কুকুরেও অনেক সময় প্রভুর প্রাণ রক্ষা করে।

মুবারিজ। মুখ সামলে জালাল! (তরবারি উন্মোচন)

জালাল। সাবধান। (ঐ)

(নেপথ্যে রণভেরী ও পরে "মোগল" "মোগল" শব্দ)

মুবারিজ! আমরা করছি কি!

মুবারিজ। বেশ—এর পরে দেখা যাবে—

(প্রস্থান—বিপরীত দিকে জালালের প্রস্থান)

(হুমায়ুনের বেগে প্রবেশ)

হুমায়ুন। ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! লক্ষ বীরের জন্মভূমি! লক্ষ কীর্তি কিরীটিনী! তুমি না কবির কবিতা! যুগের প্রতিভা! তুমি না পুণ্য জ্যোতির হিরণ কিরণ! তরল স্নেহের পুতঃক্ষরণ! আজ একি মূর্ত্তি! তুফানে বিমানে একি এ নৃত্য! রন্ধ্রে রন্ধ্রে একি এ ধ্বনি! ওঃ বুঝেছি—আজ তুমি একটা যুগ পালটে দিতে বসেছ—একটা জাতিকে চির বিদায় দিতে সেজেছ। বুঝেছি—

আজ মোগলের পালা এসেছে—তাই বুঝি আকাশে বাতাসে আজ বিষের জ্বালা—তুফানে তুফানে অভিসম্পাত।

(ছদ্মবেশে একটী সৈনিকের প্রবেশ)

সৈন্য। জনাব! হাতী তৈয়ারী।

হুমায়ুন। কে তুই? হাতী সাজাতে কে তোকে বললে?

সৈন্য। পাঠানের গুলিতে, ছুটতে ছুটতে ঘোড়াটা ম'রে গেল দেখে গোলাম জনাবের জন্য—

হুমায়ুন। না, না—চলে যা গোলাম। অনেক জানোয়ার মেরেছি—আর না।

সৈন্য। জনাব! আপনাকে দেখলে ছত্রভঙ্গ মোগল প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করবে।

হুমায়ুন। করবে! ঠিক বলছিস? তবে চল্— তবে চল্।

(যাইতে উদ্যত ও পিস্তল হস্তে আবদারের প্রবেশ)

আবদার। জনাব! জনাব! যাবেন না। ও হাতী পাঠানের—আপনাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র হয়েছে। এ লোকটা পাঠান—

(ইতিমধ্যে সৈনিক পলাইতে গেল ও আবদার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করিলেন)

সৈন্য। (নেপথ্যে) ইয়া আল্লা—(পতন ও মৃত্যু)

হুমায়ুন। আবদার! আবদার!

আবদার। বিশ্বাস না হয়—দেখবেন আসুন।

(উভয়ের গমন ও পুনঃ প্রবেশ)

হুমায়ুন। তাইত, কিন্তু আবদার! আমি ঐ হাতী চড়ব—আমায় দেখতে না পেলে বিশ্বাসঘাতক মোগল প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করবে না। না, না—আমি ধরা দেব—আমি ঐ হাতী চড়ব—বড় জ্বালা।

(প্রস্থান)

আবদার। জনাব! জনাব! দাঁড়ান। মাহুতটা ম'ল বটে—শত্রু লুকিয়ে আছে কিনা দেখতে হবে।

(প্রস্থান ও তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে রুমিখাঁ আসিল)

রুমিখাঁ। (উচ্চৈঃস্বরে) আগে ভীরু মোগলগুলোকে গুলি কর—তা নইলে শৃঙ্খলা আসবে না। তারপর পাঠানকে দেখাও রুমিখাঁ কেমন গোলন্দাজ সৃষ্টি করেছে। (তূর্য্যধ্বনি) দাসত্ব করতে বড় ভালবাসি আমি—কিন্তু শুধু ঘৃণ্য দাসত্বের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মেখে ফিরে যেতে চাই না। আমি চাই প্রভুর উন্নতির প্রত্যেক সোপানটাতে বীরের পায়ের চিহ্ন রেখে যেতে—অবনতির প্রত্যেক স্তরটাতে পরাজয়ের গরিমা মাখিয়ে রেখে যেতে।

(নেপথ্যে—"বাইরাম"—"বাইরাম"—"রুমিখাঁ"—"রুমিখাঁ")

রুমিখাঁ। একি! জাহাপনার কণ্ঠস্বর! জনাব! জনাব!

(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ ও ই'কন্যার প্রবেশ)

(ও পশ্চাৎ হইতে রুমিখাঁকে আহ্বান)

ই'কন্যা। রুমিখাঁ! রুমিখাঁ! (রুমিখাঁ চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন)

(ই'কন্যা কটাক্ষপাত করিলেন)

রুমি। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) রূপ, না এ ছবি!

ই'কন্যা। রুমিখাঁ! চিনতে পারছ না বুঝি! তা পারবে কেন—পুরুষ যে তুমি!

রুমি। (স্বগতঃ) কণ্ঠস্বর, না এ বংশীধ্বনি! রুমিখাঁ! কই এতরূপ ত কখনও দেখনি! তবে কেমন করে বলবে চিনি—না সাবধান—(প্রকাশ্যে) সুন্দরী!

ই'কন্যা। তাই কি! সে চক্ষু কি এখনও আছে তোমার রুমিখাঁ!

রুমি। (স্বগতঃ) একি! এ যে প্রেমের ছবি! ছবির গান! রুমিখাঁ! বুঝি কঠিন জীবনের অবসান আজ!

ই'কন্যা। বাহাদুর সাত্তক মনে পড়ে?

রুমি। পড়ে বই কি সুন্দরী! (স্বগতঃ) কিন্তু কই এরূপ ত সেখানে দেখিনি—না—তা কেন—এ অযাচিত সৌভাগ্য—মাথা পেতে নাও রুমিখাঁ! (প্রকাশ্যে) সুন্দরী! মনে পড়েছে—মনে পড়েছে।

ই'কন্যা। রুমিখাঁ! মনে পড়েছে! কাকে ধন্যবাদ দেব! তোমাকে না খোদাকে?

রুমি। কিন্তু তুমি এখানে কেন সুন্দরী?

ই'কন্যা। তুমি এখানে কেন রুমিখাঁ?

রুমি। গোলাম আমি—প্রভুর আজ্ঞা পালন করতে এসেছি।

ই'কন্যা। তোমার বাহাদুর সা থাকতে পারে—হুমায়ুন থাকতে পারে—আমার কি কেউ থাকতে নেই পাষাণ!

রুমি। (স্বগতঃ) বুঝেছি আমায় উপলক্ষ্য—(প্রকাশ্যে) বেশ—আর কিছু বলবার আছে? সুন্দরী! থাকে, প্রাণ খুলে বল। আমি দাঁড়িয়ে শুনতে প্রস্তুত আছি, না থাকে বল,—আমার বড় তাড়াতাড়ি।

ই-কন্যা। তা'ত' হবেই—না, যাও—আর কিছু বলবার নাই।

রুমি। বেশ তাহলে (প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া) সুন্দরী! বেশ ক'রে ভেবে দেখ—তোমার যা প্রাণ চায়—আমাকে বল—

(ই-কন্যা গম্ভীর হইলেন—রুমিখাঁ দুচার পা যাইয়া ফিরিল)

সুন্দরী! আমার বিবেক বুদ্ধি সব আছে—বল—প্রাণ খুলে বল—কিছু যদি বলবার থাকে। একটু ভাব—হয়ত মনে পড়বে। (ই-কন্যা গম্ভীর) তাহলে—

(যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল)

তাহলে—তাহলে—(প্রায় বাহির হইয়া যায় এমন সময় ই-কন্যা ডাকিলেন)।

ই-কন্যা। রুমিখাঁ! রুমিখাঁ! আমার মনে পড়েছে শোন।

রুমি। (দ্রুত আসিতে আসিতে) বল—বল—তাইত বললুম—ভাবলেই মনে পড়বে।

ই-কন্যা। (গম্ভীর কণ্ঠে) বিবেক বুদ্ধি হীন রুমিখাঁ! প্রভু যে তোমায় আর্ত্তকণ্ঠে আহ্বান করলে! কই গোলাম! প্রভুর উদ্ধারে গেলে না! বিবেক যে তোমার তুচ্ছ রমণীর রূপের পায়ে তার কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে দিলে! মূর্খ রুমিখাঁ! এই বিবেক নিয়ে তুমি গোলামি করতে এসেছ, গোলাম! এই বুদ্ধি নিয়ে মোগলকে রক্ষা করতে এসেছ!

রুমি। একি!

ই-কন্যা। ভয় নাই রুমিখাঁ! আমি মিত্র নই—আমি শত্রু। আমি মোগলের শত্রু—তোমার শত্রু। যাও মূর্খ! এখনও যাও—দেখ তোমার কর্ত্তব্য ত্রুটীতে হুমায়ুন বুঝি গঙ্গার জলে ডুবে যায়।

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি—রুমিখাঁ চমকিয়া উঠিলেন)

পাঠান! পাঠান! রুমিখাঁকে বন্দী কর—

(বেগে প্রস্থান)

রুমি। এ্যাঃ, এ্যাঃ,—শয়তানি! শয়তানি!

(দৌড়িয়া যাইতে যাইতে গুলি করিল)

(নেপথ্যে—ব্যর্থ—ব্যর্থ—রুমিখাঁ)।

(রুমিখাঁ পলাইল—পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠান সৈন্য ছুটিল—তৎপরে শের খাঁ প্রবেশ করিল)

শের। কুতব! কুতব! দেহে বল দাও—আজ মোগলের রক্তে বুকের আগুন নিভাব—মোগলের ছিন্নমুণ্ডে স্মৃতির মূর্ত্তি সাজাব—আজ বাবরের কীর্ত্তি রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দেব। হয় আজ মোগলের নাম গঙ্গার জলে ডুবাব—না হয় নিজে ডুবব।

(প্রস্থান ও দ্রুত বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। গঙ্গা! গঙ্গা! উন্মাদিনী হিন্দুর জননী! আবার মোগলের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছ? তুমি যে রোগ শোক দৈন্য ধুয়ে নিয়ে, স্বাস্থ্য হর্ষ

ঢেলে দিয়ে, কূলে কূলে তোমার শ্যামল হাসি ছড়িয়ে দিয়ে তর তর বেগে ভেসে যাও! তোমার আজ একি এ বৃত্তি! এ মোগল বিদ্বেষ কেন? শুধু মোগল ডুবছে না ত—পাঠান ও যে ডুবছে—তবে কেন? হিন্দু যে তোমাকে মৃত্যুর জীবন, শান্তির গতি ব'লে পূজা করে— তবে আজ এ হত্যানেশায় ক্ষেপেছ কেন! থামিয়ে দে—তোর ঐ উদ্দাম উচ্ছ্বাস থামিয়ে দে।

(একটা স্রোত জোরে আসিয়া তটে লাগিল)

কি: শুনলি না! তুচ্ছ করলি—যবন ব'লে ঘৃণা করলি! মোগল পাঠান সব ডুবাবি! বুঝেছি—চিনেছি—রাজপুতের দেহের রক্ত তুই—জহর ব্রতে ফুটে উঠেছিস—কাশিমকে বুঝি দেখতে পেয়েছিস? সোমনাথের জটার আগুন তুই—পাথর গলিয়ে সঙ্গে এনেছিস—মামুদের মূর্ত্তি মনে পড়েছে?—তপ্তরক্ত পৃথ্বীরাজের তুই—ঘোরীকে বুঝি খুঁজতে এসেছিস? পদ্মিনীর তুই রূপতরঙ্গ—চিতার আগুনে গলে ছুটেছিস? বুঝি আলার জ্বালা জুড়ুতে চাস? না সংগ্রামের তুই জীবন সংগ্রাম তুফানে তুফানে নেচে উঠেছিস—বাবরের কীর্ত্তি ডুবাতে বুঝি? বেশ, বেশ, নাচ, নাচ, আমরাও নাচি তালে তালে

(বেগে প্রস্থান)

(দুইজন মোগল সৈন্যের প্রবেশ)

১ম। আবদার খাঁকে ফেলে দিয়ে হাতীটে জাহাপনাকে নিয়ে একেবারে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

২য়। আরে ঠিক দেখেছিস ত?

১ম। আরে হাঁ, হাঁ—ছুটে আয়, ছুটে আয়। (উভয়ের প্রস্থান)

(এই সময়ে দেখা গেল হস্তীপৃষ্ঠে হুমায়ুন ভাসিয়া যাইতেছেন)

হুমায়ুন। গজরাজ! ডুবে যাও—ডুবে যাও। ডুবতে যদি পার আজ—জগতে তোমার নাম থাকবে। মাথায় তোমার মহাপুরুষের কীর্ত্তিস্মৃতি—একটা মুমূর্ষ জাতীর জীর্ণ কঙ্কাল। ডুবিয়ে দাও—ডুবিয়ে দাও।

(সৈন্যদ্বয় প্রবেশ করিল)

সৈন্য। এই যে, এ ধারে, এ ধারে—

(আবদারের প্রবেশ)

উঁচু পাড় ভেঙ্গে হাতীটে উঠতে পারছে না।

আবদার। তোল্—তোল্—পাগড়ী খুলে গাঁট দিয়ে ঝুলিয়ে দে।

(তথাকরণ)

হুমায়ুন। কে তোমরা? মোগল যদি ডুববে এস। পাঠান যদি দাঁড়িয়ে দেখ ডুবে যাই।

আবদার। জনাব! জনাব!

হুমায়ুন। কে? আবদার! বেঁচে আছ? রক্ষা করতে এসেছ? জাঁহাপনা বলে এখনও মনে আছে? তবে বুঝি তুমি মোগল নও! আবদার! আবদার! হাতীটে যদি তুলতে পার তবেই—তা নাহলে ফিরে যাও। আবদার! আবদার! রক্ষা কর হাতীটে পায়ের তলা থেকে নেমে গেল। তোল তোল—মরতে পারব না। আমায় যেন কে মরতে দিচ্ছে না—

(সৈন্যদ্বয় ও আবদার টানিয়া তুলিতে লাগিল)

(হুমায়ুন উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

হুমায়ুন। খোদা! খোদা! একি পরাজয়—না প্রায়শ্চিত্ত!

(মূর্চ্ছা ও পতন)

আবদার। জনাব! জনাব!　　(উপবেশন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা প্রাসাদ।

শের খাঁ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট। পুত্রগণ
ফকির প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান—
ফকিরের শিষ্যগণ কর্তৃক সঙ্গীত।

গীত।

এস হে মহান কীর্ত্তি গরিমা, নবীন সাজে সাজিয়া।
এস শিশুর অধরে হাসির মত, পড়োগো বিশ্বে গলিয়া।
এস আঁধার জীবনে সোণার উষা, খোদার আশীষ বাণী,
আজ বেদনা ভাঙ্গিয়া উঠুক বিশ্বে গভীর মঙ্গল ধ্বনি।
এস বিশ্বে প্রেমের গানের মত, আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া,
এস হে মহান কীর্ত্তি গরিমা, নবীন সাজে সাজিয়া॥
এস প্রকৃতির মত দয়া মায়া ফুলে সারাটী অঙ্গ ঢাকিয়া,
ব'স বিচার আসনে বিবেকের মত ন্যায়ের দণ্ড ধরিয়া,
কর পুণ্যের সেবা, কীর্ত্তির পূজা, দুষ্টেরে কর বলিদান,
দাও তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার আহার, পীড়িতেরে কর ত্রাণ।

জনকের মত গম্ভীর হইয়া, জননীর স্নেহে গলিয়া,
এস হে মহান কীর্ত্তি গরিমা নবীন সাজে সাজিয়া॥

(শিষ্যগণের প্রস্থান)

ফকির। শের শা! খোদার কৃপায় আজ তুমি জয়ী—একটা গরিমার আভা তোমার মুখে ফুটে উঠেছে—একটা মহিমার সমারোহ তোমার সাধনার পথে নেচে চলেছে। শের শাহ! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার সাধনা!

শের। খোদার কৃপায়, আপনার আশীর্ব্বাদে—

ফকির। কিন্তু তুমি রাজা নও শের শা! তোমার মুকুটের জ্যোতিঃ, ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিও রাজা নয়। তোমার সিংহাসন, বাহুর শক্তি, অসির তীক্ষ্ণতাও রাজা নয়। যদি প্রজার সুখে তৃপ্তি পাও—প্রজার দুঃখে কাঁদতে পার তবেই তুমি রাজা। যদি পিতার মত গম্ভীর বেদনা বুকে ক'রে—মাতার মত তরল আশীর্ব্বাদ সঙ্গে নিয়ে সিংহাসনে বসতে পার—তবেই তুমি রাজা। তা না হ'লে রাজ্যের ব্যাধি তুমি, মহামারী তুমি, অভিসম্পাত তুমি।

শের। একটা জাতির উৎসাদন ক'রে, একটা যুগের কীর্ত্তি নষ্ট ক'রে, আমি সিংহাসনে বসেছি। আমি রাজা নই—প্রজার গোলাম।

ফকির। না শের! গোলামেরও জীবনে স্বাধীনতা আসে—তোমার জীবনে স্বাধীনতা কখনও আসবে না। তুমি গোলাম নও শের! তুমি রাজ্যের জনক জননী—তুমি বিবেকের দাস—বিবেকের শুশ্রূষা করতে তোমার জন্ম।

শের। তরবারি স্পর্শ করে শপথ করছি—প্রজার দুর্দ্দশা, দেশের অভাব, রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারের কথা আমাকে যে জানাবে—তাকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব—রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করব—বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন করব।

ফকির। শের! শের! পূর্ণ হবে কামনা তোমার।

সভাসদ। জয় সম্রাটের জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লাহোর।

কামরানের কক্ষ।

কামরান। যা'ক—সেও ভাল। বিমাতাপুত্রের প্রতিপত্তি! হুমায়ুনের ভ্রুকুটী! ছিঃ—ছিঃ—আজ শের শার পরিবর্ত্তে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক যদি মোগলের সিংহাসনে ব'সত—তাহলেও কামরান দুঃখ ক'রত না। বুদ্ধির দোষে যখন হাতে পেয়ে সাম্রাজ্য ছেড়ে এসেছি—যখন এ সমৃদ্ধি আমি ভোগ ক'রতে পারলুম না—তখন রসাতলে যা'ক। মোগলের নাম ইতিহাস হ'তে উঠে যা'ক।

(জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া শীর্ণ হুমায়ুনের ধীরে ধীরে প্রবেশ)

একি! একি! এখানে কেন! এখানে কেন!

হুমায়ুন। কামরান! কামরান! ভাই! ভাই! আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে। আমায় রক্ষা কর।

কামরান। না, না—এ উন্মাদ আগার নয়—এখানে হবে না—এখানে হবে না—চলে যাও।

হুমায়ুন। উন্মাদ যদি হয়ে যেতুম ভাই! তাহলে বুঝি এত কষ্ট হ'তনা। চেয়ে দেখ কামরান! আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে—দেহ কাঁপছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না ভাই!

কামরান। তা এখানে কেন? খোলা মাঠ প'ড়ে আছে—গাছতলা জঙ্গল ত কম নেই।

হুমায়ুন। শত্রু আমাকে বন্দী ক'রতে চারিদিকে ছুটেছে—আমি আর ছুটতে পারছি না ভাই! আমি আর দাঁড়াতে পারছি না ভাই! আমাকে আশ্রয় দে। (বসিয়া পড়িলেন)

কামরান। না, না—কিছুতে না। পরকে আশ্রয় দিয়ে নিজের সর্ব্ব নাশ করব! না—উঠ, উঠ—চলে যাও—এক মুহূর্ত্তও এখানে হবে না।

হুমায়ুন। কামরান! আমি যে তোর ভাই—অক্ষম অশক্ত ভাইকে আশ্রয় দে।

কামরান। কিছুতে না—তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে চাও!

হুমায়ুন। আশ্রয় না দিস—একটু বিশ্রাম ক'রতে দে ভাই! তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়, একটু জল দে কামরান! ক্ষুধায় পেট জ্বলে যায়—কিছু খেতে দে ভাই!

কামরান। না, না—কিছু পাবে না। উঠ—উঠ—চলে যাও। এখনও আমি নিষ্ঠুর হইনি—যদি না যাও—আমায় জোর ক'রে তোমায় এখান হ'তে সরাতে হবে।

হুমায়ুন। (দুঃখে উত্তেজিত হইয়া) কামরান! কামরান!

কামরান। কোন হ্যায়? (একজন প্রহরীর প্রবেশ)

হুমায়ুন। না, না—আমি যাচ্ছি—খোদা! না, না—স্থির হও হুমায়ুন! ছোট ভাই, অভিসম্পাত ক'র না—তোমার নিজের বুক ভেঙ্গে যাবে। কামরান! চল্লুন—আমি চল্লুম—তবু একবার চেষ্টা করিস ভাই! যদি শের শাকে হটাতে পারিস— (প্রস্থান)

কামরান। তাই হবে, তাই হবে—তুমি এখনি বিদায় হও। মূর্খ হুমায়ুন! কেন? আমার ভাগ্যে শুধু পাঞ্জাব আর কাবুল কেন? বেশ করেছিলে—তুমি নিজের ফাঁদে নিজে পড়েছিলে—কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়েছিলে। এই কাবুল আর পাঞ্জাব হতেই তোমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। প্রাণ ভ'রে সৈন্য সংগ্রহ ক'রতে পারনি, আর আমি,একটী সৈন্য দিয়ে কখন ও সাহায্য করিনি—যে ফৌজ আগ্রায় নিয়ে গেছলুম তাও ফিরিয়ে এনেছিলুম। বড় বুদ্ধির কাজ করেছিলুম—রেখে যদি আসতুম সাধ্য কি শের খাঁর—সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফিরে

যেতে হ'ত। কিন্তু আমার কি লাভ হ'ল? মূর্খ—মূর্খ কামরান! হাতে পেয়ে ছেড়ে এসেছ—পুরুষ হয়ে রমণীর ভয়ে পালিয়ে এসেছ! হো—হো—হো!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। জনাব! একজন ফকির সাক্ষাৎ ক'রতে চায়।

কামরান। ফকির! বুড়ো না জোয়ান?

প্রতি। জনাব! একেবারে বুড়ো—দাড়ি গোঁপ সব পেকে গিয়েছে।

কামরান। আচ্ছা—যা নিয়ে আয়—　　(প্রস্থান)

ফকির! উপযাচক হয়ে আমার সাক্ষাৎ—তবে কি—না, অসম্ভব—হাতে পেয়ে সৌভাগ্যকে পায়ে ঠেলে এসেছি—আর অসম্ভব।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। (কামরানের প্রতি দৃঢ়ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঠিক ত—ভুলই ত করেছিলুম! বিস্মিত হ'ওনা কামরান! তুমি আমায় শুধু একবার মাত্র দেখেছ কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত তোমার পেছু পেছু ফিরে এসেছি—ভুল করেছিলুম—আজ দেখ্ছি তুমি বড় দুর্ভাগা।

কামরান। সত্য কথা, কিন্তু ফকির! পৃথিবীর সুখ দুঃখের সঙ্গে ফকিরের সম্বন্ধ কি?

ফকির। ঠিক বলেছ কামরান! কি জান, তোমার কাছে আমার কিছু আশা ছিল। নিবিড় জঙ্গলে, দুর্গম গিরিগুহায়, দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে ব'সে—নির্ব্বোধ ফকিরের দল তাদের নীরস জীবনগুলো এতাবৎকাল কাটিয়ে আসছে। আমার ইচ্ছা ছিল ধন দৌলতের উপর ব'সে ফকিরির নূতন কারসাজি দুনিয়াকে দেখাতে, কিন্তু বৃথা—ভুল ক'রে তোমার পেছু ফিরেছি—তুমি নিতান্ত দুর্ভাগা।

কামরান। আমার অপরাধ ফকির!

ফকির। পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির খবর রাখি না কামরান! তবে কি জান—এ জন্মে তুমি বড় ভীরু, বড় নির্ব্বোধ হ'য়ে জন্মেছ।

কামরান। বর্ণে বর্ণে সত্য মহাত্মন! কিন্তু ছিলুম না—কি জানি কেমন ক'রে হ'য়ে প'ড়েছি!

ফকির। কেমন আবদারের কথা এখন মনে পড়ছে? দিল্‌দার বেগমের কথা?

কামরান। কে আপনি অন্তর্যামিন্!

ফকির। চুপ, চুপ—বিশেষণ অনেক আছে—স্থির হয়ে শুন—আবদারের কৌশলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী হিণ্ডালকে তুমি দিল্লীতে পরাজিত করেছিলে কিন্তু আবদারকে চিনতে পারনি। সে তোমায় নিয়ে আগ্রায় গেল—হুমায়ুন ফিরে এল—হিণ্ডালের হাত থেকে হুমায়ুনের রাজ্যরক্ষা ক'রতে আগ্রায় এসেছ এই বলে হুমায়ুনকে ভুলিয়ে দিলে। তোমার কপট প্রেমে হুমায়ুন ভুলে গেল—হিণ্ডালকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাঘের মুখে এনে ছেড়ে দিলে। আবার বিচারের দিনে হিণ্ডালের হ'য়ে কতই না লড়লে! আমি বিস্মিত হলুম—ভাবলুম সবদিক বজায় রেখে কার্য্য করবার শক্তি বুঝি তোমার চেয়ে দুনিয়ার আর কারও নাই। কিন্তু সব ফেঁসে গেল—বাঘে মানুষ খেলে না!

কামরান। কে আপনি? ছদ্মবেশী কামরানের হিতৈষী—না দেবতার শক্তি নিয়ে কামরানের দ্বারে উপস্থিত?

ফকির। তোমার যা সুবিধা হয় তাই মনে কর—কিন্তু আর একটু স্থির হ'য়ে শুন। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এসেছি।

কামরান। বলুন দয়াময়!

ফকির। বিনায়াসে সমস্ত সাম্রাজ্যটা হাতে পেলে—আদর ক'রে হুমায়ুন সমস্ত ভার তোমায় দিয়ে শেষ যুদ্ধ যাত্রা ক'রলে।

কামরান। সে সুযোগ আমি হারিয়েছি ফকির! ধিক আমায়!

ফকির। তুমি রাজ্য অপহরণের মন্ত্রণা আবার আবদারের সঙ্গে ক'রলে। পাছে তুমি তার পথের কণ্টক হও—তাই আবদার তোমার দেহের অসুস্থতাকে

বিষের প্রতিক্রিয়া ব'লে নির্দ্দেশ ক'রলে—আর তুমি মূর্খের মত—কাপুরুষের মত পালিয়ে এলে।

কামরান। ফকির! সেই শয়তানই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে।

ফকির। কিন্তু মজা দেখ কামরান! সেই আবদার আজ দিল্লীর শাসন-কর্ত্তা!

কামরান। অসম্ভব—অসম্ভব—

ফকির। কেন! কিছু কারণ খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি? শুন কামরান! বিশ্বাসঘাতক আবদার শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে গুপ্তপথ দেখিয়ে আগ্রায় নিয়ে গেছে। শের শা ত হেরে গিয়েছিল কামরান! শুধু সে দিল্লীর শাসন-কর্ত্তা নয়—চুণারে শের শার রাজধানী নির্ম্মিত হ'লে সে আগ্রারও আধিপত্য পাবে।

কামরান। আগ্রার সিংহাসনে আবদার বসবে! বিশ্বাসঘাতক শয়তান—শেষে শত্রুকে পথ দেখিয়ে আনলে! ও হো হো—চিরকাল মোগল অন্নে পুষ্ট হ'য়ে মোগলের গলায় ছুরি দিলে! ও হো হো—

ফকির। দুঃখ কিসের কামরান! আমি উপায় ঠিক করে এসেছি। শের শার পুত্রকে হাত ক'রেছি, দ্বারে সে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি যদি কিছু অর্থ দাও—সে আবদারের বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করবে।

কামরান। আর না—আর না। ইতিহাসে লেখা থাকবে—কামরানের প্রতিদ্বন্দ্বী আবদার! না—আমার ম'রতে ইচ্ছা হচ্ছে, আমি মরব। ফকির! আমার মৃত্যু দাও।

ফকির। তাই না কি! সত্য মরতে ইচ্ছা হচ্ছে?

কামরান। দেরী ক'র না ফকির! যদি পার—মৃত্যু এনে দাও।

ফকির। তবে ডাকি (বংশীতে ফুৎকার ও সশস্ত্র জালাল প্রবেশ করিল)

কামরান। একি! একি!

ফকির। আসুন সাজাদা! এই সেই কামরান।

(কামরান পলাইতে গেল)

জালাল। কোথায় পালাবে মোগল! তুমি আমাদের বন্দী।

(বন্দীকরণ ও নেপথ্যে কোলাহল)

কামরান। ফকির! ফকির! একি করলে!

জালাল। আবদার! তোমার জিম্মায় এ বন্দী রইল। আমি চল্লুম—বাইরে যুদ্ধ বেধেছে। (প্রস্থান)

কামরান। এ্যাঃ, এ্যাঃ—আবদার! আবদার!

ফকির। হাঁ সাজাদা! সত্যই আমি আবদার। (ছদ্মবেশ উন্মোচন)

কামরান। বিশ্বাসঘাতক! কুক্কুর! সত্যই তাহলে তুই পাঠানের সঙ্গে মিশেছিস! সত্যই তাহলে তুই—পিশাচ! শয়তান!

(শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে চেষ্টা করিল)

আবদার। বড় শক্ত বাঁধন সাজাদা! কূট জল্পনা, কল্পনা, দেহের শক্তি-টুকুকে উইয়ের মত খেয়ে ফেলেছে।

কামরান। কুক্কুর! কুক্কুর! মোগলের খেয়ে মোগলের সর্বনাশ করলি!

আবদার। তা যদি ক'রতুম—তাহলেও বুঝি তোমার নাগাল ধ'রতে পারতুম না। কিন্তু তুমি কি করলে সাজাদা! নিজের টুটি নিজে চেপে ধরলে! কুপুত্রের মত পিতার নাম ডুবিয়ে দিলে! বাবরসা যে বহু আয়াসে এ কীর্ত্তি গ'ড়ে গিয়েছিলেন—বড় আশায় যে তোমাদের হাতে সঁপে গিয়েছিলেন। কি করলে সাজাদা! পিতৃস্নেহে যে ভাই তোমাদের পালন ক'রে এসেছিলো—মার মত যে ভাই তোমাদের ভালবাসত—সেই ভাইয়ের উপর হিংসা ক'রে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে দিলে! হোঃ, হোঃ—আমি পাঠানের দলে মিশিনি—পাঠান আমার বন্দী করেছে। এ বন্দীত্ব কিন্তু বড় গৌরবের সাজাদা! আমি সম্রাটকে রক্ষা করতে পেরেছি। এই দেখ সাজাদা! একটা হাত

তলয়ারের চোটে উড়ে গেছে। একটা হাতের বিনিময়ে একটা কীর্ত্তির মাথা বজায় রাখতে পেরেছি। কিন্তু জানিনা—না—খোদা! রাজ্যভ্রষ্ট ক'রেছ—প্রাণ নিও না।

কামরান। দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা শয়তান!

আবদার। যাব, যাব—কামরান! এখনও আমার বলা হয়নি। প্রাণটুকু ভিক্ষা ক'রে নিয়েছি কিন্তু শুধু নিইনি—তোমাকে ধরিয়ে দেব—তোমার সর্ব্বস্ব শের শার হাতে তুলে দেব—তাই শের শা আমার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু না—তোমায় শত্রুর হাতে দিয়ে ত আমার সুখ হবে না—আমি তোমায় নিজের হাতে মারব। কামরান! কামরান! এই দেখ ছুরি—আমি তোমাকে মারব—তবে দূর হব।

(ছুরিকা উত্তোলন)

কামরান। আবদার! আবদার! মেরোনা, মেরোনা। আমি তোমার কিছু অনিষ্ট করিনি।

আবদার। ওহোহো—মনে পড়েছে—মহাত্মা বাবরসার পুত্র, হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতা, সম্রাজ্ঞীকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে, গঙ্গার জলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন ক'রে—উঃ কি সে দৃশ্য! বক্ষে মৃতা কন্যা! কণ্ঠে কি সে আর্ত্তনাদ! ওহোহো, মনে পড়েছে—কি বীভৎস সেই সংগ্রাম! মৃত্যুর সঙ্গে নিয়তির বাদ! গঙ্গার জলে দীন, দুনিয়ার মালিক প্রাণের দায়ে হজরতের নাম নিচ্ছে! হো, হো, কই কামরান! চক্ষে জল কই! বুক ফেটে যাচ্ছে না? ম'রতে ইচ্ছা হচ্ছে না? না—তোমায় আমি ছাড়ব না—আমি তোমার বুকে এ ছুরি বসাব—দেখব—এ ছুরি বসে কি না।

(ছুরিকা উত্তোলন)

কামরান। মেরোনা—মেরোনা—পায়ে ধরি মেরোনা। শয়তান দেখে শয়তান হ'ওনা। আমি যে বাবরসার পুত্র—আমি যে হুমায়ুনের ভাই।

প্রাণের মমতা ত জান আবদার! ভিক্ষা পেয়েছ—ভিক্ষা দাও। অধম হলেও বাদশার বংশের একজন ব'লে ক্ষমা কর। আবদার! প্রভুভক্ত আবদার! তোমার বক্ষে বেদনা কই?

আবদার। হো, হো—স্বর্ণ পালঙ্ক নয়! স্বর্ণ পালঙ্ক নয়! দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য, দুনিয়ার গৌরব—ধূলায় প'ড়ে মূর্চ্ছা গেল! অসহ্য, অসহ্য—কামরান! এখনও বাঁচতে ইচ্ছা হচ্ছে! শয়তান! শয়তান! দেখবে? দেখবে? বক্ষের বেদনা দেখবে? এই দেখ—

(নিজ বক্ষে ছুরিঘাত)

আমি বুক চিরে দিই—তুই দেখ্ শয়তান! বেদনার রক্ত মূর্ত্তি—বেদনার হতাশ্বাস।

কামরান। ওহোহো—

(জালালের প্রবেশ)

জালাল। কি ক'রলে আবদার! কি ক'রলে প্রভুভক্ত বীর! আমি যে তোমায় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম! তোমায় যে আমি জীবন যাত্রার সহচর ক'রব মনে করেছিলুম! কি ক'রলে!

আবদার। সাজাদা! সাজাদা! পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাইছি—মেরোনা। শয়তানের প্রাণে এখনও অনুতাপ আসেনি। তাকে কাঁদবার জন্য বাঁচতে দাও। তার সর্ব্বস্ব নিয়োনা—কাঁদবার জন্য একটু জায়গা দিও। তাকে আরও কঠিন দণ্ডের জন্য অপেক্ষা ক'রতে দাও। (মৃত্যু)

জালাল। চললে—চললে দার্শনিক! কামরান! এই মুমুর্ষের অনুরোধে আমি তোমায় মুক্ত ক'রে দিলুম। যাও—যে বেশে আছ স্ত্রী পুত্র যদি থাকে তাদের নিয়ে কাবুলে চলে যাও—পাঞ্জাব আমাদের অধিকারে এখন।

কামরান। হো—হো—হো—

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

দুইজন নাগরিকের প্রবেশ।

১ম। তারপর—তারপর—

২য়। গাক্কারের দল ত একেবারে বেঁকে দাঁড়াল—একখানি পাথর কেউ ব'য়ে এনে দেবে না এই ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রলে। রোটাস দুর্গ গড়া দূরে থাক্—জঙ্গল পর্য্যন্ত সাফ করবার লোক পাওয়া গেল না।

১ম। কেন? ও—তাহলে বুঝি তাদের লুট তরাজের অসুবিধা হয়।

২য়। নিশ্চয়—তারা ত লুটেই খেত। শের শা ঐ মতলবেই ত করেছে হে।

১ম। ও—তারপর—তারপর—

২য়। বছর ত ঘুরে গেল—যার উপর ভার ছিল—অগত্যা সে কেঁদে কেটে এসে প'ড়ল—বললে "জনাব! আমার দ্বারা এ কাজ অসম্ভব"।

১ম। শের শা বুঝি অমনি ফৌজ পাঠিয়ে দিলে।

২য়। তোমার আমার মত মাথা গরম নয় হে থাম।

১ম। কি করলে—কি করলে?

২য়। ব'ললে ওসব আমি শুনতে চাই না—তোমাকেই ক'রতে হবে। অর্থের অভাব হবে না—যত অর্থ দরকার পাবে।

১ম। বাঃ—বাঃ—

২য়। অনেক ভেবে চিন্তে—সে ত গাক্কারের দলে রটিয়ে দিলে "যে একখানি পাথর এনে বসিয়ে যাবে—সে এক এক আশরফি পাবে"।

১ম। এত আশরফি পেলে কোথায়?

২য়। মাথা ঠাণ্ডা করে শুন আগে।

১ম। বল—বল—কি জান মিঞা! আশরফি—আর পাথর—উঃ।

২য়। দলে দলে গাব্বার এসে জড় হ'ল।

১ম। সত্যি সত্যি আশরফি দিলে মিঞা?

২য়। তা দিলে বৈকি—কিন্তু এমনি চালাকরে ভাই! দিন দিন একটু একটু ক'রে মজুরী কমিয়ে দিতে লাগল। দিন কতকের মধ্যেই আশরফি আট গণ্ডা পয়সা হ'য়ে গেল।

১ম। আরে বলকি হে—তারা ছেড়ে দিলে না!

২য়। আর ছেড়ে দেবে—কাঁচা পয়সারে মিঞা! ছেলে, মেয়ে, নাতি পুতি নিয়ে সব লেগে গেল—সূর্য্যি ডুবে—এক এক গেরস্ত প্রায় একটা ক'রে আশরফি নিয়ে বাড়ী ফিরে।

১ম। পয়সার কাছে সভ্যও নেই, অসভ্যও নেই—কি বল মিঞা! আচ্ছা, রোটাস ব'লে আর একটা কি কোথায় আছে না?

২য়। হাঁ, হাঁ—সেটা অন্ত লোকের—এটা সম্রাটের নিজের। নাও—চল এখন।

১ম। চল—কিন্তু ভারি মোরসমটা ফাঁকতালে গেছে মিঞা!

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর দুইটী নাগরিক প্রবেশ করিল)

২য়। আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আরে ছ্যাঃ—ছ্যাঃ—ছ্যাঃ।

১ম। আরে যা—যা—যা—

(৩য় নাগরিক প্রবেশ করিয়া ১মকে লক্ষ্য করিয়া)

৩য়। কি মিঞা! সিন্নি খাবে?

(৪র্থ নাগরিকের প্রবেশ)

৪র্থ। আহা ক্ষেপা পেয়েছ নাকি?

১ম। তোর বাবা ক্ষেপা।

২য়। আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

১ম। আরে যা—যা—যা।

৩য়। হুমায়ুন যাতে ফিরে রাজ্য পায়—তার জন্য সিন্নি দেওয়া হচ্ছে—খাবেনা মিঞা!

১ম। তোর বাবা হনুমান—তোর চাচা হনুমান।

৪র্থ। ছিঃ মিঞা! বাদশা যে।

১ম। তোর বাবা বাদশা—তোর চাচা বাদশা—

৩য়। আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

১ম। আরে যা—যা—যা।

৪র্থ। আচ্ছা চটছ কেন? ওদের বেশ ক'রে বুঝিয়ে দাও না যে, হুমায়ুন ছিল অযোগ্য—শের শা হচ্ছে দেবতা।

৩য়। বলত, বলত, শের শা পূর্ণমল্লকে রৈসিনি দুর্গ হ'তে ছেড়ে দিয়ে আবার তাকে মারলে কেন?

২য়। বলত, বলত, পূর্ণমল্লের স্ত্রীকে শের শা কচ ক'রে কেটে ফেললে কেন?

৩য়। বলত, বলত, পূর্ণমল্ল কি ক'রেছিল?

২য়। বলত, বলত, রত্নাবলীর কেমন গলা ছিল?

৩য়। বলত, বলত, সিন্নি দেওয়া হচ্ছে কেন?

১ম। দেখ, দেখ, শ্যালারা জুত খেলে—খেলে—(জুতা খুলিতে উদ্যত)

৪র্থ। আহা তোমরা কর কি হে—থাম—বলত মিঞা গল্পটা।

১ম। ওদের না রুখলে আমি বলব না। ও হারামীরা মোচনমান নয়।

৪র্থ। ওহে থাম বলছি—বল মিঞা বল!

১ম। শের শা কি কম দুঃখে যুদ্ধ করেছিলো! কাফেরটা তিনশো বনেদি মুসলমান ঘরের ঝি বউ ধ'রে এনে ঐ দুর্গে রেখেছিলো।

৩য়। ওঃ এক গোয়াল! তুমি বুঝি তাদের চরাতে মিঞা!

১ম। দেখছ—দেখছ—

৪র্থ। আহা থাম'। জাননা—শুন চুপ করে। বল মিঞা বল! ওদের দিকে তাকিয়োনা।

১ম। কাফের ত সুড়্ সুড়্ ক'রে সব ছেড়ে দিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্যত্র বাস ক'রতে লাগল। শের শাও তাতেই রাজী হ'ল—সে যাত্রা কাফের বেঁচে গেল।

২য়। আহাহা! তোমাকেও একটা দিলে না মিঞা!

৪র্থ। তুমি তাকিয়োনা মিঞা! বলে যাও।

১ম। একদিন শের শা ঘোড়ায় চ'ড়ে এক রাস্তা দিয়ে চলেছে—আর সেই তিন চার শো মেয়েলোক ছুটে এসে একেবারে ঘোড়ার চারিদিকে ঘিরে দাড়াল।

৩য়। ঘোড়ার বাচ্ছা দেখতে এসেছিলো বুঝি মিঞা!

৪র্থ। মরুক ওরা—তুমি বলে যাও।

১ম। সেই তিন চার শো মেয়েমানুষ চীৎকার ক'রে ব'লতে লাগল—"জনাব! কাফের আমাদের জাত খেয়েছে—আমাদের স্বামী পুত্র হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রেছে—আমাদের সমাজের বার ক'রে দিয়েছে। লোকের দ্বারে ভিক্ষা ক'রতে গেলে লোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। জনাব! সেই কাফের প্রাণে বেঁচে আছে—এই কি বিচার হ'ল"!

২য়। তুমি তখন বুঝি ঘুমুচ্ছিলে মিঞা! চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল বুঝি! আহা—চোখ দুটো তাই লাল।

১ম। তোর মত গাঁজা খেয়ে চোক লাল করিনি।

৩য়। না মিঞা! গাঁজার ধোঁয়া লেগেছে—

৪র্থ। কেন ওদের সঙ্গে পাগলামি কর মিঞা! বল তারপর—

১ম। আর কি—যুদ্ধ বেধে গেল। শের শা চারিদিক ঘেরাও ক'রলে। পূর্ণমল্ল এই খবর পেয়েই অন্তঃপুরে ছুটল।

২য়। জরুর মুখে চুমুক লাগাতে বুঝি!

১ম। রত্নাবলী তখন গান ধরেছিলো—আহা কি মিষ্টি গাইতো মিঞা!

৩য়। আহাহা! যেন পোলাও মুখে তোলবার সময় মুরগী ডেকে উঠল।

১ম। কাফের ত গিয়েই এক কোপ—বাস—মাথাটাও মাটীতে প'ড়ল—গানের তানও হাওয়ায় মিশে গেল!

২য়। খোঁপাখানা আনতে পারলে না মিঞা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

১ম। আরে যা—যা—যা।

৩য়। মিঞা! সিন্নি খাবে?

১ম। তোর বাবাকে দিগে যা—(প্রস্থানোদ্যোগ)

২য়। ওহে—ধরত মিঞাকে—মিঞা হুমায়ুনের নিন্দে করেছে—শের শারও নিন্দে ক'রতে পারে। (দুইজনে ধরিল)

১ম। এই খবরদার ছাড় বলছি— (ছিনাইতে চেষ্টা)

৪র্থ। মিঞা! তোমায় শূলে চ'ড়তে হবে—আমরা গিয়ে বলব—তুমি শের শার নিন্দে ক'রেছ।

১ম। কিঃ মিথ্যা বলছিস? দেবতা শের শার নিন্দে আমি ক'রব!

৪র্থ। তুমি আমাদের বড় গালাগালি ক'রেছ। আমরা বাদশার কাছে মিছে বলেও তোমাকে শূলে চড়াব। চল মিঞা! (টানিতে আরম্ভ করিল)

১ম। চল্ হারামীরা চল্—একি আর হুমায়ুন বাদশা পেয়েছিস? এ বাদশার কাছে ঘুষ চলেনা—ভেজাল চলেনা। এ বাদশার কাছে বিচার হয়—দুষ্টের শাস্তি হয়। এ বাদশার কাছে তুইও যে আমিও সে—পথের কুকুরও তাই। চল্ হারামীরা চল্—

(সহসা ছদ্মবেশে শের শার প্রবেশ)

শের। একি তোমার প্রাণের কথা? তোমার গ্রামের—তোমার দেশের কথা? বল—প্রাণ খুলে বল।

১ম। তুমি আবার কোথা হতে এলে!

শের। মনে কর আমি ভিক্ষুক—একটী কথার ভিখারী। বল, একি তোমার প্রাণের কথা—

১ম। হাঁ আমার প্রাণের কথা—আমার গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতার কথা।

শের। প্রাণ খুলে বলছ? বেশ ক'রে অনুসন্ধান ক'রেছ? যদি না ক'রে থাক—আমার অনুরোধ খুঁজে দেখো—এই নাও পারিশ্রমিক। অসন্তুষ্ট চিত্ত যাদের পাবে—এই চিহ্নটুকু নিয়ে নির্ভয়ে বাদশার কাছে যেতে বোলো। বাদশা তাদের দুর্দ্দশার কথা শুনবে—তাদের অভাব দূর ক'রে দেবে—তাদের ভুল ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু একটী কথা—নিন্দা ক'রনা—ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আজ হুমায়ুন পথের ভিখারী—কিন্তু তিনিই তোমাদের বাদশা ছিলেন। (প্রস্থান)

১ম। এ্যাঃ! এ সব যে আশরফি! এটা যে হীরের আংটা! এরা কোথা গেল! তবে কি জাহাপনা ছদ্মবেশে! এরা কি তাঁরই চর! এ্যাঃ! নিশ্চয়ই তাই—ওঃ—আচ্ছা পাল্লার ত আজ পড়েছিলুম! না বাবা—আর পাগলামি করা কারুর কাছে হবে না। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

পল্লী পথ।

(ছদ্মবেশে ই'কন্তা ও ফকির মন্থর পদে চলিয়া যাইতেছেন)

ফকির। তাইত, কি করলি মা! শেষে রাজপুতের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিলি!

ই'কন্যা। দেবোনা! বুকের ভেতর যে আগুণ জলছে।

ফকির। আগুণ নেবাতে সপ্ত সমুদ্রের বারি না ফুরিয়ে যায়।

ই'কন্যা। যায় গেলই—না হয় আরও জলবে—তাবলে চেষ্টা ক'রব না। পাঠানের চিরশত্রু রাজপুত পাঠানকে ভ্রূকুটী ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে!

ফকির। বড় শক্ত—সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করা এ জাতটাকে বড় কঠিন—বুঝি অসম্ভব!

ই'কন্যা। ছলে বলে কৌশলে এ জাতকে উচ্ছিন্ন ক'রতে হবে। বাবর শিলাদিত্যকে পেয়েছিলো—আমরা কাকেও পাব না! নিশ্চয় পাব—ছলে বলে কৌশলে এ জাতকে উচ্ছিন্ন ক'রতে হবে। পাঠানের রাজত্বে পাঠান থাকবে—রাজপুত কে?

ফকির। ঠিক বলেছিস মা—রাজপুত কে? যা থাকে কপালে। খোদা! তুমিই সব।

(উভয়ের প্রস্থান ও বিপরীত দিক হইতে একজন বলিষ্ঠ ভিখারী ও ভিখারিণীর প্রবেশ)

ভিখারী। দেখ জান্! মোর চ'খে তুই ঠিক চাঁদনীর আলো।

ভি-নী। তুইও আমার বেশ গ্যাটা গোটা—ঘুঁট ঘুঁটে কালো।

ভি। ঠাট্টা করলি!

ভি-নী। ঠাট্টা করলুম না হুবহু তোর ছবি এঁকে ভদ্রলোকের সামনে ধরলুম।

ভি। ছোটলোক বললি আমাকে!

ভি-নী। কেন এই ভদ্রলোকগুলিকেও তোর সঙ্গে জড়িয়ে দেব নাকি!

ভি। আমার চটতে ইচ্ছা হচ্ছে—কিন্তু কোন মতেই পারছি না—কারণ তোকে দেখলে—আমার সেই বকরিদের কথা মনে প'ড়ছে।

ভি-নী। আমারও হাসতে ইচ্ছা হচ্ছে—কিন্তু পারছিনা—কারণ তোকে দেখলে—আমার মস্ত বড় একটী গাধার কথা মনে প'ড়ছে।

ভি। এ্যাঃ—

ভি-নী। মুখ দেখে মনে হচ্ছে একটা মস্ত বড় গোরস্থান।

ভি। এ্যাঃ কি!

ভি-নী। মাটী তোলা হয়েছে—মড়াটা নামালেই হয়। আর চোখ, নাক, হাত, পা দেখে মনে হচ্ছে—যে ম'রেছে—তারই বুঝি জরু, ছাবাল,চাচা, চাচি, গোরের চারিদিকে ব'সে কাঁদতে লেগেছে। কি ক'রে হাসি বল!

ভি। উঃ আরও চটিয়ে দিলি—কিন্তু আমি চটতে পারছি না এই যা—কারণ তোর গাল ব'য়ে পিরের দরগার সিন্নি ঝ'রে প'ড়েছে—চুমুক লাগালেই অম্বলের ব্যারাম সেরে যাবে।

ভি-নী। উঃ আরও হাসিয়ে দিলি—কিন্তু আমি হাসতে পারছি না এই যা—কারণ তোর সর্ব্বাঙ্গ ব'য়ে রেঢ়ীর কাথ গ'লে প'ড়ছে—ছুঁলেই কোষ্ঠ সাফ।

ভি। আমি যা বলছি—তুই ও তাই বলছিস—তাই তোর কথা শুনে আমি হাসছি—তা নইলে—ওঃ—আমি ভারি চ'টে যেতুম।

ভি-নী। বলি আজ অত রস কেন—ঠিক ক'রে বল দেখি?

ভি। যা বলেছিস—প্রাণটা আজ—কেন বল দেখি!

ভি-নী। আজ দুটো ঝুলিই যে কণ্ঠায় কণ্ঠায়। এটা বুঝতে পারছিস না!

ভি। ঠিক ধ'রেছিস—রস ও কণ্ঠায় কণ্ঠায়—রূপ ও তোর আজ তাই এত! তা নইলে তুই ও যেমন আমি ও তেমন।

ভি-নী। চল্ চল্—সন্ধ্যা হবে এখনি।

ভি। এই বাড়ী খানায় একবার শেষ ঘা দিবি না?

(সহসা ভিখারী বেশে শের শার প্রবেশ)

শের। হাঁ গা—আমায় চারটী দিতে পার?

ভি। কে বাবা তুমি !

শের। আমার এই হোৎকা চেহারা দেখে—একমুঠো কেউ দিলে না—দূর দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দিলে।

ভি। ন্যাকামি রাখ চাচা ! এস দিকিনি লড়াই করি।

শের। বিশ্বাস ক'রলে না ?

ভি। না চাচা ! আচ্ছা এই ছুঁড়ীটার সঙ্গে লড়তে পার ?

ভি-ণী। আ মর্—চোখ খেকো।

ভি। আচ্ছা এক কাজ কর—গৃহস্থের দোরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাও—না দেয় বল—বাদশাকে ব'লে দেবো।

শের। বাদশা কি করবে ?

ভি। বাদশার রাজত্বে, বাঘে গরুতে বন্ধু পাতিয়েছে। বাদশা কি ক'রবে ! ভিখারীকে ভিক্ষা না দেওয়া—গৃহস্থের ঘাড়ে গদ্দানে এক ক'রে দেবে চাচা ! আর কি করবে।

শের। তাই নাকি ! তাহলে ত বেশ ব'লেছ কিন্তু আমার বড় ক্ষুধা—কিছু দাও।

ভি। ওটী হবে না—গায়ের চামড়ার সাথে মিশে গেছে।

শের। হবে না ? দেখবে ?

ভি। বটে, বটে—ধর্ তরে ছুঁড়ী ঝুলিটে।

শের। (সহাস্যে) আচ্ছা মিঞা ! তোমার গায়ে যখন এত জোর—তখন খেটে খেলেই ত পার—

ভি। অপদার্থ, অপদার্থ—দেহে বলও নাই—মগজে বুদ্ধিও নেই।

শের। অমন কথা ব'লনা মিঞা !

ভি। তা কেন বলব ! এমন সহজ পন্থা থাকতে, তুমি খেটে খেতে বলছ—সেকি বলতে পারি। বিনামূলধনে ব্যবসা চাচা ! লাভ লোকসানের ভয় নেই।

শের। তা যা বলেছ—কিন্তু মিঞা! এই মেয়ে লোকটাকে আমায় দিতে হবে।

ভি। বটে বটে রসিক চাচা! আচ্ছা রাজি—ওকে যদি তুই টেনে নিয়ে যেতে পারিস।

ভি-নী। আ মর্ মিনসে।

শের। তা কেন—তুমি অনুমতি কর।

ভি। তা না করলে হয়! আমার পীরের সিন্নি, মসজিদের চূড়ো, রমজানের চাঁদ—আমার বুকের পাঁজর, পেটের পীলে, গাঁজার কল্কে, ভিক্ষের ঝুলি—তোমাকে না দিলে কি হয়!

শের। ওঃ—তাহলে এ তোমার আপনার—জরু! দুট ঝুলি এক সঙ্গে ভর্ত্তি কি ক'রে ক'রলে মিঞা!

ভি। আরে মূর্খ! গেরস্তর বাড়ী গিয়ে কি বলি যে এ আমার জরু, না আপনার—তখন আমরা কেউ কাউকে চিনতে পারি না—তখন ও আর একজনের জরু—আমি আর একজনের আদমি। একঘর ভেঙ্গে দুখান করি তখন। কি ব'লবরে মিঞা! এ সময়ে একটা ছেলে হ'ল না!

শের। সেকি! এমন আপনার তোমার—পর ব'লতে বুকে ব্যথা লাগেনা!

ভি। তা আর লাগে না! বাড়ী গিয়ে সেদ্ধ মোরগের রস—আর সেদ্ধ চাল—এই দুটোয় মিশিয়ে বুকের ভেতর দিকটায় পেরলেপ দিই। এখন স'রে পড়, সন্ধ্যা হয়ে এল—দোকান পাট বন্ধ হয়ে যাবে—এ গুলি বিক্রী ক'রে বাড়ী ফিরতে হবে ত

শের। বলকি! বিক্রী করবে?

ভি। হুজুর!—নেবে? পয়সা টয়সা আছে? নাওনা—এক আধ পয়সা কম যম ক'রে দেবো এখন—না নাও—ঐ বাড়ীখানায় বাদসার

শের হ'ক ব'লে ঘা মার, পেটটা ভ'রে যাবে। আয়লো ছুঁড়ী—মাপ কর চাচা! চললুম— (প্রস্থান)

শের। এই ত ভিখারীর অবস্থা—ভিক্ষা যারা দেয় তাদের অবস্থা—স্বচ্ছল কি? বেশ দেখাই যাক।

(দ্রুত যাইয়া নিকটস্থ একখানি ঘরের দ্বারে আঘাত করিয়া)

চারটি খেতে পাই মা!

(নেপথ্যে—ঐ নাও—আবার কে ম'রতে এল)

(দ্বার খুলিল একটা রমণী)

শের। খেতে পাই মা!

রমণী। ও বাবা! যত ডাকাতের দল, বাদসার ভয়ে ডাকাতি ছেড়ে ভিখারী সেজেছে—এর বেলায় বাদসা বুঝি ঘুমিয়ে আছে! হোৎকা মিনসে সব—কেউ আসছেন বাতে ধরেছে—কেউ আসছেন পক্ষাঘাত হয়েছে ব'লে—কেউ খোঁড়া সেজে—কেউ কানা সেজে—কিন্তু পয়সা নেবার বেলায় ঠিক হাতটি পাতছেন পয়সার তলায়—ব্যবসা পেয়েছে সব—না দিলেও নয়—ভিখারীকে ভিক্ষা না দেওয়া—ওঃ—বাদসা একেবারে ক্ষেপে উঠবে। কিন্তু চোখ থেকো বাদসা ত দেখেনা যে এরা ডাকাত। দাঁড়াও বাবা! তোমায় কিছু বলিনি। তোমার অপরাধ কি? বেশ ক'রেছ এসেছ। এই তোমারি মতন সব আসে কিনা—তাদের বলছি। বাদসাকে যেন কিছু ব'ল না—

(দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিক্ষা আনিতে প্রস্থান করিল)

শের। ঠিক বলেছে—বুকে বেজেছে—তাই এত আবেগ। অপরাধ কি—কিছু না—তবে—না তাদেরই বা কেন—অপরাধ আমার।

(প্রস্থান ও তৎপরে দ্বার খুলিয়া রমণী বাহির হইল)

রমণী। কই গো! ওমা কোথায় গেল! এই দফা সেরেছে—কোথা গো! এই নাও—আজ কি আবার ঘটায়!

(জনৈক শের শার সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। ভিখিরি বাদশার কাছে খবর দিয়েছে।

রমণী। এ্যাঃ—এ্যাঃ—এর মধ্যে বাদশাকে খবর! আমি ত কিছু বলিনি—আমি ত কিছু বলিনি।

সৈন্য। যা বলেছ—এখনি তা বুঝতে পারবে।

রমণী। দোহাই বাবা! আমি কিছু বলিনি—এই ভিক্ষে হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি।

সৈন্য। আজ পর্য্যন্ত যত ভিক্ষা দিয়েছ এই মোহর কখানা নিয়ে তার পূরণ কর—বাদশার হুকুম।

রমণী। (মোহর দেখিয়া) দোহাই বাবা! আর হাতে সোণা গুঁজে দিয়ে বাদশার কাছে ধ'রে নিয়ে যেওনা। দোহাই তোমার, পায়ে পড়ি—আমি মোহর নিতে পারব না—বুঝেছি তিনি ভিখারী নন—তিনি বাদশা।

(বাদশা বেশে শেরশার প্রবেশ)

শের। ঠিক বলেছ—আমিই সেই ভিখারী। নাও মা! কোন ভয় নেই। বাদশার একটা মস্ত বড় ভুল তুমি ভেঙ্গে দিয়েছো। আর ডাকাতের দল তোমাদের দ্বারে ভিক্ষায় আসবে না—বাদশা নিজে তাদের ভার নেবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

রমণী। এ্যাঃ—এ্যাঃ—তাইত! (মোহর দেখিয়া) কি হতে কি হয়ে গেল! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

পাঠান শিবির।

(শেরশা কিঞ্চিৎ চিন্তিত ভাবে, জালাল ও মুবারিজ প্রশ্ন অপেক্ষায় দণ্ডায়মান)

শের। কত ফৌজ তৈরী জালাল?

জালাল। আশি হাজার।

শের। আশি হাজার! মুবারিজ! রাজপুত কত অনুমান কর?

মুবারিজ। পঞ্চাশ হাজার।

শের। পঞ্চাশ হাজার! পঞ্চাশ হাজার রাজপুতকে হটাতে আশি হাজার তরবারি যদি কোষমুক্ত ক'রতে হয় তাহলে পাঠানের নামে কলঙ্ক পড়বে।

(ই'কন্যার প্রবেশ)

ই'কন্যা। পাঠানের নাম অক্ষয় অমর হ'য়ে থাকবে—আশি হাজার তরবারি যদি হস্ত স্খলিত হয়—আশি হাজার পাঠান যদি পঞ্চাশ হাজার রাজপুতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে পারে—তাহলে একটা নূতন কীর্ত্তি হবে—পরাজয় গরিমায় ইতিহাসের রং ফুটে উঠবে।

শের। কেন? এমন কথা বলছ কেন মা?

ই'কন্যা। বলব না! আমি যে পাঠানের মেয়ে—আমি যে রাজপুতকে চিনি।

শের। পাঠান কি এতই দুর্ব্বল!

ই'কন্যা। পাঠান দুর্ব্বল! না—কিন্তু রাজপুত! বড় প্রবল—বড় ভয়ঙ্কর! মনে পড়ছে জনাব! মোগলের রক্তে প্লাবিত সিক্রীর সেই সমরাঙ্গন—দেখতে পাচ্ছি জনাব! শত্রু শব রাশির উপর বীরকেশরী সংগ্রামের সেই মৃত্যুত্থিত জীবন মোগলকে মরণের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে—আর কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় মোগল সম্রাট বাবরসা জীবনের সমস্ত পাপ গুলি একত্রিত ক'রে চ'খের জলে ধৌত ক'রছে আর জীবনে সুরাস্পর্শ ক'রবেনা ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রছে।

শের। পাঠান, মোগল নয়—পাঠান, পাঠান।

ই'কন্যা। আর রাজপুত! উঃ—ভূমিকম্পের মত এ জাত যখন মাথা নাড়া দেয়—লক্ষ আততায়ীর স্থির লক্ষ্য ন'ড়ে উঠে—সহস্র বীরের প্রাণের উন্মাদনা কেঁপে উঠে মাটীর নিচে নেমে যায়। আগুনের মত এ জাত যখন

জ্বলে উঠেছে—পতঙ্গের মত মোগল পাঠান পুড়ে ম'রেছে। জনাব! এ জাতের তুলনা এ জাত—এ জাতের সমকক্ষ এ জাত—রাজপুতকে ধ্বংস ক'রতে রাজপুত—আর কেউ নয়।

শের। ভয় দেখিও না মা!

ই'কন্যা। ভয় নয় জনাব! এ জাতের রমণীগুলো তূর্য্যধ্বনির মত পুরুষকে জাগিয়ে তোলে—হাসতে হাসতে তাদের বীর সাজে সাজিয়ে দেয়—জয় ডঙ্কার মত তাদের ক্ষেপিয়ে তোলে—তারা আগুন চিবিয়ে খায়—শত্রুর রুধির গায়ে মাখে—নিজের দেহ ভস্ম করে।

শের। চুপ কর মা—চুপ কর—

ই'কন্যা। জনাব! এ জাত বীরত্বের পরীক্ষা নিতে যেন পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারতে যে এসেছে, একবার ক'রে এ জাতের সম্মুখে মাথা নামিয়ে গেছে। এবার আপনার পালা এসেছে জনাব! হজরতের আজ্ঞা—এ জাতের সম্মুখে মাথা নোয়াতে হবে—কিন্তু এ জাত জীবন্ত থাকতে মাথা নোয়াতে দেবে না জনাব! এ জাতকে ছলে বলে কৌশলে ধ্বংস ক'রতে হবে—তারপর সেই ভস্মের রেণু মাথায় মেখে বীরের পূজা ক'রতে হবে।

শের। এ বীরত্বের পূজা ছলে বলে কেন মা! হজরতের প্রেরণায় আজ পাঠানেরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। খোদার প্রত্যাদেশে আজ লক্ষ পাঠানের প্রাণ সমস্বরে বেজে উঠেছে। তারা বীরের পূজা শিখেছে—বিশ্বাস ঘাতকতা কেন মা!

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। শের! শের! কাফেরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার এখনও সন্দেহ! হজরতের আজ্ঞা—ছলে বলে কৌশলে কাফেরকে হত্যা ক'রতে হবে! শের শা! ভুলে গেলে তোমার সাধনা—নষ্ট ক'রবে তোমার জীবনব্যাপী অধ্যবসায়! তা হবে না—তোমার জন্ম দুনিয়াকে শিক্ষা দিতে রাজত্ব কেমন

ক'রে ক'রতে হয়—শাসন কাকে বলে! দুনিয়াকে দেখাতে—তোমার সোণার রাজ্যপাট—হাহাকারের দিনে পুণ্য স্বর্ণ যুগ। শের শা! কর্ম্মক্ষেত্রে তুমি অবতীর্ণ, তীর্থের মত—তোমার দ্বারে এসে পাপের গ্লানি কেটে যাবে—পুণ্যের জ্যোতিঃ ফুটে উঠবে। শের শা! কাফের, কাফের—বৃথা শক্তি নষ্ট ক'রনা। রাজপুতের আজ্ঞা ছলে বলে কৌশলে তাদের ধ্বংস কর—তারপর তোমার অক্ষয় শক্তি নিয়ে দুষ্টের দমন কর—শিষ্টের পালন কর—জগতে এমন কীর্ত্তি রেখে যাও—যা স্মরণে মানুষ ধন্য হবে—বরণে জগতের শ্রী ফুটে উঠবে।

(নেপথ্যে কোলাহল ও একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জনাব! জনাব! একটা রাজপুত আচম্বিতে এসে একজন পাঠানকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ছুটেছে—দু'শ পাঠান তার পেছু নিয়েছে।

শের। পাঠানকে যদি উদ্ধার ক'রতে না পারে—সমস্ত পাঠান আমি হত্যা ক'রব। জালাল! মুবারিজ! সমস্ত পাঠান নিয়ে আমার অনুসরণ কর।

(সকলের প্রস্থান)

ফকির। কি করলি মা! ক্ষেপিয়ে দিলি!

উ'কন্যা। দাঁড়াও ফকির—একটু অপেক্ষা কর। ঐ একজন রাজপুত দু চারশ, পাঠানের শির মাটিতে নামাক—তারপর। একটু অপেক্ষা কর—সমস্ত ষড়যন্ত্র ঠিক ক'রে রেখেছি—শুধু একটা দস্তখত চাই। একটু ধৈর্য্য ধর—রাজপুত দিয়ে রাজপুত ধ্বংস ক'রব। পাঠানের রাজ্যে পাঠান থাকবে—রাজপুত কে?

(প্রস্থান)

ফকির। হজরৎ! হজরৎ! কূলে এনে তরী ডুবিয়ো না।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

সঙ্গীত সমাপনান্তে চারণ কবিগণ দাঁড়াইয়া আছেন—যোধপুরাধিপতি মল্লদেবের সেনাপতি কুম্ভ ও পশ্চাতে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছে।

কুম্ভ। শুনলে রাজপুত! তোমার কর্ম্মজীবনের অগ্রভেরীর উচ্চরব—তোমার ধর্ম্ম মন্দিরের গভীর শঙ্খধ্বনি। দেখলে রাজপুত! মানসচক্ষে তোমার মাতৃমূর্ত্তি—ব্যোমস্পর্শী তোমার জয়পতাকা। তোমার দ্বারে শত্রু এসেছে—কিসের শঙ্কা—কিসের দৈন্য—ঐ শোন—আবার শোন—ঐ বিজয়-দুন্দুভি—ঐ শোন কবির গান—নূতন তানে—নূতন ছন্দে আকাশ ভ'রে উঠেছে— (চারণ কবিগণ গাহিলেন)

গীত।

প্রতাপে যাঁহার মোগল স্তব্ধ বিরাট বাহিনী ছত্রাকার,
হুঙ্কারে যাঁর বাবর কীর্ত্তি করিয়া উঠিল হাহাকার,
কোরাণ স্পর্শে কহিল উচ্চে "কভু না মদিরা করিব পান",
চূর্ণ করিয়া সুরার পাত্র ভিক্ষুকে দিল করিয়া দান।
এদেশ তাঁহার, আদেশ তাঁহার, রাখিব তাঁহার মান,
ধন্যা হইল যাঁহারে পাইয়া জননী রাজস্থান।

(যোধপুরাধিপতি মল্লদেব প্রবেশ করিলেন)

মল্লদেব। থামিয়ে দাও থামিয়ে দাও—এ গান রাজপুতানায় কেন? এ শিলাদিত্যের জন্মভূমি—এখানে যে এ গান গাইবে তার জিহ্বা কেটে দেব—যে রাজপুত এ গান শুনবে তাকে হত্যা ক'রব।

কুম্ভ। এ সংগ্রামের জন্মভূমি—এখানে যে এ গান না গাইবে সে মূক—যে রাজপুত এ গান না শুনবে সে বধির!

মল্লদেব। কুম্ভ! তাই এত আড়ম্বর! বিশ্বাসঘাতক রাজপুত! মল্লদেব যে তোমাদের সন্তানের মত পালন ক'রে এসেছে—

কুম্ভ। রাণা! রাণা! একি কথা!

মল্লদেব। রাণাকে হত্যা ক'রে তুমি রাজা হ'লে না কেন কুম্ভ?

কুম্ভ। উন্মাদ—উন্মাদ আপনি।

মল্লদেব। উন্মাদ আমি! কুম্ভ! রাজপুতবীর! বাপ্পারাওয়ের সিংহাসন যবনকে ডেকে দিচ্ছ! এই দেখ—তোমার ষড়যন্ত্রের মানচিত্র—ভয় নাই, শের শা অনুকম্পা ক'রে দস্তখত ক'রে দিয়েছে—নাও ধর।

(কুম্ভর পত্রগ্রহণ, পাঠ, ও ছিন্ন করিতে করিতে)

কুম্ভ। মিথ্যা—মিথ্যা, আমি রাজপুত।

মল্লদেব। কুম্ভ! (অসি নিষ্কোষিত করিতে যাইলেন)

কুম্ভ। রাণা! রাণা! হত্যা করুন আমাকে—(জানু পাতিয়া বসিলেন) কিন্তু বিশ্বাস করুন এ শত্রুর ষড়যন্ত্র।

মল্লদেব। শত্রুর ষড়যন্ত্র! (উত্তেজিত হইয়া) না—তোকে হত্যা ক'রব না—রাজপুত তোকে ভাল ক'রে চিনুক! সৈন্যগণ! আমি তোমাদের রাণা—তোমাদের সেনাপতি কুম্ভ শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে দেশের সর্ব্বনাশে উদ্যত—তোমরা সংগ্রামের কথা মনে কর—শিলাদিত্যের কথা স্মরণ কর আমার আজ্ঞা, তোমরা ফিরে চল।

কুম্ভ। মিথ্যা কথা। (উঠিয়া) সৈন্যগণ! আমি তোমাদের সেনাপতি—তোমাদের শিক্ষা দাতা আমি—শত্রুর বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে—অসির আঘাতে দেশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক অপসারিত ক'রতে আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি—আমার আজ্ঞা—

মল্লদেব। কুম্ভ! কুম্ভ! (অস্ত্রাঘাতের উদ্যোগ)

কুম্ভ। সাবধানে রাণা! (অস্ত্র নিবারণ)

কুম্ভর অনেক কাজ বাকী রয়েছে—সে বৃথা প্রাণ দিতে পারে না। তার কর্ত্তব্যের শেষ হ'ক—রাণার পদতলে ব'সে সে নিজের বুকে নিজে ছুরি বসিয়ে দেবে।

মল্লদেব। না—ধিক আমায়। তোর মত কুলাঙ্গারকে—না, সৈন্যগণ! তোমরা রাণাকে চাও না সেনাপতিকে চাও?

সৈন্যগণ। আমরা রাণার দাস—আমরা রাণাকে চাই।

মল্লদেব। বেশ তবে রাণার আজ্ঞা পালন কর। (বেগে প্রস্থান)

কুম্ভ। আর তোমাদের সেনাপতিকে? যে তোমাদের হাসিমুখ দেখে হেসেছে—দুঃখ দেখে কেঁদেছে—সেই সেনাপতিকে চাও না? তার মাথায় জোর ক'রে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে—বিশ্বের বুকে বিদ্রূপের মত তাকে ফেলে রেখে যাচ্ছে—এত দুর্দ্দিনে তাকে ফেলে রেখে যেতে চাও? পঞ্চাশ হাজার রাজপুতের মধ্যে পঞ্চাশজন তার সহগামী হতে পার না? একজন তার জন্য প্রাণ দিতে পার না? না পার যাও—সে নিজের রক্তে নিজের কলঙ্ক ধৌত ক'রবে—নিজের হৃদপিণ্ড নিজে উপড়ে শত্রুর পায়ে ডালি দেবে।

সৈন্যগণ। সব ফিরুক আমরা ফিরব না—আমরা সেনাপতিকে চাই।

কুম্ভ। তবে এস—একজন হও একজন এস। কিন্তু সাবধান—ম'রতে হবে—রক্ত দিয়ে সেনাপতিকে মুক্ত ক'রতে হবে।

সপ্তম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

(পূর্ব্বোক্ত ভিখারী, সৈনিক বেশে ও আর একটী সৈনিক)

ভি-সৈ। লড়াই কি হে চাচা?

২য় সৈন্য। আচ্ছা লড়ায়ের মূর্ত্তিখানা কেমন বল দেখি একবার খুঁজি।

ভি-সৈ। এই হাত পা গুলো সব লোহার—চোক দুটো আগুনের—কোন হাতে ঢাল—কোন হাতে তলোয়ার—কোন হাতে বন্দুক—কোন মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—কোন মুখ দিয়ে আগুন উঠছে—কোন মুখ দিয়ে রক্ত ছুটছে—কামানের গাড়ী চ'ড়ে ছুটে বেড়ায়।

২য় সৈ। বাঃ—বাঃ—চাচা! তাহলে তুমি বীর! আচ্ছা তুমি ত নূতন লোক এর আগে কি করতে চাচা?

ভি-সে। ভিক্ষে।

২য়। এ্যাঃ, ভিক্ষে! ঝুলি ফেলে তলোয়ার ধ'রেছ! ওঃ—তাই এত নিসফিস—

ভি-সৈ। ঠাট্টা! আর তলোয়ার ফেলে যে ঝুলি ধরেছিলুম—তা জান?

২য় সৈ। কি রকম, কি রকম—তাহলে যুদ্ধ ক'রতে?

ভি-সৈ। তা ক'রতে হ'ত বৈকি—সময়ে সময়ে দশ বার জনকে দু'শ লোকের মোয়াড়া রাখতে হ'ত।

২য় সৈ। এ্যাঃ—ডাকাতি ক'রতে! ছেড়ে দিলে?

ভি-সৈ। গুতোয় প'ড়ে চাচা! গুতোয় পড়ে। তোমাদের বাদসার রাজ্যে কি আর ডাকাতি চলে—দিনকতক ঝুলি নিলুম—তাও গেল—তা এই আমার বেশ।

২য় সৈ। কিন্তু তোমার সাধ মেটে কই চাচা! হিঁদুর লড়াই খিড়কি দিয়ে অন্দরে ঢুকেছে।

ভি-সৈ। তাহলে লড়াই হবে না? হা আমার বরাত রে!

২য় সৈ। আরে শুননি চাচা! আমাদের মূর্ত্তি না দেখে আটত্রিশ হাজার হিঁদু রাজার সঙ্গে আর বারহাজার সেনাপতির সঙ্গে দে দৌড়—খিড়কি খুলে দিতে তরসইল না—ভেঙ্গে অন্দরে ঢুকে পড়েছে। আরে চাচা! হিঁদু কি লড়তে জানে?

(বেগে ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। হিন্দু হাজার বৎসর পাঠানকে শিক্ষা দিতে পারে। মাটার উপর অনন্ত শয্যা যখন তারা পাতে—তখনও তাদের পশ্চাৎ কেউ দেখতে পায় না। তারা বারহাজার রাজপুত আশিহাজার পাটানকে গ্রাস ক'রতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। সাবধান পাঠান! সাবধান।

(বেগে প্রস্থান ও নেপথ্যে কলরব)

২য়। চাচা! চাচা! বেঁকে যাচ্ছ কেন? বেগতিক—তলোয়ার ধ'রে সোজা হয়ে দাঁড়াও। (উভয়ের প্রস্থান)

(নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। সৈন্যগণ! রাজপুতবীরগণ! এ কলঙ্ক শুধু আমার মাথায় পড়ে নাই—আমার আত্মাকে কলুষিত ক'রে তোমাদেরও সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়েছে। সমগ্র জাতির অস্তিত্বে এ কালিমা লিপ্ত হয়েছে। শুধু আমার রক্তে হবে না—বারহাজার রাজপুতের হৃদয়ের রক্তে এ কলঙ্ক ধৌত ক'রে যশের দীপ্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে। সম্মুখে অগণ্য শত্রু—ভয় পেওনা রাজপুত! পশ্চাতে নরকের কলরব—পেছিয়োনা রাজপুত! মুক্ত অসি সসম্মানে কোষ নিবদ্ধ ক'রে যদি ফিরতে পার—গর্ব্বদৃপ্ত শের শার মুণ্ড রাণার পদে যদি উপহার দিতে পার—তাহলে নূতন গরিমায় সমগ্র রাজস্থান উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—নূতন শক্তিতে রাজপুত সোজা হয়ে দাঁড়াবে। না পার—ক্ষতি কি—অক্ষয় অমর কীর্ত্তি।

(বেগে প্রস্থান)

(শের শার প্রবেশ)

শের। পাঠান! পাঠান! মুষ্টিমেয় রাজপুতকে যদি পদদলিত না ক'রতে পার—তোমার নাম কেউ ক'রবে না—ইতিহাস আবর্জ্জনার মত তোমাকে দূরে ফেলবে—দুনিয়া কুটিল নেত্রে তোমাকে বিদ্রূপ ক'রবে। (সম্মুখ দেখিয়া) জালাল! জালাল! পালিয়ো না। পিতার স্নেহ, মার

ভালবাসা, সন্তানকে মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা ক'রতে পারে না---ম'রতেই হবে জালাল! মৃত্যু মুখরিত এই রণাঙ্গনে, বীরের এই তীর্থ ক্ষেত্রে যদি সমাধি গ'ড়তে পার---হজরতের করুণায় তোমার নামে দুন্দুভি বেজে উঠবে---তোমার নামে ফুল ফুটে উঠবে। পালিয়ো না জালাল! কুতবকে স্মরণ কর---ভাইয়ের পথ অনুসরণ কর। (প্রস্থান)

(সৈনিক বেশে ই'কন্সার প্রবেশ)

ই'কন্সা। ধন্য রাজপুত! ধন্য শিক্ষা! ধন্য দীক্ষা! ধন্য তোমাদের সাধনা! ইতিহাস সহস্র কণ্ঠে এ বীরত্ব বর্ণনা ক'রে উঠতে পারবে না---দুনিয়া কোটী কোটী নেত্রে এ মহিমা দেখে ফুরুতে পারবে না। কিন্তু আমার তৃপ্তি! না---রাজপুতের ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে না উঠলে---রাজস্থানের মরুভূমি রাজপুতের রক্তে ডুবে না গেলে---আমার তৃপ্তি হবে না। খোদা! এখনও মাথাটুকু জেগে আছে---ডুবিয়ো না---পাঠানকে ডুবিয়ো না।

(প্রস্থান)

(শের শার প্রবেশ)

শের। এমনি ক'রে বুঝি যুগ পালটে যায়! সূর্য্য নেমে যায় চাঁদ উঠে---আলো মিশে যায় আঁধার পটে! এই নিয়মেই বুঝি জীবন মৃত্যু পাশাপাশি---সুখ দুঃখের মেশামিশি! এই শৃঙ্খলায় বুঝি পিতার বিরক্তির পশ্চাতে একটা জাতির আনুগত্য লুকিয়ে ছিল---বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের ষড়যন্ত্রের পেছু, একটা নিথর শান্তি ঘুরে বেড়াচ্ছিল! এই নিয়মেই বুঝি সাসারামের জায়গীরের পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য সাজান ছিল! স্বজনত্যক্ত দীনহীন ফরিদের নিম্নে প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান সম্রাট শের শার নাম লেখা ছিল! আবার গেল---চাকা ঘুরে গেল---কোথা গেল! না যাক---যেতে দাও---দুঃখ, আশিহাজার পাঠান জনকতক রাজপুতের হাতে শেষ হ'ল! উঃ---খোদা! না, কেঁদো না শের!

পাহাড় ভেঙ্গে বন্যা ছুটতে চাইছে—সাবধান। চল—ঘোর—ভাগ্যচক্রের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর। (নেপথ্যে "পাঠানের জয়" ও একজন সৈনিকের প্রবেশ)

১জন সৈনিক। জনাব! দশহাজার পাঠান কোথা হতে হঠাৎ এসে পড়েছে—আমাদের জয় নিশ্চিৎ—রাজপুত জোর আর পঞ্চাশ জন বেঁচে আছে।

শের। দশহাজার! পাঠান! কোথা হতে এল!—তাদের প্রাণ আছে?

(নেপথ্যে আল্লা হো ধ্বনি)

সৈ। ঐ শুনুন জনাব।

শের। আল্লা হো—তবে আর একবার

(বেগে উভয়ের প্রস্থান)

(বল্লমের উপর ভর দিয়া আহত কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। খাসা রক্ত দিয়েছো রাজপুত! খাসা রক্ত নিয়েছো!

(অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় উপবেশন)

সব শেষ করেছিলুম—আবার কোথা হতে কাতারে কাতারে পাঠান এলো! যাক—কার্য্য শেষ হয়েছে—আশা মিটেছে—একটী একটী ক'রে বারহাজার রাজপুত বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে— (শয়ন)

(দুজন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম। কাট—কাট—এই এক বেটা আছে।

কুম্ভ। আয় কুক্কুর! আর দেরী নাই। (বল্লম নিক্ষেপ)

১ম। ইয়া আল্লা— (পতন ও মৃত্যু)

২য়। তবে রে হারামী! কে তোকে এবার রাখে।

(শের শার প্রবেশ)

শের। সাবধান পাঠান! আহতের বক্ষে অস্ত্রাঘাত!

কুম্ভ। কে তুমি?

শের। রাজপুত! রাজপুত!

(জানু পাতিয়া তরবারি রাখিয়া উপবেশন)

সমগ্র পাঠান সসম্ভ্রমে এই ভগ্নকীর্ত্তিস্তম্ভের তলায় দাঁড়িয়ে মাথা নোয়াচ্ছে।

কুম্ভ। শের শা! শের শা! এমন তুমি! এমন ক'রে তবে রাজপুতকে বিচ্ছিন্ন ক'রলে কেন সম্রাট!

শের। ভুলে যাও বীর! ক্ষমা কর রাজপুত! শের শা একটা দিক অন্ধকার ক'রে দিয়েছে কিন্তু আর একটা দিক কীর্ত্তি গরিমায় উজ্জ্বল ক'রে ফুটিয়ে তুলেছে—শের শা বিশ্বাসঘাতক তথাপি সে আজ ক্ষমা চাইছে।

কুম্ভ। শের শা! শের শা! এমন তুমি! এস আলিঙ্গন দাও—

(মৃত্যু)

শের। রাজপুত! রাজপুত! নিবে গেল! প্রবল ঝঞ্ঝার মত সারাদিশ্বকে আলোড়িত ক'রে পাঠানের রক্তে শীতল হ'ল! খোদা! খোদা! পরীক্ষা না পুরস্কার! একমুষ্টি ভুট্টার জন্য একটা সাম্রাজ্য হারাতে বসেছিলুম!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা কক্ষ।

(বিবি ও জালাল পরস্পর হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান)

জালাল। বিবি! বিবি! বিধাতার ইচ্ছায় আজ তুমি আমার, আমি তোমার। বিধির বিধানে আজ দেশের হাহাকার থেমেছে, আঁধার ভেঙ্গে আলোর ছবি ফুটে উঠেছে।

বিবি। হাহাকার থেমেছে? না দেশ ভয়ে চুপ ক'রে আছে? তাকে যদি অবসর দিতে—সে যদি স্বাধীনতা পেত তাহ'লে বোধ হয় চীৎকার ক'রে সে আকাশ চৌচির ক'রে দিত।

জালাল। না বিবি! তুমি বুঝ না। ঋণীকে ঋণমুক্ত করা হ'য়েছে, ধনীর সর্ব্বস্ব ফিরে দেওয়া হ'য়েছে—জমিদার জায়গীরদারের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখা হ'য়েছে। দেশকে তার অভাব, বাদশার কাছে ব্যক্ত ক'রতে স্বাধীনতা দেওয়া হ'য়েছে।

বিবি। সে গুলো উন্মাদের প্রস্তাবনা মনে ক'রে, দেশ পেছু ফিরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মরা মানুষ বাঁচাতে পেরোছো? নিশীথ রাত্রে গৃহস্থের দ্বারে যদি দাঁড়াও নাথ! শুনতে পাবে, কি করুণ কি মর্ম্মস্পৃক সে হাহাকার! মাতা

পুত্রের জন্য কাঁদছে—পুত্র পিতার জন্য হাহাকার ক'রছে—বিধবা চীৎকার ক'রে উঠে নিজের বুক নিজে চেপে ধ'রছে। তারা চোখের জলে দেশ ভাসিয়ে দিতে চাইছে—চীৎকার ক'রে বাদশার আসন টলিয়ে দিতে চাইছে—পারছে না শুধু বাদশার ভয়ে।

জালাল। কি ব'লছ তুমি বিবি! এ যে অনিবার্য্য। দস্যুর হাত হ'তে দেশকে উদ্ধার ক'রতে হ'লে দস্যুর হাতে প'ড়তেই হবে। দেশকে নবজীবনের পথে তুলে দিতে হ'লে প্রাণদান ক'রতেই হবে বিবি!

বিবি। মানুষ মেরে! দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য বিনিময়ে যে প্রাণ দুর্লভ সেই প্রাণ হাজার হাজার নষ্ট ক'রে! উঃ কি ভীষণ সেই হত্যাকাণ্ড!

জালাল। প্রকৃতির শাসনে হাসি কান্না দুই আছে। দেশে আগুন ধরে—পুড়ে সব ছাই হ'য়ে যায়, কিন্তু বিবি! খাঁটী সোণার মত দেশের স্বাস্থ্যটুকু প'ড়ে থাকে। বন্যায় সব ভেসে যায়—মানুষ শুধু তাকে কাঁদতে দেখে, কিন্তু বিবি! তার হাসির লহর দেশের শ্যামল শস্যে একদিন ফুটে উঠে। রক্তপাতে দেশের মাটী উর্ব্বর হয়—জাতির শৈথিল্য ধুয়ে যায়—সমাজ-বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়।

বিবি। সে দেশ উৎসন্ন যা'ক—সে জাতি লুপ্ত হ'ক—সে সমাজ বন্ধন খ'সে যা'ক। উঃ কি ভীষণ অত্যাচার! কি নিঠুর বর্ব্বরতা! মানুষের এ হত্যা নেশা কেন? গরিবকে আশ্রয়চ্যুত ক'রে, ধনীর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে, বাদশা হবার সাধ কেন? মানুষ মানুষকে রোগে শুশ্রূষা, শোকে সহানুভূতি করুক। মানুষ মানুষের দুঃখে কাঁদুক—সুখে হাসুক—তাহ'লেই দুনিয়া বশীভূত হবে, তার প্রাণে ভক্তি জাগবে। আহা! সে দিন কি আসবে! তেমন সোণার রাজ্য কোন মহাপুরুষ কি পৃথিবীতে গ'ড়তে পারবে!

(নেপথ্যে গম্ভীর কণ্ঠে "জালাল")

জালাল। বিবি! তোমার দাদা আসছেন।

(বিবির প্রস্থান ও মুবারিজ দুইখানি অস্ত্র লইয়া প্রবেশ করিল)

মুবারিজ জালাল! মনে পড়ে? একদিন বলেছিলুম, এর পর দেখা যাবে।

জালাল। পড়ে।

মুবারিজ। মোগল পাঠানে, পাঠানে রাজপুতে, রীতিমত একটা মীমাংসা হ'য়ে গেছে। তোমার কনিষ্ঠ হত, জ্যেষ্ঠ উদাসীন—সে এত বড় একটা সাম্রাজ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তার উপজীবিকার মত সামান্য একটু সম্পত্তি নিয়ে সে আজ দূরে। তুমিই ভবিষ্যতে এ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তোমার পিতার কথায় বলছি জালাল—"যে যোগ্য হবে—সম্মান তার"। এস জালাল! তোমাতে আমাতে একটা মীমাংসা হয়ে যা'ক—এস, দেখি কার তলোয়ারের জোর বেশী। নাও—বেছে নাও।

(দুইখানি অসি ফেলিয়া দিল)

জালাল। মুবারিজ! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ?

মুবারিজ। উন্মাদ নই জালাল! এটাকে তুমি দুরাকাঙ্খা ব'লতে পার—কিন্তু আমি দেখছি—এটা বেশ সহজ সরল ন্যায্য অধিকার! এস, নাও—অস্ত্র ধর। (নিজে একখানি লইল)

জালাল। মুবারিজ! তুমি আমার ভগ্নীকে বিবাহ ক'রেছ।

মুবারিজ। তুমিও আমার ভগ্নীকে বিবাহ ক'রেছ। হয় তাদের দুজনের দশা এক হ'ক—না হয় একজন উঠুক একজন নামুক। নাও, ধর—পরীক্ষা ক'রতে দোষ কি! (অস্ত্রাঘাতে উদ্যোগ)

জালাল। মুবারিজ! প্রকৃতিস্থ হও—যাও।

মুবারিজ। ভীরু তুমি জালাল! প্রাণের ভয়ে—কাপুরুষ!

জালাল। মুবারিজ! সাবধান।

(অস্ত্র কুড়াইয়া লইল—মুবারিজ সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করিল)

(জালাল আত্মরক্ষা করিতে লাগিল)

জালাল। মুবারিজ! মুবারিজ! এখনও স্থির হও।

মুবারিজ। কিছুতে না—বাঁচতে চাও—সাবধান।

জালাল। মুবারিজ! আত্মরক্ষা কর।

(ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল ও বেগে চাঁদ প্রবেশ করিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইল)

চাঁদ। দাদা! দাদা! ক'রছ কি!

জালাল। চাঁদ! চাঁদ! মুবারিজ উন্মাদ—তাকে প্রকৃতিস্থ কর।

(চলিয়া গেল)

(শের শার প্রবেশ)

শের। চাঁদ! থামিয়ে দিলি মা! না, না—ছেড়ে দে। মুবারিজ! যাও—আমি হুকুম দিচ্ছি জালালকে আক্রমণ কর—পরাভূত ক'রে যদি ফিরতে পার—তোমায় বক্ষে ধ'রে আনন্দ ক'রব—কিন্তু তারপর শের শার কাছে তোমায় পরীক্ষা দিতে হবে—সে বেঁচে আছে এখনও।

(মুবারিজের প্রতি তীব্র ভ্রূকুটী করিলেন)

চাঁদ। (সভয়ে) বাবা!

শের। (তীব্রকণ্ঠে) মুবারিজ!

চাঁদ। বাবা! বাবা! এ অপরাধ আমার। সংযমের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখতে পারিনি—বিচারের দ্বারে দাঁড়াতে অবসর দিইনি। উদ্দাম উত্তেজনায় শুধু ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছি—উচ্চাকাঙ্খা অলক্ষ্যে দুরাকাঙ্খায় পরিণত হয়েছে। সুস্থ প্রবৃত্তি, সরল প্রকৃতি বিকৃত ক'রেছি। চাঁদের সাধনা, চাঁদের কামনা, আকাশ কুসুমে পরিণত হয়েছে। বাবা! বাবা! এ অপরাধ আমার।

শের। কঠিন দণ্ড সহ্য ক'রতে হবে মা! মুবারিজ! এই মুহূর্তে আমার রাজ্য হতে নিষ্ক্রান্ত হও—আমার জীবদ্দশায় এ রাজ্যে যদি পদার্পণ কর—তাহলে—যাও—দূর হও মুবারিজ!

(মুবারিজ গর্ব্বিত ভাবে চলিয়া গেল—শের ও চাঁদ চাহিয়া রহিলেন)

(কম্পিতকণ্ঠে) চাঁদ!

চাঁদ। স্বর কেঁপে উঠছে কেন বাবা! কন্যাকে বিদায় দিতে?/ না বাবা! কান্না যদি পায় চোখ চেপে ধর—কেঁদোনা—তোমার কান্না দেখলে আমিও কেঁদে ফেলবো। সন্তানের মায়ায় কর্ত্তব্য ভুলনা বাবা! বিচারক তুমি।

শের। চাঁদ! তুই যে আমার—ইচ্ছা ছিল—

চাঁদ। সাধ মিটেছে বাবা! যে সাধনার পথে তোমাকে উদ্দীপিত ক'রেছিলুম—সফল সে সাধনা আজ। তুমি আজ হিন্দুস্থানের অধীশ্বর। মোগল, পাঠান, রাজপুত তোমার দ্বারে অতিথি আজ। বড় দুঃখ রয়ে গেল—শুধু তোমার কঠোর মূর্ত্তি দেখে গেলুম। তোমার কোমল দীপ্তি, জ্যোৎস্নার মত, শান্তির মত, তোমার কোমল মূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ এখনও দেখতে পেলুম না। তোমার শাসন থেকে দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, আশীর্ব্বাদ, নির্ঝরের মত গ'লে প'ড়বে—সে শাসন দেখবার অবসর পেলুম না। ভুলনা বাবা! তোমার চাঁদের এই বাসনা, তোমার চাঁদের এই স্মৃতিটুকু ভুলনা।

শের। চাঁদ! চাঁদ! মা আমার! কন্যা আমার! তবে—তাহলে—না মা আমি চোখ বুঝি তুই আর মা! মা! মা! দুনিয়া আমাকে ক্ষমা ক'রবে না—দুর্ব্বল ব'লে, অবিবেচক বলে ঘৃণা ক'রবে।

চাঁদ। দুনিয়া যদি তোমাকে ক্ষমা করে বাবা! আমি ছাড়ব না। ন্যায়ের দ্বারে তোমার নামে আমি অভিযোগ ক'রব। তুমি কেন—পৃথিবী যদি পায়ে ধ'রে আমাকে অনুরোধ করে—কেমন করে থাকব? স্বামী আমার, শঠ হ'ক, অত্যাচারী হ'ক, লম্পট হ'ক—তুমিই ত শিখিয়েছো বাবা! তিনি আমার দেবতা। বাবা! বাবা! কেঁদোনা, ভুলনা—চাঁদের বাসনা পূর্ণ ক'রো, চাঁদের সাধনা সফল ক'রো—আর আশীর্ব্বাদ ক'রো বাবা! চিরদিন উচ্চাকাঙ্খায় হৃদয় যেন পূর্ণ হ'য়ে থাকে, দুরাকাঙ্খায় না পরিণত হয়। (প্রস্থান)

(শের শা ধীরে ধীরে মস্তক উন্নত করিলেন)

শের। চাঁদ! চাঁদ! মা আমার! আমার ব্যাকুল সাধনার জাগ্রত

নিষ্ঠা! আমার জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের পুণ্য পরমায়ু! আমার তীর্থের জ্যোতিঃ! খোদার আলো! চলে গেলি মা! যাও মা! সতী সাধ্বী নারী! আশীর্ব্বাদ ক'রছি—চিরদিন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় হৃদয় পূর্ণ থাকুক। খোদা! কোন উপাদানে অন্তর্বিপ্লব গ'ড়েছিলে! কোন নিভৃত কক্ষে ব'সে, পাথর গ'লিয়ে, লোহার ছাঁচে ঢেলে, লক্ষ শত্রুর শক্তি দিয়ে, লক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লবের বিশৃঙ্খলা মিশিয়ে, এ বিদ্রোহকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলে দয়াময়! নিমেষে শৃঙ্খলা তাণ্ডবে পরিণত হয়, মান মর্য্যাদা, কীর্ত্তি বীরত্ব, লহমায় এ আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। যা'ক—ভেঙ্গে গেল—বুকের একখানা পাঁজরা চুরমার হ'য়ে গেল—একটা অঙ্গ অবশ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ।

(ডাকাতের দল প্রবেশ করিল)

১ম। আজ সর্দ্দারের আসবার পালা নয় রে?

২য়। হাঁ রে হাঁ—সর্দ্দারকে রোজ দেখতে না পেলে জান্ বড় খারাপ হয়ে যায়।

৩য়। যা বলেছিস—কি মিষ্টি কথারে!

৪র্থ। আগে ডাকাতি করতুম—হাত পা ভয়ে কাঁপত—এখন একটু কাঁপে না।

১ম। হাত কাঁপার কথা কি বলছিস—খেতে খেতে, ঘুমুতে ঘুমুতে—চম্‌কে উঠতুম—মনে হ'ত বুঝি কে ধরলে।

২য়। এখন লোকে দেখলে মাথা নোয়াচ্ছে—যেন আমরা মস্ত বড় একটা ভাল কাজ ক'রছি।

৩য়। তা ভাল কাজ নয়! আগে লুটপাট ক'রে শুধু নিজেরাই খেতুম—এখন যাদের বিস্তর আছে—তাদের থেকে কিছু কিছু নিয়ে গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দিচ্ছি। আগে মানুষের মাথা কেটে তার হাত থেকে চাবি কেড়ে নিতুম—এখন যোড়হাত ক'রে কিছু চাইছি—না দিচ্ছে—তখন ভয় দেখিয়ে কিছু কিছু নিচ্ছি।

৪র্থ। সর্দ্দারকে পেয়ে আমরা দেবতা হয়েছিবে—আমাদের বুকে বল এসেছে—প্রাণে সাহস এসেছে।

(ডাকাত সর্দ্দার প্রবেশ করিল)

সকলে। আইয়ে, আইয়ে সর্দ্দার!

ডা-সর্দ্দার। আজ সব ঠিক হ'য়ে থাকবে—এখান থেকে দু ক্রোশ, খাড়া উত্তরে—আবদুল রহমানের বাড়ী—মস্ত বড় লোক।

১ম। বাড়ীর সুমুখে একটা পুকুর আছে সর্দ্দার?

ডা-সর্দ্দার। হাঁ—ঠিক ধ'রেছ—সব ঠিক হয়ে থাকবে—লোকটার অগাধ পয়সা—শুনলুম লোকটা আগে ডাকাতি ক'রত।

১ম। মাপ ক'রতে হবে সর্দ্দার! আবদুল রহমান আমার চাচা।

ডা-সর্দ্দার। এ্যাঃ, সেকি! তবে ওখান থেকে খাড়া পুবে এক ক্রোশ—লক্ষ্মীপতির বাড়ী। লোকটা জমিদার—বেশ ভাল—কিন্তু বড় কৃপণ—একটা পয়সা কাউকে দেয় না—একবেলা খেয়ে দিন কাটায়।

২য়। সর্দ্দার! কি ক'রে বলি।

ডা-সর্দ্দার। কেন, তোমার কেউ হয় নাকি?

২য়। আমি মাসে একশো ক'রে টাকা পাই।

ডা-সর্দ্দার। তাইত—না—তাহ'লে আমরা যে কার্য্যে নেমেছি তা পণ্ড হয়—আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হয়। তোমরা ভেবে দেখ—এ কাজ যদি আমরা বেছে করি—তাহলে—না তাহতে পারে না—আমাদের শুধু কাজের

উপর লক্ষ্য থাকবে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছনা—কত লোক অনাহারে হা হা ক'রে কাঁদছে—কত দেশ জঙ্গল হ'য়ে যাচ্ছে—কত অনাথ প্রতিবেশী ছেলে পুলে নিয়ে রাজা, জমিদারের পাশে দাঁড়িয়ে ম'রে যাচ্ছে।

সকলে। সর্দ্দার! সর্দ্দার! আমরা রাজি—আমরা শুধু কাজ চাই—অনেক উঁচুতে উঠেছি—কিছুতেই নামব না।

ডা-সর্দ্দার। এইত মানুষের মত কথা—এস তবে— (প্রস্থান)

১ম। খুঁতখুঁত ক'রিসনে ভাই! কাজ ক'রতে পৃথিবীতে জন্মেছি—শুধু কাজ চাই আর কোন দিকে লক্ষ্য ক'রিসনে ভাই! উঠেছি যখন—কিছুতেই নামব না। (সকলের প্রস্থান)

(গাজিখাঁর প্রবেশ)

গাজিখাঁ। সন্ধান পেয়েছি বাবা—বড় ফুর্ত্তি করা হচ্ছে—আজ এক গুলিতে দুটোকেই শেষ ক'রব। সেই শেরশার ছেলেটা—শয়তানিটার সুমুখে বড় অপমান ক'রেছে—আচ্ছা, আজ সব মোলায়েম ক'রে নেবো। কিন্তু পিস্তলটা অনেক দিনের গাদা, শেষকালে ঐ যা ফক্কা হয়ে যাবেনা ত—না বাবা—দেখাই যাকনা একটা আওয়াজ ক'রে (পিস্তল বাহির করিল) এখানে আর কে আসবে—(আওয়াজ করণ) হাঁ ঠিক আছে।

(নেপথ্যে—কোন হ্যায়—কোন হ্যায়)

এই দফা সেরেছে। (পলায়ন ও ডাকাতের দল প্রবেশ করিল)

ডা। কোন হ্যায়—কোন হ্যায়।

(অপর দিক হইতে দুজন ডাকাত গাজিখাঁকে ভীষণ প্রহার করিতে করিতে প্রবেশ করিল)

গাজি। ওরে বাবারে—গেছিরে—

ডা। চোপ রও—বল্ কি মতলবে বেরিয়েছিস? (প্রহার)

গাজি। দোহাই বাবা! ভিক্ষে ক'রতে বেরিয়েছিলুম।

ডা। পিস্তল হাতে ভিক্ষে! মার শালাকে (প্রহার)

গাজি। ওরে বাবারে—ইয়া আল্লারে—ইয়া আল্লারে। (পতন)

ডা। ডাকাত ধ'রতে এসেছিলি? মার শালাকে। (প্রহার)

গাজি। ইয়া আল্লা—মেরে ফেললে—একেবারে মেরে ফেললে—কে আছিস রে?

(ডাকাত সর্দ্দারের প্রবেশ)

ডা-সর্দ্দার। ভয় নাই—ভয় নাই। কি ক'রছ তোমরা—আবার মানুষ মারছ?

ডা। সর্দ্দার! সর্দ্দার! এ বেটা নিশ্চয়ই বাদশার গোয়েন্দা—মার শালাকে। (প্রহার)
বেটা এই জঙ্গলের ভেতর পিস্তলের আওয়াজ ক'রছে।

গাজি। ওরে বাপরে—আর নয়, মলুমরে।

ডা-সর্দ্দার। একি! গাজিখাঁ—তুমি!

গাজি। কে তুমি? আমাকে চেন দেখছি—দোহাই বাবা রক্ষা কর।

ডা। সর্দ্দার! সর্দ্দার! নিশ্চয়ই দুষমণ।

ডা-সর্দ্দার। গাজিখাঁ! চুণারের কথা মনে পড়ে?

গাজি। এ্যাঃ, এ্যাঃ, কে তুমি? বাদশা! বাদশা!

ডা-সর্দ্দার। চুপ, চুপ।

সকলে। এ্যাঃ, সেকি বাদশা!

(অবাক হইয়া সকলে তাকাইয়া রহিল)

গাজি। পাপের শাস্তি হয়েছে। বাদশা! বাদশা! (মৃত্যু)

ডা-সর্দ্দার। গাজিখাঁ! গাজিখাঁ! এহেহে সবাই মিলে লোকটাকে মেরে ফেললে!

সকলে। বাদশা! বাদশা! আমাদের শাস্তি দাও।

(জানু পাতিয়া সকলে বসিল)

ডা-সর্দ্দার। তোমরা পাগল নাকি! আমি তোমাদের স্নেহের সর্দ্দার।

সকলে। না, ঠিক তুমি বাদশা—তা যদি না হও তবে তুমি দেবতা। পায়ে ধরি বল তুমি বাদশা—তা নইলে ছাড়ব না। (পদধারণ)

ডা-সর্দ্দার। ভাই সব—সত্যই আমি একজন পরাক্রান্ত দস্যু সর্দ্দার, তবে লোকে আদর ক'রে—না, না, ভয়ে আমাকে বাদশা ব'লে ডাকে। এই দেখ—যে মূর্ত্তিতে আমি দেশের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করি—এই সেই বেশ।

(ছদ্মবেশ উন্মোচন)

সকলে। বাদশা! বাদশা! মহাপাপী আমরা—শাস্তি দাও, তা নইলে স্থির হতে পারছি না।

শের। দেখ এই লোকটা মস্ত একটা শয়তান ছিল, কিন্তু মজা দেখ—নিভৃতে ব'সে খোদা কেমন শাস্তি গ'ড়ে রেখেছিলেন।

সকলে। তাব'লে ভুললে হবে না—আমাদের শাস্তি দাও বাদশা! যদি না দাও—আমরা নিজের বুকে নিজেরা ছুরি বসাব।

শের। শাস্তি চাও—তবে এস—দেশের কাছে আত্ম বিক্রয় করবে এস—ক্রীতদাসের মত দেশের সেবা ক'রবে এস।

সকলে। বাদশা! বাদশা!

তৃতীয় দৃশ্য।

শের শা নির্ম্মিত প্রশস্ত রাজপথ—সম্মুখে স্বচ্ছ সরোবর।

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। চাচা! এইখানটায় সেই তেঁতুল গাছের জঙ্গল ছিল।

২য়। ঐখানটায় ঠিক দুপুর বেলা একদিন ডাকাতের হাতে পড়েছিলুম।

যাই দেখারে দাদা, মাথার ছিল ছাতি—মাটিতে না ফেলে—আড়ালে আড়ালে ব'সে ব'সে খুব খানিকটা না এগিয়ে দে ছুট—খুব বেঁচে গেছলুম রে চাচা!

১ম। সে সব কোথা গেল ভাই!

২য়। আরে তা দেখিসনি? এক একটা বাঘ ভাল্লুক ধ'রতে লাগল—আর টুঁটি চেপে মাটাতে শোয়াতে লাগল—তারপর বেশ ক'রে মাটা চাপা দিলে।

১ম। তাই নাকি—ঠিক বলছিস—দেখেছিস?

২য়। ঠিক দেখিনি চাচা! শুনেছি। প্রাণ যায় যা'ক—মিথ্যা ব'লব না।

১ম। ঠিক শুনেছিস—কার মুখে শুনলি?

২য়। আরে বড় মজার কথা—বড় সাচ্চা লোকের মুখে রে ভাই! স্ত্রীর মুখে—স্ত্রীর মুখে। শোন্ তবে—ঘুমুতে ঘুমুতে একরাত্রি জরু আমার আঁ—আঁ—ক'রে উঠল—আমি ত ভয়ে মরে জরুকে আঁকড়ে ধ'রলুম—যত সে আঁ—আঁ—করে, আমিও তত তাকে চেপে ধরি। চাপনির চোটে রে চাচা! সেত গেলুম গেলুম ক'রতে লাগল। আমি মনে ক'রলুম বুঝি ডাকাত প'ড়েছে—ভয়ে মরে আরও চেপে ধরতে লাগলুম।

১ম। বাঃ—বাঃ

২য়। তার ঘুম ত ভেঙ্গে গেল—ভয়ে তবু তাকে ছাড়তে পারছি না। সে ত এই দেখে মনে ক'রলে নিশ্চয় তাকে ডাকাতে চেপে ধ'রেছে—আমার নাম ধ'রে ডাকতে লাগল—আমি কি সাড়া দিতে পারি সে সময়! উত্তর না পেয়ে জরু মনে ক'রলে—আমাকে ডাকাতে মেরে ফেলেছে—আর তাকে চেপে ধ'রেছে। এই না ঠিক ক'রে—"ওরে ডাকাত রে—মেরে ফেললেরে" ব'লে চীৎকার ক'রতে লাগল।

১ম। কেয়া মজাদার—বাহবা—বাহবা।

২য়। আমি ত বেঁচে সেই চীৎকার শোনারে ভাই! জরুকে না জড়িয়ে

তক্তাপোশ থেকে একেবারে মাটীতে দড়াম্ ক'রে আছড়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রতে লাগলুম্। পাড়ার লোক জমা হ'য়ে গেল—দোরে ঘা মেরে দোর ভেঙ্গে ফেললে।

১ম। ঘা কতক তারা দিলে না ?

২য়। কোন রকমে তাদের ত বুঝিয়ে দিলুম যে, ডাকাত সত্যি সত্যি ঘরে ঢুকেছিলো—পাড়ার লোকের ভয়ে বেরিয়ে যাবার আগে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে পালিয়েছে। পাড়ার লোক ত তাদের গুষ্টি তুলে চ'লে গেল। সে রাত বাড়ীতে থাকতে পারলুম না চাচা! পাশের বাড়ীতে গিয়ে শুয়ে রইলুম।

১ম। বেশ দাদা! বেশ—তারপর ? তাদের কাউকে জড়িয়ে ধরনিত ?

২য়। সকালবেলা আহারের পর যখন জরুর আমার মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা হ'ল—তখন তিনি আমায় ব'ললেন যে, "কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি"। আমি ব'ললুম "মরে যাই—মরে যাই"—তখন তিনি ব'লতে লাগলেন—স্বপ্নে দেখলুম কাল যেন স্বরূপ বিবি বাজনা বাজছে বাজছে ব'লছিল "শুনো শুনেছিস—শেরশা একটা একটা বাঘকে ধ'রছে আর মাটী সই ক'রছে—আর বাঘগুলো এক একবার গর্জ্জে উঠছে—আর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে"। বড় ভয় পেয়েছিলুম কিন্তু। তখন আমি বুঝলুম এই বাঘের ডাকে চক্ আমার আঁ—আঁ ক'রে উঠেছিলো। চাচা! শুধু আমার স্ত্রীর কথা নয়—স্বরূপ বিবিরও কথা—দুজন মেয়ে মানুষের কথা কি মিথ্যা হয়! আর এ ত হবহু ঠিক—তুমিইত বুঝলে!

১ম। আহা! তাত বটেই—আহা তা কি হতে পারে! এস চাচা! ঐ সরাইখানা থেকে—তোমায় একছিলিম গাঁজা খাইয়ে নিয়ে যাই।

২য়। চল, চল—কিন্তু কি রাস্তাই প'ড়েছে! বাঘের রেশন প'ড়ে বোধ হয় এত নরম হয়েছে।

১ম। আর বাঘের রক্ত প'ড়ে এত লাল হয়েছে—এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অন্য দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। আয় ভাই গড়াগড়ি দিই। এযে আমাদের বিছানার চেয়ে নরম!

২য়। দেখ্, দেখ্—পুকুরটার দিকে তাকিয়ে দেখ্—

১ম। পুকুর কিরে মূর্খ! সরোবর বল্।

২য়। আহা! যেন একখানা মস্ত বড় আর্শি ভাসছে! এর উপর চাঁদের আলো যখন পড়ে—তখন আহা! যেন কি একটার উপর কি একটার উদয়!

১ম। আরে গড়াগড়ি দে—মক্কার খোয়া দিয়ে এ রাস্তা বাদসা গ'ড়েছে।

২য়। তাই দিই—আমি গড়াতে গড়াতে গিয়ে, ঐ কি বললি—ঐটের উপর গিয়ে পড়িগে।

১ম। দূর—গড়াতে গড়াতে বরাবর চলি আয়—যে সরাইখানা থেকে কোরমা পোলায়ের গন্ধ ছাড়বে—সেইটেতে গিয়ে উঠব।

২য়। ঠিক বলেছিস—তাই চ। দে গড়াগড়ি—কিন্তু দেখিস ভাই কুয়োয় টুয়োয় প'ড়লে ব'লিস। (গড়াগড়ি দিতে দিতে প্রস্থান)

(অপর দুইজনের প্রবেশ)

১ম। আচ্ছা চাচা! এত যে আম, কাটাল, নারকেল পেকে র'য়েছে—এ গুলো বাদশা বুঝি বিক্রী ক'রে পয়সা করে?

২য়। দূর ছুঁচো! এ গুলো পথিক, ফকির, তুই, আমি, যে সে যত ইচ্ছে পেড়ে খেতে পারি।

১ম। তাই নাকি! তাই নাকি! বেঁচে থাক বাদশা!

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

ও কিসের শব্দ চাচা!

২য়। আরে ঘোড়ার ডাক।

১ম। ঘোড়ার ডাক! ঘোড়াত চিঁহিঁ ক'রে ডাকত আগে—ঠুন ঠুন ক'রে আজ কাল ডাকছে! কি কেরামতি বাবা, বাদশার!

২য়। দূর পাজি! ডাক—ডাক—ঘোড়ায় ক'রে চিঠি পত্র ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছে—খবরাখবর করবার ভারি সুবিধা হয়েছে। আগে ছ মাসে কারও খবর পেতিস না এখন আজ চিঠি লেখ—তোর জরুর কাছ থেকে পরশু খবর আসবে।

১ম। আহা! বেঁচে থাক বাদশা! আচ্ছা এ রাস্তাটা কতদূর গিয়েছে।

২য়। অনেক দূর—সুবর্ণ গ্রাম থেকে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত।

১ম। চল্ দাদা! সরাইখানা থেকে খেতে খেতে নদীর ধারে বাগে ফিরে আসি চ।

২য়। চল্—চল্—তাই চল্। (প্রস্থান)

(একজন দরবেশ গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল)

গীত।

পেয়েছিলে যাহা, রেখেছিলে তাহা, দিয়েছিলে ভালবাসা।
গিয়াছে যখন, যা'কনা তখন, কেন পুনঃ কর আশা।
আসে যা আসুক, ক্ষতি কি তোমার,
যেতে চাহে যাহা, ইতি কর তার;
করুণার সার বিধির বিচার, একই কথা কাঁদা হাসা।
সে দিন প্রভাতে কিবা ছিল সাথে,
এসেছ জগতে শূন্য দুটী হাতে,
তবে কেন বল, ফেল অশ্রুজল, বিষাদের কেন ভাষা?
লহ আশীর্ব্বাদ, দাও ধন্যবাদ,
ছুটুক প্রমাদ, মিটে যাক সাধ
কৃপায় যাহার, যা নহে তোমার, মিটেছে তাহার আশা॥

চতুর্থ দৃশ্য।

দরবার।

শের শা বিচারাসনে উপবিষ্ট—বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান।

কৃষক। (অভিবাদন করিতে করিতে)
জনাব! চাষা আমরা। চ'ষে খুঁড়ে, দেশের আহার যোগাড় ক'রে দিয়ে অন্ন কষ্টে ম'রতে আমরা—জলে ভিজে, কাদা ঘেঁটে, পচাপুকুরে দিন ভোর ডুবে থেকে, রোগে ভুগে ম'রতে আমরা—ফসল হোক না হোক, বন্যায় ভেসে যা'ক, অনাবৃষ্টিতে জ্বলে যা'ক, আগুনে পুড়ে যা'ক, কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে রাজার খাজনা দিতেই হবে।

শের। আজ হতে খাজনা রহিত হ'ল। ফসল হয়, চাষা খাজনা দেবে—না হয় কোন চিন্তা নাই। ফসল যা উৎপন্ন হবে—তার চার ভাগের এক ভাগ রাজার ঘরে তুলে দিতে হবে।

কৃষক। মোটে চার ভাগের একভাগ! আমরা মাথায় ক'রে গোলা ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে যাব—ফিরে যাবার সময় বাদশার জয় গান ক'রতে ক'রতে চলে যাব। (অভিবাদন করিতে করিতে প্রস্থান)

শের। (একজন রমণীর প্রতি) তুমি কি চাও মা!

রমণী। বিচার চাই বাদশা! যা গেছে তা আর পাবনা। সে তোমার চেয়ে বড় একজন বাদশার হাতে প'ড়েছে। বিচার কর বাদশা! আমার একমাত্র পুত্রকে ডাকাতে মেরে, মাঠে ফেলে রেখে গেছে। আমার উদরান্নের ব্যবস্থা ক'রে সে বাড়ী ফিরছিলো—আমার পেটের ভাত—

(রমণী কাঁদিয়া উঠিলেন)

শের। কেঁদোনা মা! নিয়তির গতি কেউ রোধ ক'রতে পারেনা।

রমণী। আমি পুত্রের জন্য কাঁদছিনা বাদশা! আমি কাঁদছি—তোমার পুণ্য রাজ্যে পাপের প্রশ্রয় দেখে। আমি কাঁদছি—এ রাজ্যে দুষ্টের দমন নাই দেখে। জাইগীরদারের কাছে বিচার চাইলুম—সে সাক্ষী চায়—যে মেরেছে তার নাম ধাম চায়—না পেলে—এই সামান্য ব্যাপারে তার অমূল্য সময় নষ্ট ক'রতে পারে না। বাদশা! বাদশা! বিচার কর—হত্যাকারীকে শাস্তি দাও—না পার—অভিসম্পাত দেবো।

শের। তাই দিও মা! কাল প্রত্যুষে হত্যাকারীর শাস্তি যদি দেখতে না পাও মা! তাই দিও। যে স্থানে তোমার পুত্রকে হত্যা ক'রে ফেলে গেছলো—সেই স্থানটা শুধু আজ আমাদের সেপাইদের দেখিয়ে দিয়ে যাও।

রমণী। তা যদি পার বাদশা! পুত্র শোক ভুলে যাব—প্রাণ খুলে আশীর্বাদ ক'রব—বুঝব, রাজ্যের পাশব বৃত্তির উপর বাদশার আধিপত্য এখনও আসেনি—কিন্তু রাজ্যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন আছে। জয় হোক বাদশা! (অভিবাদন করিতে করিতে প্রস্থান)

শের। (স্বগতঃ) সে দিন কি আসবে—পশু প্রকৃতি গুলো যে দিন মনুষ্যত্বে ফুটে উঠবে!

(এক উন্মাদিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে লাগিল)

উন্মাদিনী। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—আমায় দশ দিন আটকে রেখেছিলি—আজ পেয়েছি—কোথায় পালাবে বাদশা?

(বাদশাকে দেখে দূরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াইল)

যে যা চাইছে তাকে তাই দিচ্ছ না? দাও—আমার স্বামী পুত্র ফিরিয়ে দাও—স্বামী পুত্র ফিরিয়ে দাও।

শের। জালাল! অনুসন্ধান কর—কে এই রমণীকে দশদিন আটক করেছিলো—তার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে পদচ্যুত কর।

(জালালের প্রস্থান)

উন্মাদিনী। আগুনে ছাই চাপা দিওনা বাদশা! আমার স্বামী পুত্র ফিরিয়ে দাও—তারা মোগল পাঠানের পায়ের তলায় প'ড়ে ম'রে গিয়েছে। দাও বাদশা! আর কিছু চাই না—স্বামী পুত্র দাও।

শের। উন্মাদিনী! তোমার স্বামী পুত্র আজ যে রাজ্যে সে রাজ্যে মানুষের অধিকার নাই।

উন্মাদিনী। যে কর্ম্মফলের উপর তোমার অধিকার থাকবে না জানতে—কেন সে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করলে? যা গ'ড়তে পারবে না—কেন তা ভাঙ্গতে হুকুম দিলে? কে তোমাকে বাদশা হ'তে পায়ে ধরে সেধেছিলো?

শের। নারী! তুমিত উন্মাদিনী নও। বুঝে দেখ মা! আমি ও পুত্র হারিয়েছি।

উন্মাদিনী। তুমি এক হারিয়েছ—আর আছে। পুত্র আছে, কন্যা আছে, সব আছে। আমার যে কিছুই নাই—কুঁড়ে ঘর জ্বলে গেছে—স্বামী পুত্র ম'রে গেছে—আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে গেছে। আমি পুড়ছি—শুধু পুড়ছি—শুধু পুড়ব, ছাই হব না।

শের। তবে আর কি ব'লে প্রবোধ দেব! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, কোথায় প্রলেপ দেব! তোমাকে শান্ত করবার কিছুই নাই—নশ্বর শক্তির অতীত। হজরতের করুণা ভিন্ন তোমার দগ্ধ প্রাণ শীতল হবে না। ক্ষমা কর মা! অক্ষম অধম ব'লে ক্ষমা কর। মহাপাপী আমি—আমাকে ক্ষমা কর। সন্তান হারিয়েছ মা! আজ হতে তুমি আমার মা—আমি তোমার সন্তান। মা! মা! স্নেহময়ী জননি! সন্তানকে ক্ষমা কর—সন্তানকে ক্ষমা কর।

উন্মাদিনী। বাদশা! বাদশা! সব ভুলিয়ে দিলে—সব হারিয়ে যাচ্ছে—পুত্র শোক ভুলে যাচ্ছি! হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতা! দীনের মালিক! তোমায় আমি ক্ষমা ক'রব। কি দিয়ে তোমায় খোদা গড়েছে! কণ্ঠস্বরে কত সুধা ঢেলে দিয়েছে! আমি পেয়েছি—আমার হারানিধি আজ খুঁজে পেয়েছি। দুঃখ নাই

বাদশা—দুঃখ যখন জাগবে প্রাণে, তোমার কাছে ছুটে আসব—তুমি আমায় শুধু একবার মা ব'লে ডেকো।

(প্রস্থান)

শের। (স্বগতঃ) কত নর নারীকে উন্মাদ ক'রেছি জগৎ! (প্রকাশ্যে) আর কে কি চাও? আর কারও কিছু বক্তব্য আছে?

(সহসা ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। আমার বক্তব্য আছে সম্রাট! না, বক্তব্য নয়—অভিযোগ—দীন, দুনিয়ার মালিকের কাছে আমার নিবেদন।

শের। প্রভু!

ফকির। কে প্রভু? বাদশা আর ফকির—কে প্রভু? আমি মর্ম্মাহত বিচারপ্রার্থী!

শের। প্রভু! আজ্ঞা করুন।

ফকির। বড় তৃষ্ণা পেয়েছিলো—পুষ্করিণীর সোপান ব'য়ে জল স্পর্শ ক'রতে গেলুম—দুট হিন্দু, দুট কাফের স্নান ক'রছিল—তারা আমায় জলে নামতে দিলে না। মুসলমান জল স্পর্শ ক'রলে জল অপবিত্র হবে।

শের। নিষ্ঠুর পশু তারা—তৃষ্ণার্ত্তকে জলপানে বাধা দেয়!

ফকির। তৃষ্ণা ছুটে গেল—প্রতিহিংসার শিরা উপশিরা জ্বলে উঠল। বিচার কর সম্রাট!

শের। আজ্ঞা করুন প্রভু! হতভাগাদের সপ্তাহকাল তৃষ্ণার জল হ'তে বঞ্চিত করি।

ফকির। আমি তাদের চিরকালের জন্য তৃষ্ণার জল হ'তে বঞ্চিত ক'রতে পারতুম—দেহে এখনও সে শক্তি আছে—এ বিচারের জন্য বাদশার কাছে ছুটে আসতে হ'ত না।

শের। তবে আপনিই বিচার করুন।

ফকির। আমি বিচার চাই—যা দেখতে জগত ছুটে আসবে—যার চাপে হিন্দু মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাবে। আমি চাই—মুসলমানের রাজত্বে মুসলমান—হিন্দুর হাতে কোরাণ। আমি চাই—হিন্দুর তীর্থ গুঁড়িয়ে মুসলমানের মসজিদ তুলতে—বিপক্ষে যে দাড়াবে—আমি চাই—তলয়ারের মুখে তাকে নিক্ষেপ ক'রতে।

শের। অসম্ভব। কোটা অর্থ ব্যয়ে মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র কূপ, স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্ম্মিত হবে প্রভু!

ফকির। অসম্ভব! মুসলমান জলস্পর্শ ক'রলে জল অপবিত্র হবে!

শের। ব্যক্তিগত পাপে আমি জাতির উৎসাদন ক'রতে পারি না প্রভু! শুধু জাতির উৎসাদন নয়—তাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ! উঃ, ঈশ্বরের বিপক্ষে বিদ্রোহ—অসম্ভব।

ফকির। অসম্ভব! ধর্ম্ম হিংসুক মানুষে গ'ড়েছে শের শা! হিন্দুস্থানে একধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত কর।

শের। অসম্ভব। হিন্দুর ধর্ম্ম তাদের কীর্ত্তি, তাদের বীরত্ব, তাদের মান, মর্য্যাদা। হিন্দু ধর্ম্মের সেবা ক'রতে পৃথিবীতে জন্মেছে—এই পুণ্য সম্বলটুকু নিয়ে তারা জন্মে জন্মে আসে—জন্মে জন্মে মহাযাত্রার পথটুকু অতিক্রম ক'রে চলে যায়—প'ড়ে থাকে শুধু মহাত্মাদের পদচিহ্ন—জ্ঞান, বিজ্ঞান, বেদ, পুরাণ।

ফকির। শের শা!

শের। নিরীহ হিন্দু, আপনার গরিমা আপনি বুকে জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে থাকে—

ফকির। শের শা! কাফের মার।

শের। যে পরের ধর্ম্মে ঘৃণা করে—সেই কাফের।

ফকির। (অতীব ক্রুদ্ধস্বরে) শের শা!

শের। ভ্রূকুটী কেন প্রভু! সমস্ত পৃথিবী যদি উৎসাহিত করে—কোন

জাতির ধর্ম্মে শের শা হাত দেবে না । দুনিয়া যদি শের শার বিপক্ষে অস্ত্র ধরে তথাপি শের শা ভীত হবে না । (প্রস্থান)

ফকির । শের শা ! শুনলে না ! আচ্ছা থাক ! (প্রস্থান)

হিন্দু, সভাসদগণ । সম্রাট শুধু হিন্দুর বাদশা ন'ন—হিন্দুর দেবতা—হিন্দুর দেবতা । জয় বাদশার জয়—জয় বাদশার জয় ! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য ।

অল্প জঙ্গল বিশিষ্ট স্থান—একটা কাঠুরিয়া একটা বৃহৎ শাল বৃক্ষের গুঁড়িতে কুঠারাঘাত করিতেছে—অনেকটা কাটিয়া ফেলিয়াছে—অনেকক্ষণ পরিশ্রমের জন্য এখন কোমরে হাত দিয়া লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াইল ।

কাঠুরিয়া । একেই বলে বাদশার নেশা ! এক ঘণ্টার মধ্যে এক বড় একটা শাল গাছ কেটে মাটী সই ক'রতে হবে ! আধ ঘণ্টা প্রায় হ'ল—দু আঙ্গুল নাবাতে পারিনি—এখনও—আচ্ছা বাবা ! যতক্ষণ চলে চলুক—যতটা হয় হো'ক— (কর্ত্তনারম্ভ)

(নেপথ্যে—"কে হে গাছ কাটে—কে হে")

কাঠু । মানুষ হে মানুষ—জানোয়ারে কি আর গাছ কাটে !

(দেশের জায়গীরদার ও তাহার পুত্র প্রবেশ করিল)

পিতা । কার হুকুমে গাছ কাটছিস ?

পুত্র । কে হুকুম দিয়েছে ?

কাঠু । ও একই মানে বাবা ! (পিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) মশাই গাছের এটা বুঝি ডাল !

পুত্র । হারামজাদ—কার হুকুমে গাছ কাটছিস ?

পিতা। কোন বাবা তোর হুকুম দিয়েছে?

কাঠু। আজ্ঞে বোধ হয়—আপনার বাবা—আর খুব সম্ভব এঁর ঠাকুরদাদা।

পুত্র। হারামজাদ! কার হুকুমে গাছ কাটছিস? (প্রহার করিতে উদ্যত)

(ছদ্মবেশে শের শার প্রবেশ)

শের। আমার হুকুমে।

পিতা। কে হে তুমি?

শের। আজ্ঞে যে এই হুকুম দিয়েছে।

পুত্র। ভারি রসিক যে—কে হে তুমি?

শের। তোমার বলতে যাব কেন হে—একি তোমার গাছ?

পিতা। আলবাৎ আমার—আমি এখানকার জায়গীরদার আমাকে চেন না?

শের। ওঃ—তাই নাকি! তা—তাহলে এই আমার কিছু কাঠের দরকার হয়েছিল।

পিতা। তা—তা—তাহলে—কাঠের দরকার হয়েছিলো? বটে! তাই পরের ঝাড়ে কোপ মারতে এসেছ?

শের। আমি মনে ক'রেছিলুম তুমি জানতে পারবে না।

পুত্র। আহা! তাকি পারে!

পিতা। দেশের ভেতর থেকে—এত বড় একটা গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছ—জানতে পারবো না! এতটুকু মাটী নিয়ে গেলে তখনি জানতে পারবো।

শের। তাই দুদিন আগে একটা মানুষের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে মেরে এইখানে ফেলে রেখে গেল—তোমরা কিছু টের পেলে না। তার মা কেঁদে গিয়ে তোমাদের দ্বারে যখন পড়ল—তখন তার কাছে সাক্ষী চাইলে—যে মেরেছে তার নাম ধাম চাইলে।

(পিতা পুত্রে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিলেন)

পুত্র। বাবা! কাজ নেই এ বেটার সঙ্গে তর্ক ক'রে মাথা গরম ক'রে—দাও বেটাকে ছেড়ে, গাছটা নিয়ে যাক। কিন্তু সাবধান—আর এমুখ হ'স নে!

শের। ছেড়ে দেবে কি—জোর ক'রে নিয়ে যাব। না দাও—এই সব কথা বাদশার কাছে ব'লে দেবো।

পিতা। ও সব কথা কইবার তুমি কে হে?

পুত্র। কে হে তুমি দালাল?

শের। কে আমি সত্য জানতে চাও? তবে জান। (ছদ্মবেশ উন্মোচন)

পিতা। এ্যাঃ, এ্যাঃ—জনাব! জনাব! (জানুপাতিয়া বসিয়া পড়িল)

শের। হুকুম আমার—দ্বিপ্রহর অতীত হ'বার পূর্ব্বে সেদিনকার হত্যাকারীকে আমার দরবারে প্রেরণ কর—না পার—তোমাদের পিতা পুত্রকে শূলে নিক্ষেপ ক'রব।

(শের শার বেগে প্রস্থান—কাঠুরিয়া কুড়ালি লইয়া যাইতে যাইতে)

কাঠু। কি বাপ! কার বাবা—কার ঠাকুরদাদা?

(প্রস্থান—উভয়ে কিঞ্চিৎ ভীতস্তব্ধ হইয়া রহিল)

পিতা। বেটা, তুই আমায় শেষে মজালি?

পুত্র। আমি মজালুম না তুমি আমায় মজালে।

পিতা। আমি মজালুম! আমি কি তোকে মানুষ মেরে টাকা নিয়ে যেতে ব'লেছিলুম?

পুত্র। যখন টাকা গুলি হাতে তুলে দিলুম—তখন যে দাঁত বের ক'রে হেসে ফেলেছিলে!

পিতা। আমায় দিলি কেন? কে তোকে দিতে ব'লেছিলো?

পুত্র। তুমি ঠাকুরদাদাকে দিতে কেন? দেখে শিখেছি—আমার দোষ কি?

পিতা। এখন মর—শূলে যেতে হবে যে।

পুত্র। তুমি যাও—আমি যেতে গেলুম কেন।

পিতা। আমি মেরেছি? তুই মেরেছিস—তুই মর্।

পুত্র। তুমি যখন আমায় কিছু বলনি—তখন ও তোমারই মারা হ'য়েছে—আর তুমিও বুড় হ'য়েছ। যাও বাবা! শূলে ব'সে রফা ক'রে ফেলগে—টাকা গুলো এখন আমি ভোগ করি।

পিতা। তবেরে হারামজাদা! আমায় ফাঁসাতে চাও? (প্রহারে উদ্যত)

পুত্র। চোপ রও বাবা! এখনও বাবা বলছি—আর বলব না—এইখানে একেবারে শেষ ক'রে যাবো।

পিতা। মার্ বেটাকে, আমায় ফাঁসাবে? (প্রহার)

পুত্র। তবেরে—বাবার নিয়ে কিছু ক'রেছে—

(সাপটিয়া ধরিয়া প্রহার)

পিতা। মেরেই ফেলবো আজ। (প্রহার)

পুত্র। আজ গলাটিপেই শেষ করব।

(পিতাকে চিৎ ক'রিয়া ফেলিয়া গলা টিপিয়া ধরিল)

পিতা। ওরে গেলুম—ওরে গেলুম—

পুত্র। একেবারে না গেলে ছাড়বনা— (গলা টিপিল)

পিতা। এ্যাঃ—এ্যাঃ—উঃ—উঃ— (মৃত্যু)

(পুত্র দাঁড়াইয়া উঠিল)

পুত্র। এঁ্যাঃ—মেরে ফেললুম! মেরে ফেললুম! (নেড়ে চেড়ে দেখিল) বাবা! বাবা! এঁ্যাঃ—এঁ্যাঃ, না—বেশ ক'রেছি—এমন বাপকে মারলে কোন পাপই নেই। যাই—আমিই সেই ছোঁড়াকে মেরেছিলুম। সটান দরবারে দাঁড়িয়ে ব'লব—শূলে যাব—যা কিছু টাকা কড়ি আছে—সব সেই বুড়ীকে দিয়ে যাবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ভোরের অন্ধকার এখনও আছে—সম্মুখে দূ একখানি কুটীর—কুটীর সম্মুখে রাস্তা—রাস্তার একপার্শ্বে এক বৃদ্ধা দূরে কতকগুলি দ্রব্য রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছে। এক ব্যক্তি ত্রস্তপদে চলিয়া যাইতেছিল—বৃদ্ধাকে দেখিয়া থামিল।

ব্যক্তি। এই দফা সেরেছে! বুড়ীর ঘুম যতক্ষণ না ভাঙ্গে—দাঁড়াই বাবা। এখনও বেশ ফরসা হয়নি, বুড়ীর পুঁটলি পাঁটলি যদি খোয়া যায়—কোথায় বাদশার চর লুকিয়ে আছে—আমি যখন দেখে ফেলেছি—আমায় ঠিক নিয়ে টানাটানি ক'রবে। কি হাঙ্গামই ক'রেছে বাবা! আগে রাতারাতি দশখানা বাড়ী লুট করা গেছে—গোটা পনের ক'রে মানুষ মেরেছি—আর এখন পথিকের পুঁটলির পাশে দাড়িয়ে পাহারা দিতে হচ্ছে! সেলাম বাদশা! সেলাম— (বুড়ীর দিকে তাকাইয়া)

এই যে বুড়ী ও পুঁটুলি পাকাচ্ছে—(বুড়ি হাই তুলিতে তুলিতে উঠিল) বাচলুম বাবা—

বুড়ী। কে গা তুমি! ডাকাতের মত চেহারা যে—সর্ব্বনাশ ক'রছিলে নাকি—এ্যাঃ!

ব্যক্তি। নে বুড়ী তোর পুঁটলি পাঁটলি দেখে নে। আমি চল্লুম—

(যাইতে উদ্যত)

বুড়ী। এ্যাঃ—এ্যাঃ—তাহ'লে বুঝি সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্! যাবি কোথা? দাঁড়া বল্‌ছি।

ব্যক্তি। আচ্ছা তাই হবে বাবা! আচ্ছা বুড়ী আমায় দেখে তোর ভয় হ'চ্ছে না?

বুড়ী। বাদশার রাজ্যে ভয়! তোর মত হাজার ডাকাত দেখলে বুড়ীর ভয় হবে না।

ব্যক্তি। আমি চল্লুম—কিছুতে দাঁড়াব না। (যাইতে উদ্যত)

বুড়ী। তোর বাবা দাঁড়াবে—তোর চাচা দাঁড়াবে—

ব্যক্তি। দাঁড়াচ্ছি—দাঁড়াচ্ছি—নে—নে—দেখে নে তোর পুঁটলি।

(বুড়ী পুঁটলি দেখিতে লাগিল)

বুড়ী। যা—কিছু খোয়া যায় নি—যা চলে যা—দূর হ।

ব্যক্তি। সেলাম বুড়ী! (প্রস্থান—বুড়ীও সমস্ত লইয়া চলিয়া গেল)

(অন্য পথ দিয়া ফকির প্রবেশ করিল ইতিমধ্যে একটু ফরসা হইল)

ফকির। আহার নাই, নিদ্রা নাই, তাদের বুঝুতে গেলাম—তারা—এত স্পর্দ্ধা! আমি ফকির আমার দাড়ি উপড়ে ফেলে দেবে! আচ্ছা, হিন্দু দিয়ে হবে না—কাফেরদের বড় বশ ক'রেছে শের শা। মুসলমান চাই—লুট করাব—হত্যা করাব—কাফেরদের জোর ক'রে কলমা পড়াব।

(সেই সময় একজন কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া সেই কুটীর হইতে বাহির হইল)

কৃষক। কি চাস মিঞা ?

ফকির। আমি তোমাকে চাই।

কৃষক। আমাকে! কেন মিঞা ?

ফকির। বিস্তর ধন দৌলত এক জায়গায় দেখে এসেছি—রাশি রাশি—পারবি ?

কৃষক। চেয়ে দেখ মিঞা!

(কুটীরের ছাউনির প্রতি দৃষ্টিপাত করাইল)

ফরিক। একি! মানুষের মাথার খুলি দিয়ে ঘরের ছাউনি তয়ের ক'রেছিস! মানুষের হাত পা দিয়ে—এ্যাঃ! এত মানুষ মেরেছিস্! হাঁ, ঠিক পারবি তুই।

কৃষক। বাদশার হুকুমে—না—বাদশা আদর ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে গ'ড়ে দিয়ে গেছে। আমার কাঁধে কি দেখছিস মিঞা ?

ফকির। এত লাঙ্গল—তা বেশ হবে। গায়েও শক্তি আছে বেশ।

কৃষক। শক্তি ছিল। তলয়ারের মত বাকা—লাঠির মত সোজা—গুলির মত গোঁয়ার শক্তি ছিল। বাদশা জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে—না—আদর ক'রে ভুলিয়ে, সেটাকে গলিয়ে, পিটিয়ে, এই লাঙ্গলের ফালের মত মোলায়ম ক'রে রেখে গেছে।

ফকির। তা বেশ হবে। লাঙ্গলখানা মাথার উপর তুলে ঘোরাতে পার্‌লে হাজার লোক পেছু হঠবে।

কৃষক। জোর ক'রে লাঙ্গলখানা বিশ হাত মাটীর নীচে নামিয়ে দিতে পারি—মাথার উপর তুলে ঘুরিয়ে মানুষের মাথায় মারবার শক্তি আর নেই।

(সেই সময়ে এক বৃদ্ধ সেই কুটীর হইতে চক্ষু মুছিতে
মুছিতে বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসিল)

কৃষক। কি বুড়ো! ঘুম ভেঙ্গে গেল?

বুড়ো। খুব ঘুমিয়েছি—এক ঘুমে রাত কাবার।

কৃষক। বড় অসময়ে কাল এসেছিলি বুড়ো! খাওয়া দাওয়া কিছু হয় নি—পেটে খিদে ছিল—তাই এত ঘুমিয়েছিলি।

বুড়ো। রাজার বাড়ীও খেয়েছি—এত আদর, এত যত্ন, কোথাও দেখিনি। সেলাম, এখন বিদায় হই।

কৃষক। তাকি হয়! আমি চবে আসি—এসে তোকে ভাল ক'রে খাওয়াব। আমার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ততক্ষণ খেলা কর্।

বুড়ো। আমার বড় দরকার, আগ্রায় যেতে হবে—আমি বিদায় হই—সেলাম।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

কৃষক। বুড়ো! বুড়ো! তোর বাক্স নিয়ে গেলিনি? (বুড়া ফিরল)

বুড়ো। ওতে কিছু নেই—বয়ে আর নিয়ে যাব না।

কৃষক। না, তা হবে না—থাক না থাক—তোর বাক্স তোকে নিয়ে যেতেই হবে। দাঁড়া বলছি—পালাস যদি মাথা ভেঙ্গে দেবো—

(লাঙ্গল রাখিয়া বাটীর ভিতর গেল)

ফকির। তুমি আগ্রায় যাবে? বাদশাকে বোলো একটা ফকিরের সঙ্গে দেখা হ'লো—সে ক্ষেপেছে।

বুড়ো। ব'লব সাহেব! যদি দেখা ক'রতে পারি।

(কৃষক বাক্স লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া বুড়োর হাতে দিল—বুড়ো বাক্স খুলিল, দেখা গেল মতিরমালা—একগাছি হাতে উঠাইল)

কৃষক। এ্যাঃ! ব'লছিলি কিছু নেই!

বুড়ো। এ পুতুলের গলায় পরিয়ে খেলা ক'রতে হয়—তোমার মেয়েকে দিও।

কৃষক। খবরদার, চলে যা বলছি—আমারও ঘরে অমন হাজার হাজার ছিল। সব বিলিয়ে দিয়েছি। সে গুলো—ঐযে মানুষগুলোর খুলি দেখতে পাচ্ছিস—ঐ গুলোর রক্তে ভিজে গিয়েছিলো—তাই—যা—চলে যা—

ফকির। চাষা! চাষা! চিনতে পারলিনে? এক এক গাছার দাম লাখ টাকা—কেড়ে নে কেড়ে নে।

বুড়ো। কেড়ে নিতে হবে কেন? আমি সব দিয়ে যাচ্ছি।

কৃষক। (ফকিরের প্রতি) হারামী! তোকে শূয়ার চড়িয়ে দেশ ঘুরিয়ে আনব—তারপর সেই শূয়ারটা কেটে হিঁদু দিয়ে তোর মুখে সেই মাংস গুজে দেবো।

ফকির। কি ব'ললি? ফকির আমি—মুসলমান হয়ে তুই আমাকে হারামী বল্লি!

বুড়ো। কি আর ব'লেছে ফকির সাহেব! গায়েও হাত দেয়নি—মারতেও যায়নি।